ইব্রীয় থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত

বেদ পাঠশালা

পঞ্চদশ অধ্যয়ন পুস্তিকা

ইব্রীয়, যাকোব, I এবং II পিতর,
I, II, III যোহন, যিহুদা এবং
প্রকাশিত বাক্য

অধ্যায় ১
ইব্রীয়দের পুস্তক

সাধু পৌল লিখিত পত্রগুলির পরিদর্শন সমাপ্ত করার পর আমরা এখন তথাকথিত সাধারণ পত্রগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করি কারণ এই পত্রগুলি বিশ্বস্তদের সুনির্দিষ্ট দলসমূহ অপেক্ষা বরং এক সাধারণ লোকেদের প্রতি উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছিল। আমরা ইব্রীয়দের পুস্তকটির মাধ্যমে আরম্ভ করি। আমরা অবগত নই এই পুস্তকটির রচয়ক কে সেই বিষয়ে। পৌল প্রস্তাবনা দেওয়া সত্ত্বেও কিন্তু এই পত্রের মধ্যে প্রথম শব্দটি পৌল নয়, তাঁর লিখিত পত্রে যেমন অনেকবারই সেটি দেখা যায়। কেন পণ্ডিতগণেরা বিশ্বাস করেননি পৌল ইব্রীয় পুস্তকটি রচনা করেছিলেন, তার নানা কারণের সন্ধান এখানে পাওয়া যায়।

সযত্নে বাইবেল পরিদর্শন করার মাধ্যমে আমরা যতদূর পর্য্যন্ত লক্ষ্য করেছি, বাইবেলের যে কোনো পুস্তক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঃ -"এই পুস্তকটি কি ব্যক্ত করে?" "সেটির অর্থ কি বোঝায়?" এবং "আপনার ও আমার কাছে কি অর্থ প্রকাশ করে?" ইব্রীয় পুস্তকের মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে তা হল মূলসত্য এবং আপনার ও আমার জীবনে ব্যক্তিগতভাবে সেটির প্রয়োগ।

যেজনই এই পুস্তকটির রচয়ক হোক না কেন, তিনি ছিলেন একজন বাক্‌পটু পণ্ডিত, যিনি উপলব্ধি করেছিলেন পুরাতন ও নূতন নিয়মে উভয় ক্ষেত্রেই যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে কথা তুলে ধরা হয়েছে। এই পুস্তকটির প্রাথমিক অবদান বাইবেলের অন্যান্য পুস্তক অপেক্ষা অধিকতর, ইব্রীয়দের পুস্তক পুরাতন এবং নূতন নিয়ম একসঙ্গে সংযুক্ত করে। আপনি কি কখনও আশ্চর্য্য বোধ হয়ে থাকেন কেন আমরা আমাদের পাপসমূহের কারণে দীর্ঘদিন ব্যাপী জীবজন্তু বলিদানগুলি উৎসর্গ করা অস্বীকার করি না? এই পুস্তকটি সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকবে এবং এমন ধরনের বহু প্রশ্নের উত্তরের সন্ধান এখানে পাওয়া যাবে।

ইব্রীয়দের পুস্তকটির যুক্তি

ইব্রীয়দের পুস্তকটি পাঠ করা অনুসারে উপলব্ধি করা যায় যে এই পুস্তকটিতে এক যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে, যেটির প্রথম থেকে শেষ পদ পর্য্যন্ত এক নিগূঢ় যুক্তিবিদ্যা উপস্থাপিত হয়েছে। এই পুস্তকটি অধ্যয়নকালে লেখকের অনুপ্রাণিত করা যুক্তি বিদ্যাগুলি অনুসরণ করার চেষ্টা করুন। অন্যান্য সময়ের কাজগুলি বন্ধ রেখে এক নাগাড়ে - একভাবে পুস্তকটি পাঠ করার চেষ্টা করুন। এক পর্য্যবেক্ষণশীল মনোভাব সহকারে পুস্তকটি পাঠ করার সময় তাঁর যুক্তিগুলির

প্রতি দৃষ্টিপাত করার দরুন তিনটি শব্দের সন্ধান পাবেন, যে শব্দগুলি আপনাকে নির্দেশনা দিতে পারে কিংবা পরিচালনা করতে পারে। প্রথম শব্দটি "শ্রেষ্ঠতর", দ্বিতীয়টি "বিশ্বাস করা" আর তৃতীয় শব্দ "সতর্ক হওয়া"।

রচয়ক যিহুদীদের কাছে এই পত্রটি লেখার মাধ্যমে তাদের বোঝাতে চান যে তারা যে সকল বিষয়গুলির প্রতি শ্রদ্ধা জানায় সেগুলি অপেক্ষা যীশু খ্রীষ্ট শ্রেষ্ঠতর। তিনি মূলতঃ লিখে থাকবেন, আপনি ভাববাদীদের লালন পালন করেন, কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট ভাববাদীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। যীশু একজন ভাববাদী। ঈশ্বর প্রবক্তা নবীদের মাধ্যমে কথা বলেছেন, কিন্তু এখন ঈশ্বর তাঁর পুত্রের মাধ্যমে আমাদের কাছে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেন। তাঁর পুত্র অন্যান্য ভাববাদীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

এই পুস্তকের প্রথম দুটি অধ্যায়ে, লেখক ইঙ্গিত করেন যে যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গদূতদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। রক্ষণশীল আর গোঁড়া যিহুদীগণেরা ফরীশীদিগের মত স্বর্গদূতবাহিনীদের বিশ্বাস করেছিল।

যিহুদীগণেরা আবার মোশিকে ভক্তি শ্রদ্ধা করত, তাই তিনি লেখেন যে যীশু খ্রীষ্ট মোশি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। লেখক এই শব্দটি চিত্রায়িত করেন ঃ একটি গৃহের মূল্য আছে, কিন্তু গৃহ অপেক্ষা গৃহ নির্মাতা বেশী মর্যাদার অধিকারী। মোশি গৃহের প্রতিষ্ঠাতা, ইব্রীয় জাতি, কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট হন পুত্র যিনি সেই গৃহে বাস করেন।

তারপর লেখক যুক্তি দেন যীশু খ্রীষ্ট যিহোশূয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, যিহোশূয় ইস্রায়েলের সন্তানদের প্রতিজ্ঞাত আবাসভূমিতে চালিত করেছিলেন আর তাদের বিশ্রাম দিয়েছিলেন। যীশু অবশ্য তাদের এক বিশ্রাম দিয়েছিলেন, যখন তারা সেই প্রতিজ্ঞাত আবাসভূমিতে প্রবেশ করেছিল তাদের গৃহীত বিশ্রামটির সীমা ছাড়িয়ে যায়।

তারপর তিনি তর্ক করে বলেন যে, যীশু খ্রীষ্ট তাদের সকল যাজক সম্প্রদায়গুলি অপেক্ষা অধিকতর উন্নত। এই সকল যিহুদীগণ তাদের পৌরোহিত্যের মূল্য নির্ধারণ করেছিল। পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন যে যীশু খ্রীষ্ট ঐ সকল যাজক সম্প্রদায়গুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

যাজকসম্প্রদায়গুলির পর তিনি সন্ধি চুক্তিগুলির উল্লেখ করেন। সেখানে নোহ, অব্রাহাম, মোশি এবং দায়ূদের সঙ্গে ছিল এক সন্ধি চুক্তি। ঈশ্বর নানা চুক্তি করেছিলেন, কিন্তু লেখক যুক্তি দেন যে যীশু খ্রীষ্ট ঐ সকল সন্ধি চুক্তিগুলি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর।

সবশেষে, ইব্রীয়ের লেখক প্রান্তরের মধ্যে আরাধনার শিবিরের উল্লেখ করেন। আপনার হয়ত মনে হতে পারে যে তারা প্রান্তরের মধ্যে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর সময় শলোমনের মন্দির নির্মিত হয়েছিল তাদের ব্যবহৃত আরাধনার শিবিরের অনুকরণে। আমরা আমাদের ক্ষমতানুসারে প্রত্যাশা করতে পারি লেখকের যুক্তি প্রদর্শন, যে যীশুখ্রীষ্ট আরাধনার শিবির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। তিনি তাঁর যিহুদীয় পাঠকগণের প্রতি লেখেন, "শ্রবণ কর, ঐ আরাধনার শিবির, শলোমনের মন্দির, এবং আরাধনার সকল অনুকরণ শুধুমাত্র এক প্রতিরূপ, শুধুমাত্র এক স্বর্গীয় আরাধনার শিবিরের প্রতীয়মান বহিঃপ্রকাশ, যেটি স্বর্গস্থ, আরাধনা শিবির মানুষের হাতের গড়া নয়" (ইব্রীয় ৯:১১, ২৩-২৬)। বছরে একবারমাত্র প্রধান পুরোহিত শিবিরের অভ্যন্তরে একাই প্রবেশ করতেন, যেটি ছিল "মহা পবিত্র স্থান"। তিনি সেই আত্মোৎসর্গের মহা পবিত্র স্থান থেকে রক্ত গ্রহণ করেন, যেখানে তিনি সকল লোকেদের পাপের কারণে রক্ত উৎসর্গ করেছিলেন। যীশু যখন ক্রুশে মৃত্যু বরণ করেন স্বর্গে যা কিছু ঘটেছিল এই সকলই ছিল তারই প্রতিরূপ। এটি ছিল যেন একজন মহান উচ্চ পুরোহিত তাঁর নিজস্ব অমূল্য রক্ত সেচন দ্বারা সমগ্র জগতের পাপসমূহের মধ্যস্থতাকরণ। তাঁর আত্মোৎসর্গ বৈধতা এবং পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল জীবজন্তুদের বলিদানের মাধ্যমে যা পুরোহিতগণ দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি নিবেদন করা হয়েছিল এবং ঐ বলিদান পদ্ধতি মোশি থেকে যীশু পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। লেখক দুটি নিয়মাবলী একই সঙ্গে একই গ্রন্থিতে সংযুক্ত করেন যখন তিনি লেখেন, ক্রুশে যীশুর মৃত্যুবরণ করার পর, আমাদের পাপস্খালনের জন্য আর কোনো বলিদান হওয়া উচিত নয়।

অধ্যায় ২

বিশ্বাস করা আপনার পক্ষে অধিকতর ভাল!

পরবর্তী দুটি মূল শব্দ হল "বিশ্বাস করা" এবং "সতর্ক হওয়া"। লেখক স্বমতের চতুরতা সম্পর্কে অনেকগুলি সতর্কবাণী দেন - বিশ্বাসের গমন পথের মধ্যে আপনার একই দৃষ্টিভঙ্গীতে স্থির থাকার পদক্ষেপ গ্রহণ করা আর পরে আপনার প্রাথমিক অবস্থান থেকে অন্য দূরবর্তীস্থান গ্রহণ করা। লেখকের স্বমতের ধারণা একজন ভুল তত্ত্বজ্ঞান রয়েছে এমন ব্যক্তির কাছে এটি বেশী কিছু নয় কিন্তু একজন ব্যক্তি যার সকল সঠিক তত্ত্বজ্ঞান আছে আর এটির সম্পর্ক কিছু করতে পারে না সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ইব্রীয়ের পুস্তকটি সতর্কীকরণ এবং উপদেশের দ্বারা পরিপূর্ণ। অন্যান্য শব্দ অনেকবার এই সকল সতর্কীকরণের সঙ্গে থাকে যেটি হল "পাছে" - কখনও কখনও প্রকাশিত হয়েছিল এইরূপে — "এই কারণে" অথবা "যাতে" "এইজন্য" (ইব্রীয় ২:১; ৩:১৩; ৪:১,১১)। বহু সতর্কীকরণ বর্ণনা করে আমাদের মাঝে খ্রীষ্টের কার্য্যের প্রতি অথবা আমাদের মাধ্যমে খ্রীষ্টের কার্য্যের দ্বারা। ইব্রীয় পুস্তকে উপদেশগুলির বারংবার "এস" এই শব্দটি অনুসরণ করে (ইব্রীয় ৪:১, ১১; ১০:২২, ২৩, ৪)।

আপনার ইব্রীয় পুস্তক পাঠ করাকালীন পুস্তকটির যুক্তিগুলির দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে চেষ্টা করুন। যখন আপনি ঐ যুক্তি অনুধাবন করেন, আপনার কাছে ঐ পুস্তকের বিশেষ কার্য্যগুলি বোধগম্য হয়ে উঠবে। যেটি যিহুদী বিশ্বাসীদের নিদারুণ দুঃখের দিনে সাহস দান করে, নিরুৎসাহিত করে সেই বিষয়ের প্রতি যারা তাদের বিশ্বাস ছুঁড়ে ফেলে দিতে বলেছিল। তাঁর প্রচার কার্য্যের উদ্দেশ্য ছিল যিহুদী লোকেদের উৎসাহ দান করার জন্য, যারা বিশ্বাসের এক প্রকৃত অঙ্গীকার তৈরী করার এবং সীমারেখা অতিক্রম করার পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য যীশু খ্রীষ্টের প্রতি তাদের বিশ্বাস তখনও পর্য্যন্ত স্থাপন করেনি। প্রামাণিক বিশ্বাসের দিকে তথাপি যারা আসেনি তিনি তাদের উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন, সুস্পষ্টভাবে তিনি চান যারা এক আসল বিশ্বাসের অঙ্গীকার তখনও পর্য্যন্ত নির্মিত করেনি তাদের থেকে মিথ্যা আশ্বাস দূরে সরিয়ে দিতে।

লেখকের সতর্কীকরণ অব্যাহত থাকে ইব্রীয়ের ইতিহাসে একটি ঘটনার মধ্যে কেন্দ্রীভূত করার মাধ্যমে, যেটি গণনা পুস্তকের চৌদ্দ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে। যখন ইস্রায়েলের সন্তানেরা চোদ্দ বছর ধরে প্রান্তরে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, ঈশ্বর তাদেরকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য দশবার চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, তাদের প্রতি নানা অলৌকিক প্রতাপ ও পরাক্রম কার্য্য সাধন করেছিলেন। কনান দেশের দুর্গাদি নির্মাণ কৌশল লঙঘন তাদের জন্মানোর প্রতি তিনি চেষ্টা করেছিলেন।

যেখানে কার্য্যকর সেই প্রজন্মের কাছে ঈশ্বর এসে পৌঁছলেন, তিনি বলেছিলেন, "অদ্য আমার তোমাদের প্রতি এই রব আছে। তোমরা কখনও প্রতিজ্ঞাত আবাসভূমিতে প্রবেশ করতে পারবে না। একমাত্র দু'জন মানুষ তোমাদের মধ্যে আছে - যিহোশূয় ও কালেব সেই আশ্রয়ের অধিকারী হতে চলেছে কারণ তারা আমাকে বিশ্বাস করেছিল।" লেখক এখানে সতর্ক করে দেন তারা যেন তাদের পূর্ব পুরুষদের বিশ্বাসের অভাবটি অনুকরণ না করে, বরং তাদের আধ্যাত্মিক

প্রতিজ্ঞাত আবাসভূমির মধ্যে প্রবেশ করার জন্য সতর্ক করেন যেটিকে তিনি অভিহিত করেন 'শান্তি ও বিশ্রাম' (ইব্রীয় ৩:৭—৪:১)।

তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে লেখকের রচনার নির্য্যাস ঃ "আজও যদি তোমরা ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে পাও অথচ তোমরা তাঁর বাক্য শ্রবণ কর না, তোমরা ঠিক সেই সকল মরু প্রান্তরের লোকেদের মতন যারা চল্লিশ বছর ব্যাপিয়া একই আবর্তে চতুর্দিকে গমন করেছিল। দিন আগত হবে যখন তুমি ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর আর কখনও শুনতে পাবে না। ঈশ্বর ফিরিয়ে নেবেন তার হৃদয় তোমার থেকে এবং খ্রীষ্টের সমৃদ্ধময় জীবন যাপনের প্রতিশ্রুত আবাসভূমিতে প্রবেশকরণ থেকে তুমি হবে চিরতরে বঞ্চিত কারণ সেই কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে ম্রিয়মান হয়ে যাবে।"

পঞ্চম অধ্যায়ে লেখক এক দুঃসাধ্য বিষয়ের উদ্দেশ্যে বলতে চান। তিনি দেখান যীশু খ্রীষ্ট পূর্ববর্তী সকল পুরোহিত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। যিহুদীগণ প্রত্যাশা করে থাকবে হারোণ ও লেবীয়ের মত যীশু একজন পুরোহিত পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তার উপস্থাপনা শুরু করার জন্য তিনি এই বিষয়টি তুলে ধরেন যে মেলকিষেদেকের মর্যাদা অনুযায়ী নিযুক্ত পুরোহিত অপেক্ষা যীশু একজন বিশেষ পুরোহিত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, তিনি এই জায়গাটি প্রথম বন্ধনীতে লেখেন, "আমি মেলকিষেদেকের বিষয়ে আরও অনেক কিছু বলতে চাই কিন্তু পারি না।" এই প্রথম বন্ধনীর মধ্যে তিনি যে ঘটনাটি বিলাপ করেন মেলকিষেদেকের বিষয়ে তিনি তাদের যেটি বলতে চান সেটির বিষয়ে বুঝতে পারা তাদের পক্ষে খুবই দুরূহ কারণ তাদের শাস্ত্রের বিষয়ে বোধবুদ্ধি স্থূল হয়ে পড়েছে। তাদের আত্মিকভাবে পরিণত হওয়ার জন্য তাদের কি প্রকারের আত্মিক খাদ্যের প্রয়োজন তিনি সংক্ষিপ্তভাবে চিত্রায়িত করেন (ইব্রীয় ৫:১১-১৪)। যখন আপনি গির্জায় যান, আপনার পুরোহিত যিনি শাস্ত্র সমূহ থেকে কিছু আত্মিক খাদ্য মনের মধ্যে হৃদয়ঙ্গম করেন, তিনি আপনাকে শিক্ষা দেন আধ্যাত্মিকভাবে তিনি কি হৃদয়ঙ্গম করেছেন। এটি যেন ঠিক এক দুগ্ধপোষ্য শিশুর ন্যায় দুগ্ধ পান করার মত যাদের এখনও কঠিন খাদ্য গ্রহণ করার মত পরিস্থিতি হয়নি। যদি আপনি একমাত্র কয়েকজন পালকের মাধ্যমে শাস্ত্র অবগত হন যিনি আগের থেকেই সেই শাস্ত্রসমূহ হৃদয়ঙ্গম করে থাকেন, সেটি আপনাকে এক আত্মিক শিশু রূপে পরিণত করে।

অবশ্য, যদি আপনি শাস্ত্রের দিকে একাকী ধাবিত হন, যদি শুধুমাত্র পবিত্র আত্মা এবং বাইবেল আপনার সঙ্গী হয়, পবিত্র আত্মা শাস্ত্রের বাইরেও আপনাকে শিক্ষা দেন, তাঁর বিচার বুদ্ধি অনুশীলন করার দ্বারা আপনি আপনার

আত্মিক পুষ্টি লাভের জন্য আত্মিক মাংস (কঠিন খাদ্য) গ্রহণে সমর্থ হয়ে ওঠেন।

সাধু যোহনের রচনাশৈলী অনুসারে, আপনার অস্তিত্বের পুনরায় জন্ম হওয়ার ফলস্বরূপ খ্রীষ্ট আপনার হৃদয়ে বসবাস করতে আসেন। পবিত্র আত্মা থেকে এক "অভিষিক্তকরণ" আপনি প্রাপ্ত হন। যোহন আপনাকে বোঝাতে চান যে "অন্য কারও কাছ থেকে সঞ্চিত শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন তোমাদের নেই, কারণ তোমরা অভিষেকের মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে সঞ্চিত দীক্ষালাভ তোমার জানার জন্য সর্ব বিষয়ে শিক্ষা দেয়" (১যোহন ২:২-২৭)।

ইব্রীয় পুস্তকে ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রকাশিত কয়েকটি পদে বহু শতাব্দী ধরে ভক্তিমান আত্মাগুলির ধর্ম ভ্রষ্টতার কারণে দুর্দশাময় পরিণতি লক্ষিত হয় (ইব্রীয় ৬:৪-১২)। কয়েকজন বিশ্বাস করে এই অনুচ্ছেদ শিক্ষা দেয় যে আমরা একজন প্রকৃত বিশ্বাসীরূপে আমাদের পরিত্রাণ হারাতে পারি। আমি ভিন্ন মত পোষণ করি। তিনি লেখেন "তোমাদের সম্পর্কে আমাদের এই বিশ্বাস আছে যে তোমাদের অবস্থা এর চেয়ে ভাল এবং পরিত্রাণ লাভের অনুকূল।" যখন তিনি আলোকিত হওয়া, রসাস্বাদন করা এবং অংশগ্রহণ করা সম্পর্কে লেখেন, বিশ্বাসীদের পুনর্জন্ম —"নতুনজন্ম'-এর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বর্ণনা করেন না। তিনি বর্ণনা করেন সেই ব্যক্তির পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রলুব্ধ হওয়া, রসাস্বাদন করা অথবা অংশীদার হওয়া, কিন্তু তারা প্রকৃতভাবে বিশ্বাসের সীমারেখা অতিক্রম করে পদক্ষেপ ফেলে না এবং তারা পুনরায় জন্ম লাভ করে না।

আমি আবার আপনাকে মনে করিয়ে দিই যে এই পুস্তকটির বহু উদ্দেশ্যর মধ্যে একটি লক্ষ্য যিহুদিদের পরামর্শ দান করা যারা খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসের এক নির্দিষ্ট অঙ্গীকার তৈরী করার জন্য যীশু খ্রীষ্টের উপর এখনও পর্যন্ত আস্থা স্থাপন করেনি। এই পুস্তকটির যুক্তির উদ্দেশ্য তাদের চ্যালেঞ্জ করার জন্য - যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে দুঃখ যাতনা ভোগ করে সুদৃঢ় থাকা, বেরিয়ে আসার জন্য তাদের মশীহের নিমিত্তে এক প্রামাণিক অঙ্গীকার প্রস্তুত করা এবং তারপর তাদের পরিত্রাণের প্রতি আশ্বস্ত হওয়া। আমার বিশ্বাস ইব্রীয় পুস্তকে ষষ্ঠ অধ্যায়ের মধ্যে এই বার্তার উদ্দেশ্যগুলি খুবই কঠিন পরামর্শ।

ইব্রীয় পুস্তকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে চার থেকে ছয় পদগুলির প্রচার কার্য্যের উদ্দেশ্য এবং সমগ্র যুক্তির প্রসঙ্গে ব্যাখ্যাকরণ অত্যন্ত আবশ্যক। লেখক পরিত্রাণ সংগত বিষয়ের উদ্দেশ্যে লেখেন নি, সমগ্র পুস্তকটি ব্যাপিয়া তাঁর পরামর্শ বিশ্বাসীদের প্রকাশ্যে স্বীকার করার প্রতি নির্দেশিত, যারা এখনও পর্যন্ত পুনরায় জন্মগ্রহণ করেনি কারণ যীশু খ্রীষ্টের প্রতি তাদের অঙ্গীকারের সঞ্চিত বিশ্বাসের পথ ভ্রষ্ট হয়। লেখক সেই সকল লোকেদের সতর্ক করে দেন, যারা বাজারে

যায় - ঘুরে ঘুরে দেখে - কিন্তু কিছুই কেনে না সেই সকল লোকেদের মত আচরণ করে। তাঁর সতর্কীকরণ এই অনুচ্ছেদে ঠিক যেন একটি ডিমের এমন অবস্থায় পৌঁছানো, হয়ত ডিমটি কিছু উৎপন্ন করে অথবা একটি পচা ডিমে পরিণত হয়।

যীশুর রূপক অলংকরণের মাধ্যমে ইব্রীয় পুস্তকের রচয়ক তাঁর পাঠকগণদের জন্য পুনর্জন্ম হওয়ার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে ব্যক্ত করতে চান। এই কঠিন অনুচ্ছেদের বিষয়টি একবার তাদের পুনরায় জন্ম হলে তারা তাদের পরিত্রাণ থেকে বঞ্চিত হবে না। কিন্তু নতুন জন্ম হওয়ার পূর্বে সেখানে যে বিষয়টি ঘটতে পারে তা হল আত্মিক "ব্যর্থতা" (miscarriage)। এই সকল লোকেরা ব্যর্থ প্রয়াসের বিপদের (গর্ভস্রাব) মধ্যে থাকে যখন তারা আত্মিক 'গর্ভধারণ' (gestation) কালের মধ্যে থাকে।

অধ্যায় ৩
বিশ্বাসের উপর কেন্দ্রীভূত করা

লেখকের প্রকৃত অন্তরের বার্তার সন্ধান পাওয়া যায় এই পুস্তকটির এগারো অধ্যায়ে। ইব্রীয় পুস্তকের এগারো অধ্যায়টি বাইবেলের "বিশ্বাস অধ্যায়" রূপে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে অধ্যায়টি শুরু হয় দশ অধ্যায়ের শেষাংশ থেকে যেখানে তিনি তাঁর পাঠকগণকে কেন তাদের বিশ্বাস পরিত্যাগ করা উচিত নয় সেই সম্পর্কে এক গুচ্ছ কারণ দেখান (ইব্রীয় ১০:৩৫)। তিনি লেখেন, তাদের বিশ্বাস পরিহার করা উচিত নয় কারণ বিশ্বাসই তাদের রক্ষা করেছিল। তিনি তাদের ফেলে আসা দিনগুলি বিবেচনা করার জন্য পরামর্শ দেন যে সময় তারা প্রথম বিশ্বাস করেছিল এবং উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছিল। এটি তাঁর যুক্তির এক খোঁচা — আপনাদের বিশ্বাস ছুঁড়ে ফেলে দেবেন না কারণ অবিচল বিশ্বাসই আপনাদের উদ্ধার করে থাকে।

দৃশ্যতঃ তারা খ্রীষ্টেতে এক বিশ্বাসযোগ্য মন পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল যেটি ছিল খ্রীষ্টের প্রতি এক আগ্রহান্বিত প্রথম ভালবাসার দ্বারা একত্রিত হওয়া। তিনি তাদেরকে সেই অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়ে দেন, স্বর্গে তাদের এক উত্তম পুরস্কার সঞ্চিত ছিল তা জানা সত্ত্বেও কিভাবে তারা সকল বিষয়ের ক্ষতি সহ্য করেছিল। এখন লেখক বলেন, সেই প্রারম্ভিক বিশ্বাস ও পরিত্রাণ

বিবেচনা করতে এবং এটি আপনার কাছে কি অর্থ আনয়ন করে সেটি চিন্তা করতে। উপলব্ধি করুন আপনার বিশ্বাসের মাধ্যমেই আপনি উদ্ধার প্রাপ্তি লাভ করেছিলেন। অতএব যা কিছুই আপনি করুন না কেন অবিচল বিশ্বাস আপনার পরিত্রাণ এনে দিয়েছিল, সেই বিশ্বাস ত্যাগ করবেন না।

এরপর, দশ অধ্যায়ের আটত্রিশ পদে, তিনি ভাববাদী হবক্কুক উদ্ধৃত করেন, "ন্যায়-পরায়ণ বিশ্বাসের দ্বারা জীবিত থাক বে" (হবক্কুক ২:৪)। এই প্রসঙ্গে তিনি মূলতঃ লেখেন ঃ "তুমি তোমার বিশ্বাস পরিত্যাগ করতে পার না কারণ তোমার বিশ্বাস প্রয়োজনীয়তাতে যেতে চলেছে। তুমি বিশ্বাস দ্বারা শুধুমাত্র উদ্ধারপ্রাপ্ত হও তা নয়; তোমার বিশ্বাস সহকারে তুমি বাঁচবে।"

বিশ্বাস ব্যাখ্যা করা অতি দুরূহ, কিন্তু আপনি তার বর্ণনা দিতে পারেন। তিনি লেখেন ঃ "বিশ্বাস আশান্বিত বস্তুগুলির সারাংশ, যে বস্তুগুলির প্রমাণ দেখা যায় না।" জগতের মধ্যে বিদ্যমান কয়েকটি মঙ্গলময়তার প্রতি আশা এক দৃঢ়বিশ্বাস এবং একদিন আপনি তা মধ্যস্থতা করে থাকেন। পুরাতন নিয়মে বিশ্বাসীরা মঙ্গল দর্শন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল। দায়ূদ এই প্রশ্নদ্বারা ব্যর্থতা ও ক্ষণস্থায়ীর সাথে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন ঃ "কে সেই মানুষ যে জীবনের বাসনা করে, এবং সেই নানা দিনগুলি ভালবাসে যে দিনে সে উত্তমকিছু দেখতে পেতে পারে? তিনিই তারপর নিজের প্রশ্নের উত্তর দেন এক আমন্ত্রণের মাধ্যমে ঃ "বৎসগণ, আস্বাদন করে দেখ সদাপ্রভু মঙ্গলময়; যে জন তাঁর নিয়েছ শরণ পরম সৌভাগ্য তার" (গীতসংহিতা ৩৪:১২, ৮)। বিশ্বাসী হওয়ার জন্য প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে, মঙ্গলময় কিছু ঘটতে চলার দৃঢ় বিশ্বাসের সমর্থনে কিছু প্রমাণ থাকা দরকার। কিন্তু এখানে, যুক্তির প্রসঙ্গে তোমাদের বিশ্বাস প্রত্যাখান করো না বিশ্বাস কি হয় এই কারণে। বিশ্বাস হল তোমাদের আশাগুলির সারাংশ কিংবা ভিত্তি যেটি তোমাদের আশাগুলি বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। অদেখা বস্তুগুলির সাক্ষ্য হয় বিশ্বাস, যেটি তোমার বিশ্বাসের অলক্ষিত বিষয়।

"যখন তোমার বিশ্বাস বাইবেলভিত্তিক হয়, তোমার বিশ্বাসের বিষয় অলক্ষিত হওয়া আবশ্যক। প্রত্যয়ের জন্য তোমার প্রয়োজনটি সরিয়ে দাও যখন তুমি অবগত থাক এবং লক্ষ্য করতে পার তোমার বিশ্বাসের বিষয়। যখন বিশ্বাস বাইবেলভিত্তিক হয় তোমার বিশ্বাসের বিষয় অলক্ষিত হয়, কিন্তু সেখানে এক প্রমাণ থাকে যেটি অলক্ষিত বিষয়টির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসকে সমর্থন করে। এটা ঠিক যেন তোমার অদেখা অতি প্রিয় এক খাদ্যের সৌরভ, কিন্তু এই সৌরভই হল প্রমাণ যা খাদ্য পরিবেশনের সময় ভেসে আসে। অতএব বিশ্বাসের এক উত্তম সংজ্ঞা হতে পারে ঃ কোনো কিছুর প্রতি বিশ্বাসের আচরণ করাই বিশ্বাসকে

সুনিশ্চিত করে অথবা কোনো একজন যাকে তুমি লক্ষ্য করতে পার না যেটি প্রমাণের উপর ভিত্তিশীল"।

এই ক্ষেত্রে, অলক্ষিত বস্তু ঈশ্বর। লেখক বলেন যে এই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ যে ঈশ্বর সেই একজন ব্যক্তি যাঁর বিশ্বাস আছে। নূতন নিয়মানুসারে বিশ্বাস ঈশ্বরের দান (ইফিষীয় ২:৮; ফিলিপীয় ১:২৯)। অতএব, তিনি সেই জন যাঁর বিশ্বাস আছে, পৃথিবীর উপর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ যে বিশ্বাসের দাতা জীবিত। তিনি বলেন, "বিশ্বাস হল আশান্বিত বস্তুর সারাংশ, অলক্ষিত বিষয়গুলির সাক্ষ্য"। অন্যান্য ঘটনাগুলির মধ্যে এই নিগূঢ়তত্ত্বের লেখণীর রচয়ক আমাদের ব্যক্ত করেন বিশ্বাস স্বয়ং এক সাক্ষ্য যা অলক্ষিত ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রদর্শন করে।

তিনি তাঁর লেখার সময় অন্য আরও কারণ তাঁর পাঠকগণকে জানান, কেন তাদের বিশ্বাস ত্যাগ করা উচিত নয় সেই সম্পর্কে ঃ "বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বরকে তুষ্ট করা অসম্ভব, কারণ ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যে যেতে চায় তাকে বিশ্বাস করতে হবে যে ঈশ্বর আছেন, এবং যারা তাঁর অন্বেষী তাদের তিনি পুরস্কৃত করেন" (ইব্রীয় ১১:৬)।

তাঁর বিতর্কের যুক্তি বিদ্যাতে অবিচলিত থাকুন, যে বিদ্যা তাদের বিশ্বাস পরিত্যাগ না করার সকল কারণ ব্যক্ত করে। তিনি এই বিষয়টি প্রস্তুত করে থাকেন যে তাদের স্বীয় বিশ্বাস পরিহার করা উচিত নয় কারণ বিশ্বাস বিনা তারা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসতে পারে না অথবা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। তিনি তখন তাদের (এবং আমাদের) সেই সকল লোকেদের বিষয়ে বলেন, যারা ঈশ্বরকে তুষ্ট করেছিলেন কারণ তাদের ছিল প্রত্যয়। বিশ্বাসে হনোক দ্যুলোক নীত হয়েছিলেন। হনোক ঈশ্বরের এত সান্নিধ্যে গমন করেছিলেন যে প্রভু একদিন তাঁকে বলেন, "হনোক আমরা এখন আমাদের গৃহের অধিক নিকটে কেন তুমি আমার সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করছ না?" বিশ্বাসে হনোক দ্যুলোকে নীত হলেন, কারণ হনোক বিশ্বাসে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে গমন করেছিলেন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করেছিলেন (ইব্রীয় ১১:৫)।

তারপর তিনি বিশ্বাসী ধার্মিক লোকেদের দৃষ্টান্ত দিলেন। ইব্রীয় পুস্তকের এগারো অধ্যায়টি পাঠরত থাকুন আর কার্য্যের শব্দগুলিতে, সকল ক্রিয়াগুলির নীচে একটি রেখা টানুন। তাদের সকলেই বিশ্বাসের বীর কেননা তারা কয়েকটি কার্য্য সম্পাদন করেছিলেন। যার কারণে আমি ব্যক্ত করে থাকি, বিশ্বাস কোনো একজনের মধ্যে অথবা প্রমাণের উপর ভিত্তিশীল কোনো অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস করার কার্য্যকে বোঝায়।

ঈশ্বর যখন নোহকে এক বৃহৎ জাহাজ নির্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তখনও পর্য্যন্ত পৃথিবীতে বৃষ্টিপাত হয় নি। লেখকের বর্ণনাতে নোহের বিশ্বাসের প্রতি চ্যালেঞ্জ এইভাবে করে, "এখনও পর্যন্ত বিষয়টি দেখা যায় নি।" নোহ কখনও বৃষ্টি দেখেন নি আদি পুস্তকের চারটি অধ্যায়ের মধ্যে পরিব্যাপ্ত তাঁর কাহিনীটি এই বিশ্বাসের অধ্যায়ে এক নিগূঢ় পদে বর্ণিত আছে ঃ "অদেখা বিষয়ে ঐশ্বরিকভাবে সতর্কতার পূর্বসূচনা হওয়াতে নোহ বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরভক্ত ভয় সহ চালিত হয়েছিলেন, তাঁর পরিবারের সকলকে উদ্ধারকরণে এক বড় জাহাজ তৈরী করেছিলেন, যার দ্বারা তিনি জগতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন এবং ধর্মপরায়ণতার উত্তরাধিকার রূপে পরিণত হন যেটি বিশ্বাস অনুসারেই ঘটে" (৭)।

নোহ ১২০ বছর ধরে জাহাজ নির্মাণ করার সময় ধর্ম-পরায়ণতায় এক প্রচারক হয়েছিলেন। একটিমাত্র পথে আপনি উদ্ধার প্রাপ্ত হতে পারেন - জাহাজটির মধ্যে আসন গ্রহণ করার দ্বারা। পিতর বলেন জাহাজটি পরিত্রাণের এক চিত্র। এই অধ্যায়ে আমাদের কাছে ব্যক্ত হয় যে নোহ বিশ্বাসের ছবি এবং যার দ্বারা বিশ্বাসের অর্থ প্রকাশ পায় এবং যার দ্বারা বিশ্বাস কার্য্য সম্পাদন করতে পারে।

বহু লোকেদের বিশ্বাস লেখক ১২:১-২ পদের মধ্যে উপমাটির উপস্থাপন করেন আমরা যেন দৌড় প্রতিযোগীতার ব্যায়ামবীর যখন সমস্ত স্টেডিয়ামের দর্শক আমাদের দৌড় প্রতিযোগীতাটি লক্ষ্য করে "সাক্ষ্যতাগুলির এক বিশাল মেঘের আকারে"। তারা ইতঃপূর্বে তাদের দৌড়বাজিতে দৌড়েছে। আপনি কি বিশ্বাস করেন এটি কি সম্ভব যারা মৃত, যারা আমাদের পূর্বেই চলে গেছেন, আমাদের আজকের জীবন ধারায় কি ঘটতে চলেছে সেই সম্পর্কে তারা জ্ঞাত? ইব্রীয় পুস্তকের তাঁর এই যুক্তি হয়ত এখানে এই বিশ্বাসের অধ্যায়ের মধ্যে যোগ করতে পারেন, যে আমাদের নিজস্ব বিশ্বাস কখনই পরিহার করা উচিত নয় কারণ সাক্ষীদের এক বিশাল মেঘ আমাদের লক্ষ্য করে চলেছে এবং আমাদের উৎসাহ দিয়ে চলেছে, আমরা যেন আমাদের জীবন দৌড়ে ধাবিত হই। আপনি ঈশ্বরের এক সন্তান এবং যেহেতু আপনি তাঁর, আপনি যখন তাঁকে অমান্য করেন, তিনি কিন্তু আপনাকে সংশোধন করবেন। এই লেখকের রচনাশৈলীর অনুসারে, সংশোধিত হওয়ার কারণে আপনি যদি দুঃখ ক্লেশ ভোগ করেন, আপনার ঈশ্বরের এক পুত্র হওয়ার জন্য এটি এক সত্য কথন। তিনি লেখেন ঃ ঈশ্বরের সংশোধনকরণ অবজ্ঞা করো না। যখন ঈশ্বরের দ্বারা, তুমি সংশোধিত হও তখনই সেটি প্রমাণ করে যে তুমি তাঁর সন্তান। সংশোধনকরণ তাঁর পবিত্রতার এক অংশীদাররূপে তোমায় পরিণত হওয়ার ফলাফল স্বরূপ হবে।" লেখক আবার

আমাদের বলেন যে সংশোধনকরণ উৎপন্ন করে ধর্ম-পরায়ণতার এক শান্তিপ্রিয় ফল।

লেখক এই নিগূঢ় তত্ত্ব সমাপ্ত করেন আমাদের অতিথিপরায়ণ হওয়ার জন্য পরামর্শ দান করার মাধ্যমে। তিনি তাঁর শেষ অধ্যায়ে লেখেন, "নবাগত ব্যক্তিদের আতিথ্য হৃদয়ে পোষণ কর, কারণ কয়েকজন স্বর্গদূত অজ্ঞাতসারে আতিথ্যতার মধ্যে সামিল থাকে।" তারপর তিনি বলেন যারা কারাগারে আছে তাদের কথা আমাদের মনে করার জন্য যেন আমারও তাদের সাথে কারাগারে ছিলাম। আদি মণ্ডলীর অনেক সদস্যগণেরা কারাগারে বন্দী ছিল। লেখক তার এই রচনার শ্রেষ্ঠ অবদান সমাপন করেন এই উপদেশের মাধ্যমে, ঐ সকল মহান আত্মিক মেষপালকদের মান্য করা আবশ্যক যারা আমাদের আত্মিক মঙ্গলের জন্য দায়িত্বশীল।

অধ্যায় ৪
যাকোবের পত্র

যাকোবের পত্র অত্যন্ত বাস্তবসম্মত, "নূতন নিয়মের" হিতোপদেশরূপে কয়েকজনের দ্বারা উল্লেখিত। এটি যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষাগুলির উপর এক ধারাবাহিক বিবরণের মত, বিশেষভাবে পর্বতে প্রদত্ত উপদেশগুলি। আপনি অন্ততঃ দশটি উদাহরণের সন্ধান পেতে পারেন, যেখানে যীশু প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট শিক্ষাগুলি যাকোবের দ্বারা সম্প্রসারিত এবং প্রয়োগিত।

অনেক পণ্ডিতগণের বিশ্বাস এই পত্রগুলির রচয়ক যাকোব জাগতিকভাবে যীশু খ্রীষ্টের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। যখন যীশু জনসাধারণের সেবাকার্য্যে তিনটি বছর অতিবাহিত করেন তিনি যীশুতে বিশ্বাস করেন নি। আমাদের বলা হয় যে পুনরুত্থানের পর যীশু এক বিশেষ দর্শন দিয়েছিলেন পিতরের কাছে এবং যাকোবের কাছে, এই যাকোবই ছিলেন জাগতিকরূপে তার ভ্রাতা (১করিন্থীয় ১৫:৭)।

পরিলক্ষণ করার জন্য এটি কৌতূহলের উদ্রেগ করে থাকে যে যাকোব মন পরিবর্তন করেছিলেন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নূতন নিয়মের মণ্ডলীতে এক মহান নেতাদের মধ্যে একজন হয়ে নিযুক্ত হয়েছিলেন। প্রেরিত ১৫ অধ্যায়ে

বর্ণিত যাকোব সেই একজন ব্যক্তি যিনি যিরূশালেমের সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সাধু পৌল গালাতীয়দের প্রতি তাঁর পত্রে যাকোবের কথা উল্লেখ করেন যখন তিনি লেখেন যিরূশালেমের মণ্ডলীর মধ্যে তিনজন মানুষকে তিনি দেখেন যাদের মনে হয়েছিল তিনটি স্তম্ভের মত — যোহন, পিতর এবং যাকোব।

পরম্পরাগত প্রথানুযায়ী আমাদের কাছে ব্যক্ত আছে যে যাকোব মন্দিরের চূড়ার থেকে নিক্ষেপিত হয়েছিলেন এবং তারপর মহাপুরোহিত দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত হন। যখন এটি ঘটেছিল, পরম্পরাগতপ্রথা বলে যে যিহূদীয় ধর্মীয় সম্প্রদায় মহাপুরোহিতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং কার্য্যালয়ের বাইরে তাকে চলে যেতে বাধ্য করেছিল। যখন রোমীয় সম্রাট, তীত ৭০ শতাব্দীতে যিরূশালেম বিনষ্ট করেছিলেন, অনেক ধর্মনিষ্ঠ যিহুদী যারা যীশুর অনুগামী হতে পারেনি, তাদের প্রত্যয় ছিল যে যাকোব নামক এই ধার্মিক মনুষ্যের আত্ম-বলির কারণে এই শহরের উপর এটি ছিল ঈশ্বরের এক ন্যায়বিচার।

এইজন্য যাকোব একটি সাধারণ পত্রলেখণী, নূতন নিয়মে শেষ প্রান্তে অন্যান্য সাধারণ পত্রগুলির পরে এটি তুলে ধরা হয়েছে। অধিকাংশ পণ্ডিতগণের বিশ্বাস এই পুস্তকটি নূতন নিয়মের সকল রচনার মধ্যে সবচেয়ে প্রথম পুস্তক।

যাকোবের বার্তা

এই পত্রের বিষয়বস্তু পাঠ করার সময় আপনি দেখতে পাবেন, কেন কয়েকজন বিশ্বাস করে যাকোব সাধু পৌলের শিক্ষাগুলিতে এক সমতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন তারা আমাদের জানায় পৌল এসেছিলেন কার্য্যগুলি দ্বারা নয় কিন্তু বিশ্বাসের দ্বারা তাঁর যথার্থ ন্যায়সংগত সমর্থনের সাথে। এই পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাকোব আমাদের বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে, আমরা একমাত্র বিশ্বাসের দ্বারাই সমর্থিত হই না, কিন্তু কার্য্য দ্বারাও সমর্থিত হই। যদিও যাকোবের এই পত্র নূতন নিয়মের শেষ প্রান্তে আসে, পৌলের পত্রগুলি যাকোবের পত্রের পরেই রচিত হয়েছিল। বহু পণ্ডিতগণের বিশ্বাস মণ্ডলীতে যেকোনো পর জাতীদের আগমনের পূর্বেই যাকোব তাঁর লেখণী রচনা করেছিলেন। সেই কারণেই যাকোবের পত্র এত বেশী যিহুদীয়া এবং সবচেয়ে বিধিসংগতরূপে প্রতীয়মান।

দুই ধরনের প্রলোভন

এই পত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা অধ্যয়ন করি যে যাকোব সেই একজন মানুষ যিনি বিষয়বস্তুর বাহিরের আকার নিয়ে তত বেশী চিন্তিত হন না (বস্তুসমূহ

কিভাবে প্রকাশিত হয়), কিন্তু বস্তুগুলির উৎস সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হন (বিষয়গুলি কিরূপে প্রকৃতভাবে আসে)। এই পরিপ্রেক্ষিতে যাকোব অনেকটা যীশুর মত। যীশু জোর দিয়েছিলেন আভ্যন্তরিক মনুষ্য এবং আভ্যন্তরিক বিষয়গুলির প্রতি। যাকোবও জোর দেন বিষয়বস্তুগুলির উপর আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভিপ্রায়টি, যা আমাদের কার্য্যগুলির দিকে চালনা করে। যাকোবের পত্রের নির্য্যাস (প্রচার) এই সকল মূল্যের অনুরূপ যা যীশু তাঁর শিক্ষাদানে জোর দিয়ে ব্যক্ত করেছিলেন।

যাকোব তাঁর পত্রের প্রথম অধ্যায়ে আমাদের বলেন, আমাদের পরীক্ষাগুলির প্রমাণ এবং উৎসসমূহ সম্পর্কে। কিছু কিছু অনুবাদগুলিতে এই পরীক্ষাগুলিকে বর্ণিত করা হয়েছে প্রলোভনরূপে। তিনি এই দুই ধরনের প্রলোভনের মধ্যে পার্থক্যগুলি পরে আলোচনা করেন, কিন্তু এই ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখ করে বলেন তাদের সঙ্কটের পরীক্ষাগুলি। যাকোব তাঁর প্রারম্ভিক বাক্যসমূহে লেখেন ঃ "যখন তুমি পরীক্ষাগুলির অভিজ্ঞতা অর্জন কর সকল আনন্দে এটি গণনা কর।" যাকোব আমাদের বলেন আমাদের পরীক্ষাগুলির মধ্যে আনন্দ করা উচিত কারণ ঃ "বিশ্বাসের পরীক্ষা বিশ্বাসের আস্থার প্রতি আমাদের চালনা করার জন্য অভিপ্রেত। আমরা যদি বিশ্বাসের আস্থার প্রতি আমাদের চালনার জন্য বিশ্বাসের পরীক্ষাকে অনুমতি দিই, আমরা বিশ্বাসের তুরীধ্বনির অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারব, যেটি যাকোব বলেন, 'জীবনের মুকুট'।"

যখন আপনার জীবনে এক প্রবল ঝড়ের উদয় হয়, সেই পরীক্ষা আপনার অনেকবার এমন এক সঙ্কটে এনে দেবে যেখানে আপনার কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয় সে সম্পর্কে আপনি কিছুই আপনি জানেন না। আপনি উপলব্ধি করুন যে আপনার নিজস্ব জ্ঞানের বাইরে আরও অধিক জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে। যাকোব বলেন বিশ্বাসের আস্থাতে আমাদের চালনা করার জন্য বিশ্বাসের পরীক্ষার মধ্যে আমাদের অবিচল থাকা আবশ্যক। যখন আমরা জ্ঞানের অভাব উপলব্ধি করি, আমাদের ঈশ্বরের কাছে চাওয়া উচিত যিনি আমাদের কাছে তাঁর প্রজ্ঞা/জ্ঞানের ভাণ্ডার উজাড় করে দেওয়ার জন্য প্রফুল্ল বোধ করেন।

একটি পাপের দৈহিক বিশ্লেষণ

যাকোব তারপর পরীক্ষা করার এক রেখাচিত্র প্রদান করেন যার মধ্যে আমাদের আনন্দিত বোধ করা উচিত নয়। ঈশ্বর পাপ করার জন্য প্রলোভনের উৎস নন। যাকোব তাঁর পত্রের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশ আমাদের এক চিত্র প্রদান করেন যেটি আমরা বলতে পারি "এক পাপের দৈহিক বিশ্লেষণ"। খুব

দৃঢ়তা সহকারে তিনি শিক্ষা দেন যে পাপ করার জন্য প্রলোভন-ঈশ্বরের থেকে আসে না, তিনি আমাদের এই সংবাদও দেন যে এমনকি এই ধরনের প্রলোভন দিয়াবলের থেকেও আসে না। পাপের প্রতি প্রলোভন আসে আপনার ও আমার ভিতর থেকে।

এটি এইভাবে কার্য্য করে ঃ পর্য্যায়ক্রমে প্রথমে আপনার কিছু বিষয় দৃষ্টিগোচরিত হয়। তারপর আসে তার প্রতি কামনা, অথবা এক প্রবল বাসনা এটি যেন ঠিক আপনার দেখা একটি ধাতুর অংশবিশেষ আর আপনার কামনা এক শক্তিশালী চুম্বকের মত। আপনার কামনা এবং আপনার কামনার বস্তুটির মাঝে চুম্বকীয় ক্ষেত্রে আপনি যদি কোনো বিঘ্ন ঘটাবার চেষ্টা না করেন, একদিন সেখানে আপনাকে প্রলোভনের সম্মুখীন হতে হবে।

যাকোবের মতানুসারে, প্রলোভন পাপ নয়। শুধুমাত্র পাপের প্রতি প্রলুব্ধ হওয়ার দরুন আপনি পাপ করে থাকেন তা নয়। আমাদের কাছে ব্যক্ত হয়েছে পাপ করা ব্যতীত আমাদের সদাপ্রভু আমাদের মতন সকল বিষয়েই প্রলোভিত হয়েছিলেন (ইব্রীয় ৪:১৫)। প্রলোভিত হওয়ার কারণে পাপের উদয় হয় না বরং প্রলোভন প্রায়শই পাপের প্রকাশ্যে দুষ্কর্মের প্রতি চালনা করে। যখন আমরা প্রলোভনে বশীভূত হই এবং প্রকৃতপক্ষে পাপ করি, পাপের বেতন মৃত্যু (রোমীয় ৬:২৩)।

পাপের বিশ্লেষণের অংশটি ব্যক্ত করে, প্রলোভনের মুখোমুখি বিরোধিতা করার পূর্বে যদি আপনি পাপ করতে না চান, কামনার অনুভূমিক পাপ সহ আপনার সংগ্রামে আপনি অবশ্যই জয়লাভ করবেন। যীশু আমাদের প্রতিদিন প্রার্থনা করার জন্য শিক্ষা দেন, "আমাদের প্রলোভনে পড়তে দিও না" (মথি ৬:১৩)

সারাংশ

যাকোব তাঁর প্রথম অধ্যায়ে ব্যক্ত করেন, আমাদের সকল পরীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে ঈশ্বর আমাদের কিরূপে আত্মিকভাবে বৃদ্ধি করতে পারেন। যাকোব আরও বলে চলেন যে তথায় আরও একটি বিষয় আছে তা হল পাপ করার জন্য প্রলোভন। ঈশ্বর প্রলোভনের পরিণতির উৎস নন, যে উৎস পাপের দিকে চালনা করে এবং যে পাপের বেতন হয় মৃত্যু। পাপ সম্পর্কে কোনকিছুই মঙ্গলজনক নয়। যাকোবের প্রথম অধ্যায়ের সারাংশ হতে পারে ঃ জীবনের জন্য পরীক্ষিত মৃত্যুর দিকে প্রলোভিত হওয়া এবং পার্থক্যগুলির জ্ঞানার্জ্জন করা।

অধ্যায় ৫
দু-ধরনের ধর্ম

যাকোব আমাদের বলেন ঈশ্বরর বাক্য ঈশ্বরের স্বর্গীয় প্রতিনিধি, যে বাক্য আপনার হৃদয়ে আত্মিক প্রাণ সঞ্চারিত করতে পারে এবং পুনর্জন্মের অভিজ্ঞতা আপনাকে প্রদান করতে পারে। পুনর্জন্ম আপনাকে পাপের উর্দ্ধে জীবন ধারণ করার ক্ষমতা দিতে পারে।

প্রথম অধ্যায়ে তাঁর শিক্ষাদানের মাধ্যমে পাপ ও প্রলোভন সম্পর্কে মন্দ বিষয়গুলি প্রচার করার পর, যাকোব শুভসংবাদ বিতরণ করেন - কিভাবে ঈশ্বর আমাদের অন্তরে পরিত্রাণের অলৌকিক কার্য্য সাধন করেন। তিনি বলেন আমাদের পাপ ও প্রলোভন সম্পর্কে সমস্যাগুলির সমাধান ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের বাক্য পালন করার গুরুত্বপূর্ণতা সম্পর্কে তিনি এক বলিষ্ঠ পরামর্শ দান করেন, যেটি দ্বিতীয় অধ্যায়ে অব্যাহতি রয়েছে। আমাদের হৃদয়ে রোপিত স্বর্গীয় প্রতিনিধি ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি যদি আমরা সঠিকভাবে উত্তর দিই সেটি পুনর্জন্ম সহজ করে তুলতে পারে, যাকোব এই পরিপ্রেক্ষিতে এক সুন্দর উপমার মধ্য দিয়ে পরামর্শ দেন ; "ঈশ্বরের বাক্য যেন এক আয়নার মত।"

একটি আয়নার উদ্দেশ্য আপনার অসম্পূর্ণতাগুলি দেখিয়ে দেওয়া, যায় দ্বারা আপনি সেগুলির প্রয়োজনানুসারে সমন্বয় সাধন করতে পারেন। যখন আপনি শাস্ত্রস্বরূপ ঈশ্বরের সম্পূর্ণ আয়নার মধ্য দিয়ে দৃষ্টিপাত করেন, এটি আপনাকে দেখিয়ে দেবে পাপের আইন ও আপনার জীবনের মৃত্যু, ফলতঃ আয়নার মধ্যে আপনার দেখা বিষয়ের প্রতি আপনি কিছু সম্পাদন করতে পারবেন।

যাকোব তাঁর ভ্রাতা যীশুর সঙ্গে একমত পোষণ করেন যেভাবে আমরা আয়নার দিকে উত্তর দিই যদি ঠিক সেইভাবে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি উত্তর দিই, আমরা উপলব্ধি করতে পারব যে ঈশ্বরের বাক্য জীবিত। এই কারণে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি সঠিকভাবে উত্তর দান করার জন্য যাকোবের এই বলিষ্ঠ পরামর্শ আমাদের জন্য থাকে। যে মানুষটি বাক্য পাঠ করে, প্রতিদিন সকালে আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে এক মানুষের মত দেখতে বলার দ্বারা সেই বাক্য পালন করে না যাকোব সেই মানুষটিকে পরিহাস করে। তার চেহারার ত্রুটিগুলি দেখার পর সে শুধুমাত্র কাজ করতে চলে যায় এবং আয়নায় যা কিছু দেখে সেগুলি সম্পর্কে কিছুই করে না।

যখন বিশ্বাসীরা বাক্যের কার্য্যকরী হয় না, তারা উৎপন্ন করে এক মেকী ধর্ম যা প্রকৃতরূপে ধর্ম নয়। বিধবাদের এবং অনাথদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ আর পবিত্র জীবন যাপন করার দ্বারা ঈশ্বরের বাক্য পালন করা প্রকৃত ধর্ম।

দু-ধরনের বিশ্বাস

যাকোব তাঁর পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করেন "সত্য মুখমণ্ডল" এবং "মেকী মুখমণ্ডল" লেখণী তুলে ধরার মাধ্যমে। Person বা ব্যক্তি শব্দের অর্থ বলতে বোঝায় face বা মুখমণ্ডল যেটি আমাদের বহিঃপ্রকাশের অভিব্যক্তি বর্ণনা করে। যাকোব লেখেন যদি আমরা অন্যান্যদের তাদের বাইরের সামাজিক পদ মর্য্যাদার চিহ্নগুলি দ্বারা অথবা সেই চিহ্নগুলির অভাবের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করি, তবে আমরা পাপ করে থাকি কারণ ঈশ্বর লোকেদের অন্তরের উপর ভিত্তি করে মূল্যয়ান করে থাকেন। ঈশ্বরের বাক্যানুসারে, "..... মানুষ যেভাবে বিচার করে, সদাপ্রভু সেভাবে করেন না; মানুষের দৃষ্টি বাহ্য রূপের দিকে, কিন্তু সদাপ্রভু দেখেন অন্তর" (১শমূয়েল ১৬:৭)।

তারপর যাকোব মেকী বিশ্বাস আর প্রকৃত বিশ্বাসের প্রতি উদ্দেশ্য করে লেখেন। এটি নূতন নিয়মের সবচেয়ে বিতর্ক সম্বন্ধীয় অনুচ্ছেদের মধ্যে তাঁকে চালনা করে (২:১৪-২৬)। যদিও অনেকে যাকোব ও পৌলের অনুগ্রহের উপর জোর দেওয়া অসংগত বোধ করে যেগুলি শুধুমাত্র দৃশ্যতঃ অসংগতি। যীশু যাকোবের সঙ্গে একমত হন যখন যাকোব বলেন, "সুতরাং কাজের ফল দেখেই তোমরা নবীদের চিনে নেবে" (মথি ৭:২০)। যীশু আবার জোরের সঙ্গে উচ্চারিত করে শিক্ষা দেন, যে সকল মানুষেরা তাঁর শিক্ষা শ্রবণ করে পালন করে না তারা তাদের এক ভিত্তিশীল গৃহ (জীবন) নির্মাণ করে থাকে। যাকোব তাঁর বৈমাত্রীয় ভ্রাতার সঙ্গে চুক্তি বদ্ধ হন যখন তিনি লেখেন যে কার্য্যগুলি হল ফলস্বরূপ যা সদানিয়ত বিশ্বাসের বৃক্ষে বৃদ্ধি পায়।

কোনো একজন এটি এইভাবে স্থাপন করে, "বিশ্বাসী একাকী উদ্ধার করতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস যেটি উদ্ধার করে তা কখনও একাকী (সঙ্গিবিহীন) হয় না"। আমরা একাকী বিশ্বাসের দ্বারা উদ্ধার প্রাপ্ত হই, কিন্তু আমাদের কার্য্যগুলি প্রমাণ করে যে আমাদের বিশ্বাস প্রামাণিক, কারণ কার্য্যপদ্ধতিগুলি সদাসর্বদা প্রকৃত বিশ্বাস একত্র করে এবং যুক্তি সিদ্ধ করে।

অধ্যায় ৬
দু-ধরনের জ্ঞান

যাকোব তাঁর পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মিক নিয়মশৃঙ্খলাগুলির উৎসসমূহের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করেন যে নিয়মশৃঙ্খলা বিশ্বাসের গমনে চলার জন্য আমাদের সম্ভবপর করে তোলে। তিনি লেখেন আত্মিক নিয়মশৃঙ্খলাগুলির অভ্যাস আরম্ভের জন্য সবচেয়ে প্রথম শিক্ষা হল আমাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করা। একমাত্র পথে সেটি করা যায়, তাঁর কথিত "জ্ঞানের বিনম্রতা" অনুধাবন করার মাধ্যমে।

আমি নিশ্চিত যে আপনার মনে আছে পূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি যে 'বিনম্রতা' বলতে বোঝায় 'বশীভূত হওয়া'। একটি ঘোড়াকে বশে আনতে হয় কারণ সেটি শক্তিশালী প্রাণী। যখন এটি বশীভূত তখনও শক্তিশালী থাকে কিন্তু সেটি বর্ণনা করা যেতে পারে এইরূপে "শক্তি নিয়ন্ত্রণাধীনে"। এবং তখন, "জ্ঞানের বিনম্রতা" এই শব্দগুচ্ছের বহিঃপ্রকাশটি বোঝায় "জ্ঞান নিয়ন্ত্রণাধীনের মধ্যে"। যখন আপনি এই জ্ঞান ঈশ্বরের থেকে লাভ করেন, এই জ্ঞান প্রয়োগ করার জন্য নিয়মশৃঙ্খলা এবং অনুগ্রহ আপনি পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের কাছে যাচ্ঞা করুন। অন্য কথায়, আপনার জীবন ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীনে সমর্পণ করা আবশ্যক, যেন ঈশ্বর আপনার দিকে তাঁর জ্ঞান প্রকাশ করেন, যেভাবে একটি ঘোড়া বল্গা, লাগাম বশীভূত হয়, এবং যে ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ে অথবা ঘোড়ার পিঠে চড়ার শিক্ষা নেয়, সেই একজনের নিয়ন্ত্রনাধীনে বশীভূত হওয়ার মত।

এই সুন্দর ভাবভঙ্গি যাকোবকে প্রজ্ঞার এক আলোচনার দিকে চালনা করে। তিনি আমাদের বলেন জগতে দু-ধরনের জ্ঞান বিদ্যমান। একটি আসে দিয়াবল আর অন্যটি আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে। আমাদের জীবনের "উদ্যানে" যে ফলটি তারা উৎপন্ন করে সেটি তাদের উৎস সনাক্ত করে।

সারাংশ

যাকোব আমাদের বোঝাতে চান আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করার শক্তির উৎসগুলি। যদি আমরা পাপ করার জন্য প্রলোভিত হই এর সাথে যুক্ত সকল পরিণতিগুলি দুঃখ যাতনা ভোগ করি, এই ধরনের পরীক্ষা ঈশ্বরের থেকে আসে না। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে আপনি নীত হতে পারেন তাঁর বাক্যের মাধ্যমে যে বাক্য আপনার পক্ষে সম্ভব পর করে তুলতে পারে ঐ সকল শক্তিগুলি উপরে তুলে ধরার জন্য, যেটি আত্মিকভাবে আপনাকে বিনষ্ট করার দিকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ঈশ্বরের বাক্য রোপিত করার মাধ্যমে, জ্ঞানের উপলব্ধিকরণের জন্য

যাকোব আমাদের পরামর্শ দেন যেটি ঈশ্বরের থেকে আমাদের জীবনের উদ্যানে বপন করার কারণে আগত হয়।

অধ্যায় ৭
সমাধানগুলির আদি কারণগুলি

যাকোব আমাদের ব্যক্ত করেছেন পরিত্রাণ ও পাপের ফলাফল আর আদি কারণগুলি (উৎস) সম্পর্কে। এখন তিনি আমাদের বোঝাতে চান আমাদের পবিত্রকরণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত উৎসগুলির বিষয়ে — পাপের সমস্যার জন্য চরম সমাধান। যাকোব তাঁর পত্রের তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ের লেখণী অনুসারে তিনি তাঁর অন্তর থেকে পবিত্রকরণ হয়েছেন।

পত্রটির এই অংশ প্রয়োগকরণ দ্বারা পরিপূর্ণ। যাকোব আমাদের যা বলতে চান তার প্রতি মনোনিবেশ করুন। ঈশ্বরের প্রতি করুন আত্মসমর্পণ। আপনি যদি পবিত্রকরণের মূলসূত্র অনুধাবন করতে চান, যেটি পাপের কৌশলগুলি এবং বিপথে পরিচালনার সমাধান করে, আপনি ঈশ্বরের প্রতি নিজেকে সমর্পণ করুন। ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য আপনার আত্মিক আক্রমণাত্মক ভাব।

তারপর শ্রবণ করুন কিরূপে যাকোব আপনার প্রতিরক্ষামূলক আত্মিক কৌশল বর্ণনা করেন যখন আপনি দিয়াবল দ্বারা পাপের দিকে প্রলোভিত হন। সুস্পষ্টভাবে যাকোব বলেন, "শয়তানকে প্রতিহত কর তাহলে সে তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে। ঈশ্বরের সান্নিধ্যে এস তাহলে তিনিও তোমাদের সান্নিধ্যে আসবেন" (যাকোব ৪:৭,৮)।

যখন যাকোব আমাদেরকে তাঁর শিক্ষার বাস্তবসম্মত প্রয়োগ দান করেন, পুনরায় তিনি তাঁর শিক্ষাগুলি জাগতিকভাবে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যীশুর শিক্ষাগুলির অনুরূপ করে তোলেন। যীশু শিক্ষা দেন অমিতব্যয়ীপুত্রের মহৎ দৃষ্টান্তের, যেটি ঈশ্বরকে এবং ঈশ্বরের প্রেমকে চিত্রায়িত করেছিল। পুত্রের সুদূর পাপের শহরে বসবাস করার পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করার সময় এক বৃদ্ধের তার সেই পুত্রকে আলিঙ্গন করতে ছুটে যাওয়ার মাধ্যমে। অমিতব্যয়ী পুত্র দূরবর্তী শহরে থাকাকালীন তার পাপপূর্ণ মনোনয়নগুলির ভয়ানক পরিণতিগুলির অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য তার পিতা তাকে অনুমতি দেন। অবশ্য যখন সেই পুত্রটি গৃহে ফিরে আসে, সেই পিতা তাকে সাদর আহ্বান জানায়, এটি ঈশ্বরের প্রেমের এক পরিস্ফুটন চিত্র।

এক বৃদ্ধ মানুষের ছুটে যাওয়া ব্যতীত আর কোনো কিছুই সেখানে অবমাননাকর নয়, সেই কারণে যীশু এক অমিতব্যয়ী পুত্রের দৃষ্টান্তে ঈশ্বরের প্রেম চিত্রিত করেন কারণ সেই পুত্র পিতার নিকটে ফিরে আসার জন্য মন স্থির করেছিল। অতএব, যাকোবের পরামর্শ, তাঁর ভ্রাতা যীশুর শিক্ষাগুলির অনুরূপ "ঈশ্বরের সান্নিধ্যে এস তাহলে তিনিও তোমাদের সান্নিধ্যে আসবেন।" যাকোব আমাদের জানান যে আমরা ঈশ্বরের দিকে যখন একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করি ঈশ্বর আমাদের দিকে ছুটে চলে আসবেন। একই নীতিতে যীশু শিক্ষা দিয়েছিলেন সেই একই সত্যতা যখন তিনি অমিতব্যয়ী পুত্রের দৃষ্টান্তের শিক্ষা দিয়েছিলেন।

আপনি কি যথার্থরূপে বিশ্বাস করেন ঈশ্বর আপনাকে ভালবাসেন? কয়েকজনের নিজেদের সম্পর্কে খুবই সামান্য এইরূপ ধারণা থাকে; আমাদের যে কেউ ভালবাসতে পারে সেটি বিশ্বাস করা খুবই দুরূহ হয়ে থাকে, বিশেষতঃ ঈশ্বরের ক্ষেত্রে, যিনি আমাদের সম্পর্কে সকলই অবগত থাকেন। আমরা যখন এই সম্মিলনে যন্ত্রণাদায়ক পাপ যুক্ত করি, তখন আমরা উপলব্ধি করি, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা বিশ্বাস করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে যায়।

ঈশ্বরের বাক্যের কর্তৃত্বের উপরে ঈশ্বর আপনাকে ভালবাসেন। সেই বাক্য আপনাকে ব্যক্ত করার জন্য আমি এখানে থাকি ঈশ্বরের ভালবাসা আপনার প্রতি এক বৃদ্ধ মানুষের তার পুত্রের দিকে ভালবাসা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ছুটে যাওয়ার মত। আপনি নিজের সম্পর্কে কি ভাবেন সেটি কোনো ব্যাপার নয়, ঈশ্বর আপনাকে যে কোনোভাবে ভালবাসেন।

যাকোব তাঁর এই বাস্তবসম্মত পত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে বাক্‌পটুরূপে জনসাধারণের সম্মুখে তাঁর পরামর্শগুলি, প্রয়োগগুলি এবং যীশুর সঙ্গে অনুরূপ অংশগুলি তুলে ধরেন। এটি প্রায় যীশুর শিক্ষাগুলির উপরে এক ধারাবাহিক বিবরণের মত।

এক সুন্দর উপদেশ এখানে তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন যে আমরা ঈশ্বরের হস্তদ্বয়ের মধ্যে আছি; আমাদের সময়গুলি তাঁরই হস্তের নিয়ন্ত্রনাধীনে; আমাদের সকল বিষয় তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে। আমাদের বোঝা উচিত যদি তিনি আমাদের জীবন, স্বাস্থ্যের অনুগ্রহ দান না করেন, আমরা আগামীবছর গুলিতে হয়ত নাও কিছু সম্পাদন করতে পারি।

পত্রের অবশিষ্টাংশে যাকোবের দানটি আপনি হয়ত অভিহিত করতে পারেন "ঈশ্বরের সমাধানগুলির পর্য্যায়ক্রম অনুসারে (ফলাফল সমূহ)।" যাকোব খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের বিষয় সম্পর্কে ইঙ্গিত দেন। প্রেরিতগণের মত, তিনি

আমাদের ব্যক্ত করেন পৃথিবীর উপরে বিদ্যমান সকল সমস্যাগুলির এক চূড়ান্ত সমাধান হতে চলেছে। প্রত্যেকবার এই ভাববাদীগণ অথবা নূতন নিয়মের রচয়কেরা আমাদের জানান যীশু খ্রীষ্টের আগমন প্রসঙ্গে, প্রয়োগটি সদাসর্বদা খুবই বাস্তবসম্মত। খ্রীষ্টের আগমনের ধারণার আলোকে ঠিক এখনই, আপনার ঠি ক কি ধরনের ব্যক্তি হওয়া উচিত?

পত্রটির শেষ অনুচ্ছেদে তিনি যে অংশটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন আমরা তাকে বলতে পারি "মণ্ডলীর দৈহিক জীবন"। যেটিকে আমরা আজকের দিনে বলে থাকি, যেটির দ্বারা আমরা মণ্ডলীর দেহের জীবনকে বুঝিয়ে থাকি। নূতন নিয়মে, দেহের সকল সদস্যগণ অন্যান্য সকল সদস্যদের পরিচর্য্যাকার্য্যেতে পরামর্শ দেন। আত্মার সকল দানগুলি মণ্ডলীটি সুসজ্জিত করে গড়ে তোলার জন্য সুপরিকল্পিত।

এই অধ্যায়ের সমাপ্তিকরণ অংশে আমরা সুস্থতাকরণের মত মহান অনুচ্ছেদ দেখতে পাই। যাকোব আমাদের শিক্ষা দেন, যখন সকলে খ্রীষ্টের দেহে একসঙ্গে মিলিত হয় সেই স্থানেই সুস্থতাকরণ, সম্পাদিত হওয়া উচিত। এই প্রয়োজনীয়তাগুলি আজকের দিনে স্পষ্টভাবে আর উচ্চৈঃস্বরে ব্যক্ত হওয়া আবশ্যক। আমার প্রত্যয় বিশ্বাসে সুস্থতাকরণের মধ্যে। আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বর সুস্থ করতে পারেন। আমি বিশ্বাস করি না সুস্থতাকরণ ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী সাধিত হয় কিন্তু আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বর সুস্থ করতে পারেন এবং তিনি সুস্থ করেন। যাকোবের সুস্থতাকরণের বর্ণনাগুলি এবং নির্দেশগুলি, সুস্থতাকরণ পরিচালনা করার এক বিশ্বাসী আরোগ্যকারীর সহ এক বৃহৎ সমাবেশের প্রসঙ্গে স্থান গ্রহণ করে না। আরোগ্যকরণ এক গৃহমণ্ডলীর প্রসঙ্গে স্থান গ্রহণ করে থাকে।

একজন অসুস্থ ব্যক্তির মণ্ডলীর বয়োঃজ্যেষ্ঠদের ডাকার জন্য যথেষ্ট সচেষ্ট থাকা উচিত। এই প্রবীণদেরও তখন যথেষ্ট বিশ্বাস থাকবে সেই আহ্বানের প্রতি। যখন প্রবীণেরা আসেন, সেই অসুস্থ ব্যক্তির উপর হস্তার্পণ করার জন্য এবং তাকে তেল দ্বারা অভিষেক করার জন্য নির্দেশিত হন। যাকোবের কথানুসারে, এই ব্যক্তিটির সুস্থ হওয়া তেলের জন্য নয়। তিনি বলেন, "বিশ্বাসের প্রার্থনা অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করে তুলবে।" (এটি আবার লক্ষ্য করার জন্য খুবই চিত্তাকর্ষক বিষয়, তেল শব্দটি ওষুধ সম্বন্ধীয় তেলের কারণে থাকে। সুতরাং আমরা বলতে পারি ঃ আপনার ঔষুধ গ্রহণ করুন এবং প্রার্থনা করুন।)

যাকোব আমাদের কাছে বলে চলেন, যদি অসুস্থ ব্যক্তির পাপসমূহ

থাকে তার পাপগুলির স্বীকারোক্তি হওয়া দরকার এবং সেই অসুস্থ ব্যক্তির বিশ্বাস জন্মানো উচিত যে তার পাপগুলি ক্ষমা লাভ হয়েছে। কোনো কোনো সময় পাপের অপরাধ বোধ স্বীকৃত হয়ে থাকে না অথবা ক্ষমাশীল হওয়া অসুস্থতার এক সংকটপূর্ণ অংশ হতে পারে। যাকোবের এই ছোট্ট পত্রের মধ্যে বহু বাস্তবসম্মত নীতিগুলি বিদ্যমান। সেগুলি পাঠ করুন, তাতে মনোনিবেশ করুন এবং আপনার জীবনে আর আপনার মণ্ডলীর জীবনে সেটি প্রয়োগ করার জন্য ঈশ্বরের কাছে যাচ্ঞা করুন।

অধ্যায় ৮

পিতরের পত্রসমূহ - তিনটি পিতর

নূতন নিয়মে আমরা তিনটি পৃথক পিতরের দেখা পাই — সুসমাচারে, প্রেরিতের কার্য্য বিবরণী পুস্তকে এবং পিতরের দুটি পত্রের মাঝে। সুসমাচারের যীশু বলেন, "শিমোন, শিমোন, দেখ শয়তান তোমাদের গমের মত ঝাড়াই করার অধিকার পেয়েছে। কিন্তু আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করছি যেন তুমি বিশ্বাস না হারাও, তুমি যখন ফিরে আসবে, তখন তোমার ভাইদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করো" (লূক ২২:৩১-৩৪)।

যীশু এবং পিতরের মধ্যে সংলাপের "মন-পরিবর্তন" অংশটিতে এক কৌতূহল জাগিয়ে তোলে এবং দুটি প্রশ্নের উদ্রেগ হয় ঃ মন-পরিবর্তন কি এবং কখন পিতর পরিবর্তিত হয়েছিলেন?

মন-পরিবর্তন বলতে বোঝায় ঃ "সম্পূর্ণভাবে মন বদলানো"। মন-পরিবর্তন একটি মণ্ডলীতে যোগদান করা অথবা বাপ্তাইজিত হওয়াকে বোঝায় না। পরিবর্তন যথার্থভাবে পরিবর্তিত হওয়ার অভিজ্ঞতাকে বোঝায়। পিতর যীশুকে তিনবার অস্বীকার করার পর বাইরে গিয়ে গভীর মনোবেদনায় রোদন করেছিলেন। তিনি জ্ঞান লাভ করেছিলেন যে খ্রীষ্ট ব্যতীত তিনি ছিলেন নগণ্য ব্যক্তি (কেহ নয়)।

পুনরুত্থানের পর যীশু পিতরের নিকট আবির্ভূত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তুমি কি এদের চেয়ে আমাকে বেশি ভালবাস?" উপরের কুঠরীতে উপস্থিত সাতটি মানুষের সামনে পিতর গর্ব করে বলেছিলেন, তারা হয়ত যীশুকে অস্বীকার করতে পারে কিন্তু তিনি কখনই করবেন না, সেই সকল মানুষেরা উপস্থিত ছিলেন যখন যীশু পিতরকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি এদের চেয়েও

আমাকে বেশি ভালবাস?" যীশু গ্রীক শব্দ (অ্যাগেপ Agape) ব্যবহার করেছিলেন যেটির অর্থ বোঝায় গভীর প্রেমের প্রকৃতির সমগ্র অঙ্গীকার।

পিতর (Phileo) ফিলিও গ্রীক্ শব্দ উচ্চারণ করে স্বীকৃতিসূচক উত্তর দেন যার মাধ্যমে তিনি বলে থাকেন, "আপনি জানেন আপনার প্রতি আমার ভালবাসা শুধুমাত্র বন্ধুত্বের সমষ্টি।" পিতর এখন গর্ব করে বলেননি কারণ তিনি ভগ্ন হৃদয়ের মানুষরূপে পরিণত হন। যীশু তাঁকে বলেন, "পিতর, আমার মেষশাবকদিগকে চরাও!" আমি চাই তোমার মত এখন একজন মানুষ যে জ্ঞাত থাকে আমার মেষশাবকদিগকে খাদ্যের যোগান দেওয়ার ব্যর্থতার জন্য কি হয়, এই কথার দ্বারা যীশু তারই আভাস দিলেন।

তারপর সদাপ্রভু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "পিতর তুমি কি আমায় ভালবাস?" এই সকলদের চেয়ে বেশি নয়, কিন্তু তুমি কি শুধুই আমায় ভালবাস? পুনরায় যীশু অ্যাগেপ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। পিতর উত্তর দেন, "আপনি জানেন আমার উত্তর। আপনি জানেন আপনার প্রতি আমায় ভালবাসা শুধু এক ফিলিও ভালবাসা।" সদাপ্রভু বলেন, "পিতর আমার মেষশাবকদিগকে চরাও।" পুনরায় যীশু বলে চলেন, "আমি একজনকে চাই যে জানে আমার মেষ শাবকদের জন্য একজন মেষপালকরূপে কি ব্যর্থতা হয়।"

তৃতীয় বার সদাপ্রভু "ফিলিও" শব্দটি ব্যবহার করেন। অন্য কথায়, "পিতর তুমি আমাকে এমনকি বন্ধুর (ফিলিও) মত ভালবাস?" এ কথা জিজ্ঞাসা করায় পিতর ভেঙ্গে পড়েছিলেন এবং তিনি বলেন, "আপনি ত সবই জানেন। আপনি জানেন যে অন্ততঃ আমি আপনাকে বন্ধুর মত "(ফিলিও)" ভালবাসি। পুনরায় যীশু তাঁকে বলেন, "পিতর আমার মেষগুলিকে চরাও।" পুনরুত্থানের পর পিতরের সামনে যখন যীশুর আবির্ভাব তিনি তাঁকে নিশ্চিত করেছিলেন যে এমন কি যদিও সে ব্যর্থ হয়েছিল, তাঁর মেষ চরানোর ক্ষেত্রে এবং মেষপালক হওয়ার জন্য যোগ্য ছিলেন, পিতর উপলব্ধি করলেন তিনি ছিলেন বিশিষ্ট লোক (কেহ একজন)।

প্রেরিতের কার্য্যবিবরণী পুস্তকে পিতর এবং সমগ্র জগত আবিষ্কার করেছিল, ঈশ্বর কেহ একজন বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে কি করতে পারেন যে উপলব্ধি করেছিলেন যে সে নগণ্য ব্যক্তি (কেহ নয়)। পশ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মা পিতরকে কেন ব্যবহার করেছিলেন? কারণ সেখানে উপস্থিত অন্যান্যদের অপেক্ষা পিতর এইসকল চারটি আত্মিক রহস্যগুলি সম্পর্কে অবগত ছিলেন ঃ

"আমি নই কিন্তু তিনি আছেন, এবং আমি তাঁতে বিদ্যমান এবং তিনি

আমার মধ্যে স্থিতি করেন।" "আমি পারি না কিন্তু তিনি পারেন, এবং আমি তাঁর মধ্যে আছি আর তিনি আমার মাঝে অবস্থিতি করেন।" "আমি করতে চাই না, কিন্তু তিনি করতে চান এবং আমি তাঁর মধ্যে থাকি এবং তিনি আমার মাঝে স্থিতি করেন।" "আমি করিনি কিন্তু তিনি করেছিলেন, কারণ আমি তাঁর মধ্যে ছিলাম এবং তিনি ছিলেন আমার মধ্যে।"

নূতন নিয়মে আমাদের তিনটি পিতর বিদ্যমান। সুসমাচারের মধ্যে পিতরের আত্মিক জীবনে উত্থান ও পতন দ্বারা পরিপূর্ণ, কিন্তু তারপর প্রেরিতের কার্য্যবিবরণী পুস্তকে লিপিবদ্ধ ঘটনাবলীর মধ্যে আমরা অন্য এক পিতরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। যিনি ছিলেন অবিচল এবং পশ্চাত্তমীর পর পিতর বিষণ্ণ অবস্থার মধ্যে আছেন বলে বোধ হয় নি।

আমি এই সকল বিষয় উপস্থাপন করি এই কারণে পিতরের পত্রগুলি পাঠ করা অনুসারে আপনি এক তৃতীয় পিতরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে থাকেন। তিনি একজন বৃদ্ধ মানুষ, পিতর জানেন যে তিনি নগণ্য ব্যক্তি আর তিনি যে ঈশ্বর একজন বিশিষ্ট লোকের মাধ্যমে কার্য্য সম্পাদন করতে পারেন যে ব্যক্তি জানে দীর্ঘ দিন ধরে সে একজন নগণ্য ব্যক্তি। তিনি একজন বৃদ্ধ পুরোহিত রূপে এই পত্রগুলি লিখেছিলেন।

খ্রীষ্টের অনুগামী যিহুদীয়াবাসীদের জন্য তিনি এইসকল পত্রগুলি লেখেন যারা সমগ্র এশিয়া প্রদেশের উপর ছড়িয়ে আছে, যাকে আজকের দিনে বলা হয় তুর্কী (Turkey)। তারা নির্যাতনের তাড়নায় চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে। পিতর রোমে য়াছেন। যখন পিতর ব্যাবিলনের দৃষ্টান্ত দেন, তিনি প্রকৃতভাবে বোঝাতে চান রোমকে। পিতর জানেন যে রোমের মধ্যে নির্যাতন ক্রমশঃ আরও খারাপ হয়ে পড়েছে এবং সেই দুর্দশাগ্রস্থ পরিস্থিতি, খ্রীষ্টের ইব্রীয় অনুগামীদের সে অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। পিতরের এই লেখণীর প্রাথমিক কারণ তিনি এ সকল দুঃখ যাতনা ভোগকারী লোকেদের সান্ত্বনা ও স্বাচ্ছন্দ্য দিতে চান। এই সকল পত্রগুলি উভয় ক্ষেত্রেই এক বিশেষ জোরালো ভাব প্রকাশ পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

পিতরের পত্রগুলি পাঠ করার পূর্বে আমি আপনার সাথে আরও একটি অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশ করতে চেয়ে থাকি। পিতর লিখতে অথবা পড়তে পারতেন না। যার কারণ তিনি এই পত্রগুলির শেষ প্রান্তে বলেন, "সীলকে আমি বিশ্বস্ত ভ্রাতা বলে মনে করি, তাকে দিয়ে তোমাদের কাছে এই সংক্ষিপ্ত পত্রগুলি আমি লিখলাম" (১পিতর ৫:১২)।

পিতরের পত্রগুলি পাঠ করা অনুসারে আপনি একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ যুক্তির সন্ধান খুঁজে পাবেন না। যীশু খ্রীষ্ট এবং ঈশ্বরকে জানার বাস্তবতার উদ্দেশ্যে রচিত সত্যতার কতক সুন্দর, নিগূঢ়, ভক্তিময়, আত্মিক পিণ্ডক দেখতে পাবেন। পিতর কোনো কোনো সময় একটি বিষয় থেকে আর একটি বিষয়ে ঝাঁপ দিয়ে চলে যান আবার কোনো কোনো সময় কঠিন বোধগম্যের আত্মিক সত্যতাগুলি প্রকাশ করেন।

উদাহরণ সহকারে ঃ পিতর কারাগারের মধ্যে আত্মার প্রতি যীশুর প্রচারকরণের উপস্থাপন করেন। মার্টিন লুথার বলেন, "কেহ জানে না এই অনুচ্ছেদটি কি অর্থ প্রকাশ করে।" এই কঠিন অনুচ্ছেদ রচনার পর পিতর হঠাৎ অন্য বিষয়ে চলে যান এবং তিনি নোহ ও বন্যার কথা বলেন। সেটি বাপ্তিস্মের বিষয়ের দিকে তাঁকে চালনা করে। তিনি বাপ্তিস্ম সম্পর্কিত তাঁর অনুপ্রাণিত আলোকপত্রগুলি আমাদের কাছে প্রকাশ করেন। মনে রাখুন, পিতর লেখেন নি, তিনি শুধু তাঁর অন্তর দিয়ে প্রকাশ করলেন।

সাধু যোহন প্রেমের প্রচারক। পৌল বিশ্বাসের প্রচার করার জন্য প্রেরিত ব্যক্তি। কিন্তু পিতর আশার কথা বলার জন্য প্রেরিত। দুঃখ ক্লেশ যাতনাকারীদের প্রতি আশা সঞ্চার করার জন্য পিতরের এই পত্রগুলি রচিত।

সুসমাচারের মধ্যে যে পিতরের দেখা আমরা পাই তিনি সম্ভবতঃ ছিলেন একজন ভক্তিহীন মানুষ তখন তিনি যীশুর সাথে দেখা করেন। তাঁর জীবনে 'অমূল্য' একটি মাত্র শব্দ নয় যা তিনি সেই বিষয়ে ব্যবহার করে থাকেন। 'অমূল্য' শব্দটি একজন বৃদ্ধ মানুষ ব্যবহার করে। পিতরের দুটি পত্রে আমরা মিলিত হই এক বৃদ্ধ পুরোহিত পিতরের সঙ্গে যাঁর কাছে ঈশ্বর মহামূল্য, বাক্য অমূল্য, পরিত্রাণ অত্যন্ত মূল্যবান এবং ঈশ্বরের লোকেরা মহামূল্যবান।

অধ্যায় ৯
পিতরের প্রথম পত্র

এশিয়া মাইনরের উত্তরাংশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা যিহুদীয় খ্রীষ্টিয়দের উদ্দেশ্যে পিতর পত্রখানি লিখেছিলেন। পিতরের পরিচর্য্যার কার্য্য প্রাথমিকভাবে যিহূদীয় বিশ্বাসীদের জন্য। পিতর তাদের দুঃখ-নির্যাতনের দিনে তাদেরকে উৎসাহ ও আশ্বাস দানের চেষ্টা করেন। কেন ঈশ্বর তার লোকদের নিপীড়ণ সহ্য করার

অনুমতি দেন এই নির্যাতনের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি তাদের কিছু বিস্ময়কর অন্তর্দৃষ্টি এবং আশার আলোক দান করেন।

তিনি তার এই পত্র রচনা করেন রোম থেকে যেখানে খ্রীষ্টের অনুগামীরা নির্যাতিত হয়েছিল। তিনি জানেন এই নির্যাতন আরও ভয়াবহ পরিস্থিতিতে যেতে চলেছে এবং এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে যেখানে তাঁর পত্রগুলি গ্রহণকারীরা জীবিত আছে। মণ্ডলী তার প্রথম প্রজন্মে বিশাল চরম নির্যাতনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। বস্তুতঃ, মণ্ডলীর ইতিহাসে প্রথম তিন হাজার বৎসরের মধ্যে যীশু খ্রীষ্টের এক অনুগামী হওয়া ছিল বিধিবিরুদ্ধ (বে-আইনী)।

পিতর যাদের প্রতি লিখেছেন তাদের দুঃখযাতনার উপরে দুটি দৃষ্টিভঙ্গী উল্লেখ করেন। একটি "যদি প্রয়োজন হয়"। তিনি বিশ্বাস করেন ঈশ্বর নিশ্চয়ই কোনো কোনো সময় আমাদের দুঃখ যাতনা ভোগ করার অনুমতি দেন কারণ সেটির আমাদের প্রয়োজনীয়তা থাকে। দুঃখ যাতনা ভোগ করা সম্পর্কে তাঁর দ্বিতীয় পর্য্যবেক্ষণ অথবা মন্তব্য যে কিছু দুঃখ যাতনা ভোগ, "এক কারণের জন্য" হয়। অন্য কথায় বহু দুঃখযাতনা ভোগকরণ শুধুই ক্ষণস্থায়ী।

তিনি দুঃখভোগ করণ সম্পর্কে তৃতীয় পর্য্যবেক্ষণ নিরূপণ করেন যখন তিনি তাদের সোনার প্রতি অমূল্য বিশ্বাস সংযুক্ত করেন। সোনা এক মহামূল্যবান ধাতু এবং সোনা অগ্নির দ্বারা পরীক্ষা করার মাধ্যমে শোধিত করা হয়। তাদের জীবন ধারণের উপরে ঈশ্বরের দৃষ্টিপাত অনুসারে এই বিষয়টি তাদের ক্ষেত্রে প্রকৃতভাবে গুরুত্বপূর্ণ তা হল তাদের বিশ্বাস এবং আত্মিক বৃদ্ধি (১পিতর ৬-৭)।

যখন পিতর পরিত্রাণের দিকে তাঁর রচনা কেন্দ্রীভূত করেন, তিনি তখন নির্বাচন এবং পুর্নজন্ম হওয়ায় ধারণার প্রতি উদ্দেশ্য করে লেখেন। ভাববাদী পরিত্রাণের ভাবোক্তি পঞ্চাশত্তমীর দিনে ঘোষিত হয়েছিল। তিনি এক আকর্ষণীয় কৌতূহলী দর্শন উপস্থাপন করেন, যখন তাঁরা রচনা করেছিলেন। তারা ক্ষমতার এবং আত্মার অনুপ্রেরণার মাধ্যমে লিখেছিলেন, তারা বুঝতে পারেননি তারা কি সম্পর্কে লিখে চলেছেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে সেই দিনে ও সেই সময়ে এবং পরিস্থিতিতে তাঁর জীবিত পাঠকগণ, এই পরিত্রাণের পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল, যেটি ঈশ্বরের বাক্যের ভবিষ্যৎ-বক্তা সম্বন্ধীয় সাহিত্যের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে রচিত ছিল।

ঐতিহাসিক পটভূমিকার মধ্যে যারা মৃত্যুর কবলে পড়েছিল সেই সকল লোকেদের গণনা নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে আমরা খুবই নগণ্য। ফলতঃ আজকের দিনে আনন্দ উপভোগ করার জন্য আমাদের কাছে আত্মিক আশীর্ব্বাদ

সমূহ অনেকাংশে বিদ্যমান থাকতে পারে। উদাহরণসহকারে, ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা রচিত শাস্ত্রটি বিবেচনা করুন। আমরা যখন এটি পাঠ শুরু করেছিলাম আমরা কিছু সংখ্যক চিন্তাধারার ভাগীদার হয়েছিলাম কিভাবে বাইবেল একত্র করা হয়েছিল সেই সম্পর্কে। আমরা কিভাবে বাইবেল পেয়েছিলাম সেই সম্পর্কে এক সহজ অধ্যয়ন আপনাদের উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে, আমি এবং আপনি সেই সকল লোকেদের কাছে কতটা ঋণী যারা তাদের জীবন দিয়েছিল আমার ও আপনার কাছে হয়ত ঈশ্বরের বাক্যের আভাস আজকের দিনের মত ছিল।

পরিত্রাণের বিষয়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের অর্জন করা অনুসারে, পিতর আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, আমরা অনেক মহৎ লোকেদের কাছে ঋণী। যদি এটি আজকের দিনে ফসল কাটার মরশুম হয়, স্মরণ করুন সেই বহু লোক বীজ বপনের জন্য দুঃখযাতনা সহ্য করেছিল। যার ফলে আমি এবং আপনারা ফসল সংগ্রহ করতে পারি, যে পরিশ্রমের ফসল আমরা আজকে আহরণ করতে চলেছি (যোহন ৪:৩৬-৩৮)।

পিতর আমাদের স্মরণ করিয়ে যেন যা কিছু আমরা শিক্ষালাভ করেছিলাম যখন আমরা যাত্রাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক, দ্বিতীয় বিবরণ এবং রূথের পুস্তক সমূহ অধ্যয়ন করেছিলাম, যখন তিনি লেখেন যে যীশু ছিলেন আমাদের (Goel গন্তব্যস্থল অথবা আমাদের "জ্ঞাতি উদ্ধার কর্তা" (রক্তের সম্পর্ক)। ঠিক যেমন রূথের জন্য করেছিলেন, নিখুঁত ও নিষ্কলঙ্ক মেষরূপী যীশুর অমূল্য রক্তেই অর্জিত হয়েছে আমাদের ঈশ্বরের সান্নিধ্য এবং আমাদের সঙ্গে এক সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা তাঁর পুনরুত্থানের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের কাছে নীত হই (১পিতর ১:১৮-১৯)।

পুনর্জন্মের বিষয়ে বিবেচনা

যখন আপনি পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন, জন্মের পূর্বে কি ঘটে সেই সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অনুধাবন করার কোনো আবশ্যকতা নেই। এই জগতের মধ্যে আপনার দৈহিক জন্মের আবশ্যকতা সম্পর্কে বোধগম্য করার কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল না। আপনার দৈহিক জন্ম আপনার জন্য ঘটেছিল। আপনি যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন - আপনার দৈহিক জন্ম ছিল এক নিষ্ক্রিয় অভিজ্ঞতা। নূতনজন্মও আবার আপনার জন্য ঘটে এবং তারপর, আপনার পিছনের দিকে এবং প্রতি বিম্বিত হওয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করা অনুযায়ী, আপনি অনুধাবন করেন আপনার প্রতি কি ঘটেছিল।

যে কোনো অন্তর্মুখী আত্মিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সবিশেষ বর্ণনা নয়

বরং ঐ অভিজ্ঞতার ফলাফলসমূহের বর্ণনা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এইভাবে আমাদের প্রতি নূতনজন্মের এই মহৎ ভবিষ্যদ্বক্তার রেখাচিত্রটি ফুটে উঠেছে ঃ "সত্যের অনুসরণ করে তোমাদের চিত্তশুদ্ধি হয়েছে সুতরাং তোমাদের ভ্রাতৃপ্রেম হোক অকপট, অন্তর থেকে উৎসারিত প্রেমে তোমরা পরস্পর একাগ্রভাবে ভালবাস। নশ্বর কোনো বীজ থেকে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের জীবন্ত চিরস্থায়ী বাক্‌রূপী অবিনশ্বর বীজ থেকে তোমরা নবজন্ম লাভ করেছ" (১পিতর ১:২২,২৩)।

পিতর দৈহিক জন্মের সঙ্গে আধ্যাত্মিক জন্মের তুলনা করেন। তিনি আমাদের ব্যক্ত করেন যে যখন আমরা পুনরায় জন্ম লাভ করেছিলাম, বীজ [গ্রীক শব্দ স্পার্ম (শুক্র)] ছিল এক অবিনশ্বর বীজ। পিতর আমাদের বলেন যে "অবিনশ্বর বীজ" ছিল ঈশ্বরের বাক্য এবং আমাদের বিশ্বাস ছিল একটি "ডিমের" মত। যখন আমরা বিশ্বাসের এক অবিনশ্বর "শুক্রের" মত ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি উত্তর দান করেছিলাম, যেটি আমাদের বিশ্বাসের ডিমকে সমৃদ্ধ করেছিল (ফলবান করেছিল)। ঈশ্বরের বাক্য বিশ্বাস করার দ্বারা আত্মিক জীবন আমাদের মধ্যে গর্ভবতী হয়েছিল।

পিতর আমাদের আরও পৃথক পৃথক আত্মিক অন্তর্দৃষ্টি দান করেন নূতন জন্মের "কিভাবে" হওয়ার মধ্য দিয়ে, যখন তিনি আমাদের বলেন যে যখন আমরা বাধ্যতার সঙ্গে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি উত্তর দান করা, বিশ্বাসকরণ, শ্রবণ করার দ্বারা আমাদের আত্মাসমূহ শোধিত করেছিলাম আমরা পুনর্জন্মের অস্তিত্ব লাভ করেছিলাম। আপনি কি কখনও আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছেন পুরাতন নিয়মের ঈশ্বরের লোকেদের জন্য নূতন নিয়মের মণ্ডলীর সম্পর্ক কি? এখানে একটি অনুচ্ছেদে দুটি একত্রে আনয়ন করা হয়। পুরাতন নিয়মের মধ্যে, ঈশ্বর স্পষ্টভাবে এক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ইস্রায়েলের লোকেরা শমূয়েলের কাছে এসে বলেছিল ঈশ্বর তাদের রাজা হন তা তারা চায় না।

ঐ রাজ্যের দুর্ভাগ্য, বন্দীদশা এবং ৪০০ বছর নিস্তব্ধতার পরে, যীশু এবং বাপ্তাইজক যোহন ঈশ্বরের রাজ্যের শুভসংবাদ প্রচার করতে এসেছিলেন, যেটি ব্যক্ত হয়েছে এইরূপে, "পুনরায় তোমাদের জন্য রাজা হতে ঈশ্বর ইচ্ছুক হন"। যীশু ব্যাখা করেছিলেন "যখন আমি ঈশ্বরের রাজ্যের কথা বলি তখন সেটি প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যেই রয়েছে যারা ঈশ্বরের কাছে আত্ম সমর্পণ করে, তাদের জীবনে তাঁকে রাজমুকুট পরায় এবং তাঁর বিশ্বস্ত প্রজারূপে পরিণত হয়" (লূক ১৭:২১; যোহন ৩:৩-৫)। এশিয়া মাইনরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা খ্রীষ্টের ইব্রীয় অনুগামীদের প্রতি রচনা-শৈলীতে পিতর তাদের বলেন তারা এক পবিত্র জাতি এবং যার কারণে তারা ঈশ্বরের নিজস্ব প্রজা এবং মনোনীত বংশ। তিনি

তাদের আবার বলেন যে তারা একজন রাজকীয় যাজক শ্রেণী (১পিতর ২:৯, ১০)।

একজন পুরোহিত হন সেই একজন যিনি ঈশ্বরের উপস্থিতির মধ্যে যান এবং অন্যান্য লোকেদের জন্য মধ্যস্থতা করেন। এই সকল লোকেরাও আবার পুরোহিত ছিল। তারা ঈশ্বরের দ্বারা সমগ্র জগতের উপর অধিকাংশ অংশে প্রেরিত হয়েছিল, যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য গঠন করার জন্য এবং যারা শিষ্যরূপে পরিণত হয়েছিল তাদের প্রতিনিধি স্বরূপ ঈশ্বরের সঙ্গে মধ্যস্থতা করার জন্য।

তিনি আরও লেখেন, "তোমরা মনোনীত লোক" এবং "তোমরা এই জগতের মধ্যে বিদেশী এবং নবাগতদের মত।" এক পবিত্র জাতি, রাজকীয় যাজক এবং এক মনোনীত লোক হওয়া ছাড়া এই সকল লোকেরা জগতের মধ্যে এক বিদেশী এবং নবাগত।

বৈবাহিক জীবনের আদর্শ

প্রথম পিতরের তৃতীয় অধ্যায়ে, আমরা বাইবেলের মধ্যে দাম্পত্য (বৈবাহিক) জীবনের সবচেয়ে উত্তম পরামর্শের কিছু সন্ধান পাই। পৌল ও পিতর উভয়েই বলেন, মূলতঃ "নারীরা তোমরা কি উপলব্ধি করতে পার মণ্ডলী এবং খ্রীষ্টের আদর্শ? যার মধ্যে তোমরা মণ্ডলী। স্বামীরা তোমরা কি বুঝতে পার মণ্ডলী এবং খ্রীষ্টের আদর্শ? এটি দাম্পত্য জীবনের জন্য এক অনুপ্রাণিত আদর্শ, যার মধ্যে তুমি খ্রীষ্ট।"

পিতর তাঁর অনুপ্রাণিত বৈবাহিক জীবনের পরামর্শের উদ্দেশ্যে বলেন, নারীদের যে স্বামী আছে কিন্তু তারা বাক্য পালন করে না। সেটি হয়ত বোঝাতে পারে নারীটি এক অবিশ্বস্তকে বিয়ে করেছে এবং সে বাক্য পালন করে না অথবা সে একজন বিশ্বস্ত হতে পারে কিন্তু সর্বদা বাক্য পালন করে না।

পিতর ও পৌলের এই পরামর্শের মধ্যে, নারীকে স্বামীর বশীভুত হয়ে থাকতে বলা হয় যেমন একটি মণ্ডলী খ্রীষ্টের বশীভুত হয়। বশীভূত হওয়া খুব সহজ নয় কিন্তু বিশ্বাসীদের দাম্পত্যজীবনে এটি এক বড় সমস্যাও নয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা যেভাবে খ্রীষ্ট মণ্ডলী মেষপালক হন স্বামীরা ঠিক সেইভাবে তাদের সন্তান-সন্ততি এবং স্ত্রীদের প্রতি মেষপালকের ভূমিকার দায়িত্ব গ্রহণ না করা।

পিতর আবার নারীকে পরামর্শ দেন স্বামীদের বাক্য ছাড়াই জয় করার জন্য। তিনি বলেন; তার স্বামী বাক্য পালন করে না তাতে বোঝায় সে তার দাম্পত্য জীবনে, সঠিক স্থানে নেই। এই রূপ একজন স্বামীর জন্য একটি পদ তিনি লেখার পূর্বে, পিতর এই স্ত্রীকে পরামর্শ দেন আধ্যাত্মিক, বিনীত, কটুভাষী এবং নীরব হওয়ার জন্য।

পিতরের দ্বারা উপস্থাপিত দাম্পত্য জীবনের আদর্শে "বশীভূত" (বিনীত) শব্দটির উপর আমাদের বিবেচনা কেন্দ্রীভুত করি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষের দিকে যীশু খ্রীষ্টের কথাতে এবং একজন দুঃখ-ক্লেশ যাতনাকারী লোকের ন্যায় তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেন যিনি ভবিষ্যদ্বক্তা রূপে চিত্রায়িত হন যিশাইয় - তিপান্ন অধ্যায়ের মধ্যে।

তাঁর শেষ বাক্যগুলি যীশু খ্রীষ্টকে একজন মেষপালক এবং আপনার আত্মার বিশপরূপে নির্দেশ করে। তারপর তিনি যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীর মেষপালক রূপে ভুমিকা গ্রহণের আদর্শের প্রতি ইঙ্গিত করেন এবং তিনি নারীদের প্রতি "সদৃশরূপ" বাক্য সহযোগে পরামর্শ শুরু করেন। তিনি এই নারীদের বলেন তাদের স্বামীর অনুগত থাকা উচিত। মণ্ডলী যেমন খ্রীষ্টের কাছে অনুগত।

এই প্রসঙ্গে পিতরের ব্যবহৃত "বশীভুত" / অনুগত শব্দটি বাস্তবিকভাবে বোঝায়, "তোমার স্বামীকে তোমার মেষপালক হতে দাও।" ঈশ্বর আপনার স্বামীকে বিশাল দায়িত্ব দিয়েছেন। খ্রীষ্ট যেভাবে মণ্ডলীকে লালনপালন করে আপনার স্বামীকেও সেইভাবে আপনার যত্ন নেওয়ার জন্য আদেশ করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ খ্রীষ্ট যেমন ভালবাসেন আপনার স্বামীও যেন আপনাকে সেইরকম ভালবাসেন। তিনি আপনাকে দেন যেমন খ্রীষ্ট দেন; তিনি আপনাতে থাকেন যেমন খ্রীষ্ট বিদ্যমান। পৌল তাঁর ইফষীয় পত্রের মধ্যে দাম্পত্য জীবনের পরামর্শ একইভাবে স্থাপন করেন (ইফিষীয় ৫:২২— ২৫)।

একটি সামরিক বাহিনীতে একজন অধিনায়ক থাকেন। আপনাদের দুজন অধিনায়ক থাকতে পারে। তিনি হয়ত অন্যান্য লোকেদের প্রতি কর্তৃত্ব প্রতিনিধিস্বরূপ করতে পারেন। অবশ্য তিনি কখনই দায়িত্বশীলতার প্রতিনিধিত্ব করেন না। যদি কোনো কিছু ভুল ত্রুটি হয় তার জন্য তিনিই দায়ী হন।

পৌল এবং পিতরের বৈবাহিক জীবনে পরামর্শ দানে, এবং সমগ্র বাইবেল ব্যাপিয়া, ঈশ্বর দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতা প্রতিনিধিত্ব করেন এবং গৃহটিতে করে স্বামীরা, যখন তারা তাদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের প্রতি মেষপালকের ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য আদেশিত হয়, যেমন খ্রীষ্ট মণ্ডলীর মেষপালকরূপে যত্ন করেন। একই সময় ঈশ্বর নারীদের আদেশ করেন স্বামীকে তাদের সন্তানদেরও তার দায়িত্ব নেওয়ার অনুমতি দিতে। দায়িত্বশীলতা ইঙ্গিত করে আপনার দু'জন অধিনায়ক থাকতে পারে না। কোনো একজনের দায়িত্ব থাকা আবশ্যক এবং ঈশ্বর সেই বিশেষ দায়িত্ব স্বামীদের জন্যই বিবেচনা করেন।

যে প্রথম বাক্য দ্বারা মানুষদের প্রতি পিতর তাঁর পরামর্শ শুরু করেন সপ্তম পদে সেই একই বাক্য দ্বারা স্ত্রীলোকেদের পরামর্শ দেন। যখন আমরা "সদৃশরূপে" শব্দটি পাঠ করি, পুনরায় আমাদের প্রশ্ন করা উচিত, "পিতর কিসের মত?" পিতর আমাদের উত্তর দেন, "ফিরে যাও দাম্পত্য জীবনের জন্য অনুপ্রাণিত আদর্শ লক্ষ্য কর। তুমি কি খ্রীষ্টকে এবং মণ্ডলীটি দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ দুটি বাক্যে দেখতে পাও? স্বামীরা এই আদর্শে তোমরা খ্রীষ্ট। তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে বসবাস কর ঠিক যেমন তোমরা খ্রীষ্টে ছিলে। তুমি তাদের ভালবাস যেমন খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে ভালবেসেছিলেন। তোমার স্ত্রীর কাছে নিজেকে দাও যেমন খ্রীষ্ট মণ্ডলীর জন্য নিজেকে দিয়েছিলেন। এবং তুমি তোমার স্ত্রীর হয়ে থাক যেমন মণ্ডলীর জন্য খ্রীষ্ট।"

"স্বামীরা তোমরাও সেইভাবে বিচার বিবেচনা করে স্ত্রীকে নিয়ে সংসার কর" (পিতর ৩:৭) পিতর বলেননি স্বামীদেরকে তাদের স্ত্রীদের বোঝার জন্য। এটি হতে পারে যে আমরা নারী এবং পুরুষেরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই কিন্তু নিজেদের বোঝার চেষ্টা করিনা। পিতর প্রকৃতপক্ষে পুরুষদের বলেন, "বিচার বিবেচনা করে স্ত্রীদের নিয়ে সংসার কর।" আপনি হয়ত আপনার স্ত্রীকে বুঝতে নাও পারেন কিন্তু আপনার স্ত্রীকে জানতে পারেন।

পিতর স্বামীদের উপদেশ দেওয়ার সময় কয়েকটি বাস্তবসম্মত বিষয়ে লেখেন : "তাদের সঙ্গে সংসার কর।" এর অর্থ তাদের জন্য সময় দেওয়া তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া এবং তাদের জন্য সময় নির্ধারণ করা। আপনার হয়ত মনে হতে পারে এই উপদেশটি অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু কঠিন বাস্তব এই যে বহু স্বামীরা সর্বত্র বাস করে কিন্তু গৃহে তাদের স্ত্রী এবং সন্তানসন্ততিদের নিয়ে বাস করে।

সারসংক্ষেপ

যখন গিদিয়োন মিদিয়নীয়দের পরাজিত করেছিল আমরা পাঠ করি তিনি এবং তাঁর ৩০০জনের "প্রত্যেকটি মানুষ যে যার স্থানে স্থির ভাবে দাঁড়িয়েছিল" এবং ঈশ্বর প্রদত্ত তাদের অবিশ্বাস্য জয়ের সেটিই ছিল মূল সূত্র (বিচারকর্তৃগণ ৭:২১)। পিতর তাঁর দেওয়া দাম্পত্য জীবনের পরামর্শে একই কথা বলেছেন, প্রতিটি ব্যক্তির তাদের বিবাহিত জীবনে তাদের নিজ নিজ স্থানে স্থির থাকা উচিত। নারীদের যেখানে রয়েছে একটি স্থান, একটি ভূমিকা, এক পরিচর্য্যার কাজ এবং এক সম্মান। পুরুষদেরও আছে এক ভুমিকা, স্থান, পরিচর্য্যার কাজ, যেখানে তার স্থির থাকা উচিত। যখন স্বামীরা তাদের স্থানের বাইরে চলে যায় স্ত্রীদের উচিত নয় তাদের সেই স্থানে ফিরিয়ে আনার জন্য জোরে জোরে

ঝগড়া করা, ঠেলে দেওয়া, টেনে আনা অথবা উপদেশ দেওয়া। স্ত্রীদের তাদের নিজ নিজ জায়গায় স্থির থাকা উচিত। তাদের স্বামীদের সঠিক স্থানে আনার জন্য একমাত্র সাহায্য করবে স্ত্রীদের স্বামীর প্রতি ভালবাসা। নারীরা, আপনারা কি সেই আদর্শ দেখেন? আপনি হন মণ্ডলী। আপনি নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে থাকুন। আপনি আপনার স্বামীর প্রতি বাধ্য থাকুন যেমন খ্রীষ্টের প্রতি মণ্ডলী।

স্বামীরা, আপনারা কি সেই আদর্শ দেখেন? আপনি হন খ্রীষ্ট। আপনি আপনার স্ত্রীদের যত্ন নিন যেমন মণ্ডলীর যত্ন খ্রীষ্ট নেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা, আপনারা দুজনাই নিজ নিজ স্থানে স্থির থাকুন। উভয়ের জন্য পিতরের নির্ধারিত ভূমিকাগুলি পরিপূর্ণতার প্রয়োজনে ঈশ্বরের অনুগ্রহ। স্বামীদের জন্য এই মহত্তম চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়ে থাকে তাদের স্ত্রীদের কাছে খ্রীষ্টের ভূমিকা পালন করার কারণে।

পিতরের দুর্বোধ্য অনুচ্ছেদ

পৌল দ্বারা রচিত বহু বিষয় বোঝার জন্য দুঃসাধ্যকর এই পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা পিতর তাঁর দ্বিতীয় পত্র সমাপন করেন। যে সকল বিষয় বিবেচনা করার জন্য আমি মনোনয়ন করি, সাধু পৌল ইতোঃপূর্বেই পিতরকে সেই কয়েকটি অনুচ্ছেদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন। পিতরের পত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে দুর্বোধ্য অনুচ্ছেদে বিবেচনা করার দ্বারা আমি শুরু করি (৩:১৭-৪:২)।

আটটি পদের মধ্যে পিতর শুধু দশটি প্রধান বিষয় সমূহ উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে জগতের পাপের কারণে যখন যীশু খ্রীষ্ট মারা গিয়েছিলেন যদিও তাঁর দেহ মৃত হয়েছিল কিন্তু তাঁর আত্মা ছিল জীবিত এবং সেই আত্মার শক্তিতে তিনি কারাগারে বন্দীদের দর্শন দিয়েছিলেন এবং তাদের কাছে প্রচার করেছিলেন— যারা নোহের দিনে সুসমাচার শ্রবণ করার সুযোগ পেয়েছিল কিন্তু তারা সেটি প্রত্যাখান করেছিল।

দৃশ্যতঃ খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর নিহত হওয়ার পর স্বর্গরোহণের পূর্বে আত্মিক জগতের মাঝে তিনি এক বিশেষ কার্য্য করেছিলেন। পিতরের মতানুসারে, আত্মিক জগতে পরিক্রমার এক বিশেষ কার্য্য ছিল খ্রীষ্টের হস্তগত। এই অনুচ্ছেদ বর্ণনাকরে "স্বর্গদূতবৃন্দ তন্ন তন্ন করিয়া দেখার জন্য আকাঙ্খা করে" পিতরের শব্দগুলি ব্যবহারের জন্য, সুতরাং নিশ্চয়তা সহ বলার জন্য এটি খুবই কঠিন।

পুরোহিত পিতর শেষের সকল বিষয়গুলির আলোকে প্রচার করেন যে, তাদের কি ধরনের পবিত্র ব্যক্তি হওয়া উচিত। এইস্থানে পিতর আমাদেরকে আধ্যাত্মিক দানসমূহের এবং বিশেষ কার্য্যগুলির মধ্য দিয়ে কিছু আকর্ষণীয় অন্তদৃষ্টি

উপস্থাপন করেন যেটি নির্মিত সম্ভবপর হয় ঐ সকল আধ্যাত্মিক দানগুলির দ্বারা।

বৃহৎকায় এই বাস্তবসম্মত আধ্যাত্মিক অনুযায়ী যে কোনো আপনার দান আপনার বিশেষ পরিচর্য্যা কার্য্যের নমুনা হওয়া উচিত। যদি আপনার দান হয়, প্রচার করণ - প্রচার করুন। সকল কিছু সম্পাদন করার জন্য ইচ্ছুক হওয়ার দ্বারা আপনার নম্রতার প্রমাণ দিন— এটি এক প্রচলিত ধারা। প্রত্যেকেই সকলকিছু সম্পাদন করে। কিছু শাস্ত্র ঠিক সেটি শিক্ষা দেয় না। আধ্যাত্মিক দানগুলি সম্পর্কে শাস্ত্রের সকল শিক্ষা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে তারা অসমান এবং ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করণ অনুযায়ী প্রতিটি বিশ্বাসীকে স্থাপন করা হয়েছিল। পবিত্র আত্মা দ্বারা তাদের প্রদত্ত হয় খ্রীষ্টকে ধরে থাকার এবং খ্রীষ্টের দেহে তাদের প্রোৎসাহিত করার জন্য। আপনার আত্মিক দানগুলির দ্বারা আমার প্রতি সেবা করুন এবং আমি আমার আত্মিক দানগুলির মাধ্যমে আপনার প্রতি সেবা করি।

পিতর চতুর্থ অধ্যায়ের লেখণীতে দুঃখ যাতনা সহ্যকরণ সম্পর্কে বহু উপদেশ দিয়ে থাকেন। আপনি যদি দুঃখভোগ করেন পিতর পুনরায় বলেন, "তোমাদের দুঃখযাতনা গুলিকে অস্বাভাবিক মনে করো না। তোমার সমস্যাগুলি অথবা তোমার দুঃখ যাতনার যে অগ্নিপরীক্ষা হচ্ছে তা অস্বাভাবিক মনে করে বিচলিত হয়ো না" (১পিতর ৪:১২)।

আমাদের মনে হয় দুঃখকষ্ট ও সমস্যাগুলি ক্লেশকর, অনধিকার প্রবেশকারী এবং আকস্মিক মহাদুর্ঘটনা যা ঘটার জন্য ধরা হয় নি। আমরা বুঝতে পারি না কেন এসকল আমাদের জীবনে ঘটে, জগতের অধিকাংশ লোকেদেরই চিন্তা ধারা বাস্তব, তারা জানে যে দুঃখকষ্ট ভোগ জীবনের এক অংশ এবং প্রকৃতপক্ষে এমন একটি দিক যা একজন ব্যক্তি থেকে অন্য আর একজনকে স্বতন্ত্র করে; তারা দুঃখকষ্ট ভোগ করছে — কি করছে না তার উপরে নয় বরং তারা কিভাবে সেইগুলি সহ্য করছে তার উপর নির্ভর করে তাদের স্বতন্ত্র করে।

নিজের জন্য আপনি নিজেই দায়ী। আপনার প্রতি সংঘটিত সকল বিষয়গুলির জন্য আপনি দায়গ্রস্ত নাও হতে পারেন কিন্তু আপনি তাদের জন্য কি করতে চলেছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি দায়ী। বিষয়টি হল আপনি কিভাবে আপনার সমস্যা গুলি সমাধান করে থাকেন।

আমাদের প্রত্যেকর জীবনে ঝড় আসে কিন্তু সেই দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার জন্য থাকে ঈশ্বরের পরাক্রম এবং অনুগ্রহ। ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন তাঁর বাক্য যেটি আমাদের বিশ্বাস পদ্ধতি। বাক্যের মাধ্যমেই ঐ বিশ্বাস পদ্ধতির দ্বারা আমাদের ঝড়গুলি আমরা যখন অতিক্রম করি, ঈশ্বর আমাদের

সকল সমস্যাগুলির সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য প্রজ্ঞার দান দিতে পারেন। তিনি আবার সেই জ্ঞান প্রয়োগ করার জন্য আমাদের অনুগ্রহ দান করতে পারেন। এটি চালনা করে পিতরের কথানুযায়ী আমাদের 'সাক্ষ্যতা প্রদানের দিকে। ঈশ্বরের ঝড়টির অনুমতি দেন কারণ তিনি চান আমাদেরকে তাঁর একসাক্ষী রূপে গড়ে তুলতে। আমরা উত্তম সাক্ষী হতে পারি কিংবা সামান্যমাত্র সাক্ষী হতে পারি কিন্তু আমরা সকল সাক্ষ্যতা দিয়ে থাকি।

খ্রীষ্টের একজন বিশ্বস্ত অনুগামী হওয়ার কারণে দুঃখকষ্ট সহ্য করা এক আহ্বান। আপনি উদ্ধার লাভ করেন কোনো একজনের দুঃখ ভোগ করার মাধ্যমে। আপনি তাঁর পদক্ষেপ অনুসরণ করার জন্য আহুত হন। আপনি তাঁর দ্বারা সনাক্ত হন— তাঁর নির্যাতনের মধ্যে এক অংশীদার হওয়ার মাধ্যমে। কয়েকজন বলেন ঈশ্বর কখনও চাননি তাঁর লোকেরা দুঃখ ভোগ করুক। কিন্তু পিতর সুস্পষ্টভাবে বলেন কোনো কোনো সময়, ঈশ্বরের সঙ্কল্প অনুযায়ী এবং এমনকি আপনার প্রতি আহ্বান যে আপনার নির্যাতন ভোগ করা উচিত (১ পিতর ৪:১৯)।

বয়োঃজ্যেষ্ঠদের প্রতি এক বাক্য

পঞ্চম অধ্যায়টি মণ্ডলীর প্রবীণদের উদ্দেশ্যে রচিত। "এখন, মণ্ডলীর প্রবীণপদে যারা রয়েছ তাদের এই বাক্য বলছি। আমি তোমাদেরই মত একজন, প্রবীণ।" প্রধান অন্যান্য প্রবীণদের থেকে পিতর ছিলেন একজন নম্র প্রবীণ। পিতরের রচনাশৈলীতে তৃতীয় পিতরের আমাদের ভূমিকার মধ্যে দৃষ্টিপাত অনুসারে আমরা কেন সেটি উপলব্ধি করি। তিনি বলেন তাদের মণ্ডলীর মেষপালকের দায়িত্বভার গ্রহণ করা উচিত একজন সদাপ্রভুর মত নয় কিন্তু এক দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

মণ্ডলীর নেতৃত্ব গঠন সম্পর্কে অধ্যয়ন কালে তুলনা করার জন্য মণ্ডলীর মত কোনো প্রতিষ্ঠানের সন্ধান পাবেন না। মণ্ডলী একটি কোম্পনীর মত হওয়া উচিত নয়, যে কোম্পানীতে থাকে এক প্রেসিডেন্ট (সভাপতি), মালিক ও শ্রমিকেরা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রবীণদের প্রভাব মণ্ডলীতে থাকা আবশ্যক। যদি তাঁদের উদাহরণ গুলি লোকেদের মনে প্রভাব ফেলে অথবা প্রতিকূল ধারণা জন্মায়, সেই সকল লোকেরা তাঁদের কাছে আসবে পরামর্শের অন্বেষণে ও তাঁদের উপদেশ পালন করবে। মণ্ডলীর মধ্যে প্রবীণদের প্রভাব এইরূপে বিদ্যমান, এক মিলিটারী কিংবা এক ব্যবসায়ীর কর্তৃত্বের মত নয়।

মানুষটি পিতরকে শিক্ষিত করে তোলেন এই বলে, "হাটে বাজারে

অভিবাদন ও লোকের কাছে "রব্বি (গুরু)" সম্ভাষণ পেতে তারা পছন্দ করে। তোমরা নিজেদের 'রব্বি' বলে অভিহিত হতে দিয়ো না। কারণ তোমাদের একজন মাত্র গুরু আছেন এবং তোমরা সকলে পরস্পর ভাই। এই পৃথিবীতে তোমরা কাউকে পিতা বলে সম্বোধন করো না, কারণ তোমাদের পিতা একজনই, তাঁর আবাস স্বর্গে। তোমরা আচার্য বলে সম্ভাষিত হয়ো না। কারণ আচার্য তোমাদের একজনই, তিনি খ্রীষ্ট। তোমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, সে হবে তোমাদের লোক। যে নিজেকে উন্নত করবে, তাকে অবনত করা হবে, আর যে নিজেকে নত করে তাকেই উন্নত করা হবে" (মথি ২৩:৭—১২)।

পিতর এক সংক্ষিপ্ত আত্মচরিত সহকারে তাঁর পত্র সমাপ্ত করেন। তিনি লেখেন: "যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে সর্ব অনুগ্রহের আধার ঈশ্বর তাঁর শাশ্বত মহিমা তোমাদের দান করার জন্য আহ্বান করেছেন। তিনিই এই ক্ষণস্থায়ী নির্যাতন ভোগের পর তোমাদের সক্ষম, সবল, সুস্থ এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন" (১ পিতর ৫:১০)। ক্ষণকাল নির্যাতন ভোগ করার পর, ঈশ্বর তাঁকে নিখুঁত, সক্ষম, পরিপক্ক অথবা সম্পূর্ণ করেন। ঈশ্বর পিতরকে প্রতিষ্ঠিত করেন, পরাক্রমশালীরূপে গড়ে তোলেন এবং স্থিরীকৃত অটল রাখেন। এবং এটি সেই তৃতীয় পিতর যিনি এই বাক্যগুলি লেখেন।

পিতরের জীবনের কাহিনী এটি এক পদ যেখানে পিতর বলেন, "কিছু নির্যাতনের উদ্দেশ্য এখানে বিদ্যমান; ঈশ্বর শুধু চেষ্টা করে চলেছেন তোমার বুদ্ধির জন্য এবং তাই এই আকস্মিক দুর্ঘটনা, এই দুঃখদায়ক পরিস্থিতি যার মধ্য দিয়ে সহজভাবে বোঝায় যে ক্ষণকাল পরে, তোমার সম্মুখে ঈশ্বর আসবেন এবং তোমাকে তুলে ধরবেন এবং তোমাকে দৃঢ় ভাবে একটি স্থানে রাখবেন আর চিরকালের তরে আরও ক্ষমতাশালী করে তুলবেন কেননা তুমি এই দুঃখযাতনাময় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছ।"

অধ্যায় ১০
পিতরের দ্বিতীয় পত্র

পিতর যখন তাঁর দ্বিতীয় পত্রখানি লিখেছিলেন তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তিনি মারা যেতে চলেছেন। ঠিক যেমন সাধু পৌল তিমথির কাছে তাঁর দ্বিতীয় পত্রের মধ্যে শেষ ইচ্ছা এবং ইচ্ছাপত্র আমাদের দান করেছিলেন,

প্রভুর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মেষদের যত্ন নেওয়ার শেষ বাক্যগুলি পিতর তাঁর দ্বিতীয় পত্রে প্রচার করেন।

আমি একবার একজন শিক্ষককের কাছে শুনেছিলাম "পুনরাবৃত্তি শিক্ষার নির্য্যাস (অপরিহার্য উপাদান)।" তাঁর দিনের গণনা করা যায় - সেটি অবগত থাকা সত্ত্বেও সেই বৃদ্ধ পুরোহিত তাঁর বাহুযুগল বুকের কাছে ভাঁজ করে রেখে তাঁর জ্ঞাত কিছু বিষয় অন্তর থেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। তিনি জানেন তাঁর পাঠকগণ ইতিমধ্যেই জ্ঞাত যে তিনি তাদের স্মরণ করানোর জন্য কি চান।

পিতর প্রথম পদের প্রারম্ভে বলেন যে আমাদের সদাপ্রভু যীশু খ্রীষ্ট এবং ঈশ্বরের জ্ঞানের মাধ্যমে আমাদের কাছে প্রচুর অনুগ্রহ ও শান্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে পারে। তাঁর উক্তির প্রারম্ভের তৃতীয় পদে, তিনি তাদেরকে বহুবার সম্ভবতঃ কিছু মেষের কথা বলে ছিলেন তা তিনি মনে করিয়ে দেন: "তাঁর ঐশশক্তি আমাদের দান করেছে সকল বিষয়সমূহ যা ঈশ্বরে ভক্তি ও জীবন যাপনের অধিকারভুক্ত"। পিতর তারপর তাঁর পাঠকগণকে ব্যক্ত করেন কিভাবে সেগুলি তারা পেতে পারে "..... যিনি আপন গৌরব ও মাহাত্ম্যে তোমাদের আহ্বান করেছেন তারই জ্ঞানের মাধ্যমে।" ঐটি পিতরকে এই উক্তির মধ্যে চালনা করে ঃ "ঈশ্বর তাঁর মহামূল্য ও সুমহান প্রতিশ্রুতিগুলি দান করেছেন, যার দ্বারা সেগুলির সাহায্যে আমরা ঐশ্বরিক প্রকৃতির অংশীদার হতে পারি।"

ঈশ্বরে ভক্তি এবং জীবন যাপনে অধিকারভুক্ত বিষয়গুলি আমাদের কাছে আসে খ্রীষ্ট এবং ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক স্থাপনের ফলাফল স্বরূপ। পিতরের কথানুযায়ী, ঐ সকল মহামূল্য প্রতিশ্রুতিগুলি কার্য্যে পরিণত করার দ্বারা (বিকশিত হওয়ার দ্বারা), আমরা ঐশ্ব রিক প্রকৃতির অংশীদারত্ব লাভ করতে পারি।

আজকাল আমরা বিশ্বাস করি যে জ্ঞানই মাহাত্ম্য (অনুরাগ)। অবশ্য আধ্যত্মিক বিষয়গুলিতে শাস্ত্র আমাদের ব্যক্ত করে যা কিছু আমরা ভাববাদীদের কাছ থেকে (যীশুর কাছ থেকে) শ্রবণ করে ছিলাম এবং এসব আমরা প্রেরিত পিতরের থেকে শুনি — সেই জ্ঞান মাহাত্ম্য নয়।

জ্ঞানের প্রয়োগ হল মাহাত্ম্য / (গুণ)। নিরীক্ষণ করে দেখুন যেটি পিতর লেখেন নি, "তোমার বিশ্বাস জ্ঞানলাভ সংযোগ কর।" পিতর লেখেন "তোমার বিশ্বাসের মাহাত্ম্য সংযোগ কর"। মাহাত্ম্য হল আপনার বিশ্বাসের প্রয়োগ যা সাধারণভাবে মঙ্গলময়তার সমান। মাহাত্ম্য হল চরিত্র। যখন আপনি আপনার বিশ্বাসে খ্রীষ্ট সম গুণগুলি থাকে, তাহলে আপনার জ্ঞান লাভে সংযোগ স্থাপিত

হয়। যার কারণে আমাদের জোরালোভাবে প্রকাশ করা উচিত শাস্ত্রে প্রয়োগকরণের উপর। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই অনুচ্ছেদটি কি ব্যক্ত করে? কি অর্থ বোঝায়? "সেটি আপনার কাছে কি অর্থ প্রকাশ করে? এবং আপনার জীবনে বাস্তবিক ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদ আপনি কিভাবে প্রয়োগ করেন?" শাস্ত্রের প্রয়োগ বিধির মধ্যে শাস্ত্র আত্মিকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠবে এটি পরিলক্ষিত হওয়ার জন্য। পিতরের কথানুযায়ী আমাদের বিশ্বাসের মাহাত্ম্য সংযোগ করা আবশ্যক এবং তারপর আমাদের মাহাত্ম্যের জ্ঞানগুলি সংযোগ স্থাপিত করা। পিতর লিখে চলেন, "তোমার মিতাচারী (সংযত) জ্ঞান সংযুক্ত কর আত্মসংযমের সঙ্গে ধৈর্য্যের এবং ধৈর্য্যের সঙ্গে ঈশ্বরেভক্তির (নিষ্ঠার), নিষ্ঠার সঙ্গে ভ্রাতৃস্নেহের এবং তারপর ভ্রাতৃস্নেহের সঙ্গে প্রেমের তোমার ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত কর।" এই বিশ্বাসের জন্য এই সং যুক্তিকরণগুলি আত্মিক বৃদ্ধির বিষয়ের উপর শাস্ত্রের মধ্যে এই সুন্দর সূক্ষতম অনুচ্ছেদের একটি প্রতিনিধিত্ব করে। অতএব, যদি শিষ্যগণ বিশ্বাসের জন্য এই সংযুক্তি করণগুলি অভিজ্ঞতা লাভ করে। আমাদের এই প্রতিশ্রুতি থাকে ঃ "যদি তোমরা তোমাদের বিশ্বাসের জন্য এই গুণগুলি সংযুক্ত কর, ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা তোমরা আত্মিকভবে বৃদ্ধি পাবে, তোমরা হবে বিশ্বস্ত এবং ব্যবহারযোগ্য, তোমরা সদাপ্রভুর জন্য এক মঙ্গলময় এবং সবল পরাক্রমশালী জীবনযাপনে সক্ষম হবে এবং তোমরা প্রমাণ করবে যে তোমরা ঈশ্বরের আহুতদের মধ্যে একজন। তুমি তোমার আহ্বানও মনোনয়ন সম্পর্কে সুনির্দ্দিষ্ট হওয়ার জন্য আরও বেশী সচেষ্ট হবে। এভাবে চললে তোমরা লাভ করবে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করার অবাধ অধিকার যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি শ্বাশ্বত রাজ্যে প্রবেশাধিকার কর, তুমি কখনই বিফল হবে না।"

পিতর ব্যক্তিগত সাক্ষ্যের এক বাক্য সহকারে তাঁর অন্তিম / শেষ প্রজ্ঞার বাক্যসমূহ উদ্ধৃত করেন; "আমি ছিলাম রূপান্তরকরণের পবিত্র পর্বতে এবং আমি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রূপান্তরিত হওয়া পরিদর্শন করেছিলাম।" অপরিহার্যরূপে, পিতর আমাদের বলেন, "যদিও আমি চরম অভিজ্ঞতার মাঝে বিদ্যমান ছিলাম, আমি তোমাদের কিছু বিষয় বলতে চাই। অনুপ্রেরণার (স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের) এই পদ্ধতির মাধ্যমে আমাদের কাছে আগত ঈশ্বরের বাণী, রূপান্তরকরণের পবিত্র পর্বতের উপর আমাদের প্রত্যয় আরও সুদৃঢ় করে।

পিতর আমাদের বলেন যে আমরা সেই ঈশ্বরের বাণীতে মনোনিবেশ করলে আমাদের ভালই হবে এটি যেন আমাদের অন্ধকার স্থানে এক প্রদীপের আলোর দিকে উপনীত হওয়া। যখন আমরা এই আলোর নিকটবর্তী হয়ে থাকি, আমাদের অন্তরের কিছু ঘটে। পিতর এটি খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেন: "দিনের

আলো ফুটে উঠবে এবং তোমাদের হৃদয়াকাশে প্রভাতী তারপর আবার উদয় হবে।" তোমার অন্তরে উদয় হওয়া ঐ প্রভাতী তারাটি কি? ঐ প্রভাতী তারা উত্থিত, জীবিত, যীশু খ্রীষ্ট। পিতর আমাদের পুনরায় ব্যক্ত করে থাকেন কিভাবে খ্রীষ্ট আমাদের মাঝে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতর এবং পৌল উভয়ই জগতের কাছে এবং মণ্ডলীর প্রতি তাঁর শেষ বাক্যসমূহে ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে এক মহান উক্তি প্রদান করেন যেটি খুবই চিত্তাকর্ষক। পিতর এটি সম্পাদন করেছিলেন তাঁর দ্বিতীয় পত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে এবং পৌল সমরূপে করেছিলেন তিমথির কাছে তাঁর দ্বিতীয় পত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের মধ্যে। পিতর আমাদের বলেন ঈশ্বরের বাক্য অনুপ্রাণিত করে এবং তিনি আরও বলেন অনুপ্রেরণা কি। — পিতর আমাদের বলেন ঐ সকলেরা যারা অনুপ্রাণিত শাস্ত্রসমূহ রচনা করেছিলেন তাঁরা পবিত্র আত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিলেন যেভাবে বাতাস এক জাহাজের পালকে চালিত করে পিতর সেইভাবে নূতন জন্মের অভিজ্ঞতার জন্য শাস্ত্রের অনুপ্রেরণা সম্পর্কিত তাঁর উক্তিগুলি বর্ণনা করেন।

দ্বিতীয় পত্রটি যিহুদার পত্রের মতই অনেকটা, সুতরাং আমরা এর জন্য বেশী সময় নষ্ট করব না। যিহুদার মত, দ্বিতীয় পিতর দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভণ্ড গুরুদের এক তিরস্কার করেন। তৃতীয় অধ্যায়ে পিতর লেখেন "প্রভুর দিন" সম্পর্কে।

নানা ঘটনা গুলির মধ্যে "প্রভুর দিন" একটি ঘটনা যেটি সমষ্টিগত ভাবে উল্লেখিত "যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন (পুনরাগমন)"। যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন একটি ঘটনা নয়; এটি নানা ঘটনার অনুক্রম, মণ্ডলী মহানন্দ, দারুণ ক্লেশ দুর্দশাময় পরিস্থিতি, পৃথিবীর উপর ঈশ্বরের রাজত্ব এবং পুনরুত্থানের অন্তর্ভুক্ত। 'যীশু খ্রীষ্টের পুনরাগমন' আখ্যাত ঐ সকল ঘটনাসমূহের শেষটিকে বলা হয় "প্রভুর দিন"।

"প্রভুর দিন" এক আলোড়নকারী বৈপ্লবিক ঘটনা যেটি বহু নবীদের দ্বারা প্রচারিত হয়েছিল এবং পৃথিবীর উপর প্রত্যেকটি মৌলিক পদার্থগুলি বিলীন হয়ে যাওয়ার দিন। যীশু বলেন, যে আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবী সমেত সব কিছুই ধ্বংস হতে চলেছে। তারা আগুনের তাপে বিলীন হতে চলেছে।

তদুপরি হিরোশীমা আর নাগাসাকী আমরা জানি যে মানুষেরা সম্পাদন করতে পারে যেটি পিতর ও নবীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ঈশ্বর একবারই এটি করেছিলেন জলের মহাপ্লাবন দ্বারা, এখন এই বিশাল আগুনের জন্য তিনি

এটি সংরক্ষিত করে রেখেছেন। পিতর অনুযায়ী, এটি ঘটতে চলেছে শুধুমাত্র ভাববাদীর বচন অনুসারে।

আমরা চিন্তা করিনা তাঁর আগমন ধীরগতিতে হয় কারণ সময় ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং তিনি কেন অপেক্ষা করেন? একমাত্র কারণ খ্রীষ্টের আগমন হয়নি এবং এই ঘটনার শ্রেনীগুলি প্রভুর দিনে শেষ সীমায় পৌঁছবে কারণ ঈশ্বর চান হারানো জগতের জন্য সুসমাচারের প্রচার। তিনি ইচ্ছাকৃত হন না যে কোনো কিছু অকালে শেষ হয়ে যাবে। কারণ তিনি মানবজাতিকে ভালোবাসেন, তিনি পরিত্রাণের জন্য তাদের আরও কিছু সুযোগ দিতে চান।

পিতর বলেন খ্রীষ্টের সাক্ষী স্বরূপ আমরা সত্বর আগমনের জন্য আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করতে পারি এবং যারা শোনেনি সেই সকল লোকেদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে পারি। যীশু খ্রীষ্টের পুনরাগমনের এই ভয়ানক ঘটনার প্রতি আমাদের দৃষ্টিপাত অনুসারে আমাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত; এই সকল উপাদানগুলি বিলীন হয়ে যেতে চলেছে দেখে আমরা কি ধরনের ব্যক্তি হতে বাধ্য হই?

অধ্যায় ১১
যোহনের প্রথম পত্র

প্রথম যোহনের প্রথম ষোলোটি পদকে আমি নাম দিই "আশ্বাসবাণী কম্পাস (দিঙ্‌নির্ণয়)।" এই পত্রটির মূলভাব আশ্বাসবাণী অথবা নিশ্চয়তা। আপনার কি সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা আছে যে আপনার পাপসমুহ ক্ষমালাভ হয়েছে এবং যদি আপনি আজকে মৃত হন, আপনি স্বর্গরাজ্যে প্রবেশাধিকার পাবেন কি? আবার এই নিশ্চয়তা / আশ্বাসবাণীর যদি অভাবথাকে, আপনার এই পত্র তখনই পাঠ করা আবশ্যক।

এই লেখক, যিনি প্রকাশিত বাক্যেরও রচয়ক, এবং তাঁর নামে উল্লেখিত আরও দুটি সংক্ষিপ্ত পত্রগুলির রচনা করেন, সেগুলি আমাদের সকল সময় ব্যক্ত করে কেন তিনি রচনা করেছেন। তিনি যোহনের সুসমাচার রচনা করেছিলেন যেটি আমরা বিশ্বাস করতে পারি এবং যেটি আমাদের অনন্ত জীবনের অধিকারী। তিনি ঐ সকল বিশ্বাসীদের জন্য রচনা করেন যাতে সম্ভবতঃ তারা জানতে পারে, এবং তারপর প্রকৃতভাবে বিশ্বাস করে। অন্য কথায় তিনি তাদের জন্য লিখেছেন যারা আশ্বাসবাণীর জন্য অপেক্ষারত। যদি আপনি আত্মিকভাবে অনিরাপদ হন

এবং নিজ পরিত্রাণের সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা আপনার যদি না থাকে, যোহন বলেন, "আমি এসব তোমাদের জন্য লিখলাম" (যোহন ২০:৩০,৩১; ১ যোহন ৫:১৩)।

যদি একজন মানুষ জ্ঞাত থাকে, এবং বুঝতে পারেনা যে সে জানে না, সে একজন মূর্খ। তাকে পরিহার কর। যদি একজন মানুষ জ্ঞাত থাকেনা এবং সে বোঝে যে সে জানে না, সে একটি শিশু সন্তান। তাকে শিক্ষা দাও। যদি একজন মানুষ জ্ঞাত হয় এবং সে জানে না যে সে জ্ঞাত আছে, সে ঘুমিয়ে থাকে, তাকে জাগাও। কিন্তু যদি একজন মানুষ জ্ঞাত থাকে এবং সে সচেতন থাকে যে সে জ্ঞাত আছে, সে হয় একজন নেতা, তাকে অনুসরণ কর।" যারা জানে সেই সকল লোকেদের প্রতি যোহন এই পত্র রচনা করেন এই ভেবে যে যে তারা হয়ত সচেতন থাকতে পারে যে তারা তাদের পরিত্রাণ সম্পর্কে জ্ঞাত আছে।

প্রথম যোহনের ষোলোটি পদ যোহন সম্পাদিত সুসমাচার অনুসারে, আমাদের কাছে যা বলতে চলেছেন সেটি একধরনের পুনরালোচনা। আমাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন একটি আত্মিক কম্পাসের। আমরা খুঁজে পাব আশ্বাসবাণীর অনুপ্রাণিত এই পত্রের মধ্যে ঐ আশ্বাস বাণী কম্পাস। ঠিক যেমন একটি কম্পাসে আটটি দিক থাকে এখানে সাধু যোহনের আশ্বাসবাণীর ক্ষেত্রে আমি আটটি বিষয়ের সন্ধান পাই :

আশ্বাসবাণী কম্পাসের প্রথম বিষটি হল সুসমাচারের তথ্যগুলি।

যোহন আমাদের বলেন যে বিশ্বাস তথ্যসমূহের উপর ভিত্তিশীল। বিশ্বাস অন্ধকারের মধ্যে পদক্ষেপ নয় অথবা আলোকের মধ্যে লম্ফ দেওয়া নয়। বাইবেলের বিশ্বাস অধ্যায়ের মধ্যে আমাদের উপার্জ্জিত জ্ঞান অনুসারে, বিশ্বাস সাক্ষ্য অথবা প্রমাণের উপর ভিত্তিশীল। বিশ্বাস আমাদের আশার জন্য সারবস্তু দান করে। এটিই বিশ্বাস এবং আশার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে। সাক্ষ্য ব্যতীত যা আমাদের প্রদান করা হয় আমাদের আশার জন্য এক ভিত্তি, আমরা সকলে একমাত্র যেটি করতে পারি সেটি হল আশা। কিন্তু বিশ্বাস সর্বদাই এক সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে থাকে যার উপরে সেটি প্রতিষ্ঠিত থাকে।

যোহন উত্থিত খ্রীষ্ট সম্পর্কে এই পত্রলেখণীতে তাঁর পাঠকগণদের মূলতঃ ব্যক্ত করেন, "শোন, আমরা স্বচক্ষের সাক্ষী এবং আমরা প্রকৃতরূপে তাঁকে কাছ থেকে দেখেছি। আমরা তাঁর পেরেকবিদ্ধ হস্তযুগলে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করেছি; আমরা তাকে স্পর্শ করেছি। উত্থিত খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের বিশ্বাস এক তথ্যসমুহের উপর ভিত্তিশীল।"

যখন আপনি যোহনের সুসমাচারের মত পুস্তক এবং নূতন নিয়মের অন্যান্য পুস্তকগুলি তুলনা করেন, আপনি দেখবেন সেখানে দুটি সুসমাচার তথ্য নির্গত হয়: যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু এবং যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান। পৌল মূলত: করিন্থীয়দের লিখেছিলেন: "শাস্ত্র অনুযায়ী খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন ও সমাহিত হয়েছেন; এবং শাস্ত্রের বচন অনুসারেই যীশু মৃত্যু শেষে পুনরুজ্জীবিত হয়েছেন। এটিই সুসমাচার। যেটি আমি করিন্থে তোমাদের কাছে প্রচার করেছিলাম। যা তোমরা বিশ্বাস করেছিলে এবং সেই বিশ্বাস করণের দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাচ্ছ।" (১ করিন্থীয় ১৫ :১-৪)।

"আশ্বাসবাণী কম্পাসের" উপর দ্বিতীয় বিষয় হল বিশ্বাস। ঐ দুটি সুসমাচার তথ্যের উপর আপনার বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। দ্বিতীয় বিষয়টি হল তথ্যের বিশ্বাস। তৃতীয় বিষয় যীশুর মৃত্যুর ঘটনাতে বিশ্বাস স্থাপন করার ফলাফল, যে ঘটনা এই জগতের মধ্যে সকল পরিবর্তন সাধন করেছে, এবং আপনার পাপগুলি ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছে।

যোহন এখানে এই আশ্বাসবাণী কম্পাসের মধ্যে আমাদের জন্য যেটি নির্মাণ করতে বলেছেন তা সাধারণভাবে বোঝায় ঃ যদি আপনার প্রকৃতরূপে ক্রুশে যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে বিশ্বাস থাকে, আপনি তখন ক্ষমা লাভ করে থাকেন। যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর তথ্যের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন করার পরিণতি হল ক্ষমা। আমি বোঝাতে চাই সম্পূর্ণ ক্ষমা।

গ্রীক ভাষায়, বর্তমান কাল প্রতিনিধিত্ব করে ধারাবাহিক সময়ের। অতএব যে কোনো সময় আপনার বর্তমান কাল থেকে আপনি প্রবেশ করাতে পারেন 'ধারাবাহিক ভাবে' অথবা 'অবিচ্ছিন্নভাবে' শব্দটি। "আমরা যদি আমাদের পাপগুলি অবিরতভাবে স্বীকার করি, তিনি আমাদের অবিচ্ছিন্নভাবে পাপমুক্ত করেন। খ্রীষ্টের রক্ত সকল অধার্মিকতার থেকে আমাদের শূচীকরণ শুধুমাত্র বজায় রাখে।" ক্ষমা হল যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর মধ্যে বিশ্বাস করণের ফলাফল।

আশ্বাসবাণীর কম্পাসের পরবর্তী বিষয়টি হল যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের জন্য বিশ্বাস করার ফলাফল— আপনি তাঁকে জানতে পারেন এবং জীবিত খ্রীষ্টের সঙ্গে সহভাগিতা থাকে।

সহভাগিতা শব্দের অর্থ অংশীদারত্বের মত অথবা একটি জাহাজের মধ্যে একত্র হওয়া। ঠিক যেমন যীশু পিতরের ছোট জাহাজটি পেয়েছিলেন এবং তারপর মৎস্য দ্বারা পিতরের জাহাজটি পরিপূর্ণ হয়েছিল, যীশু আপনার

জাহাজ পেতে পারেন — আপনার জীবন — আপনার সঙ্গ। এটি বোঝায় যে আপনার সকল উৎসসমূহের সন্ধান তাঁর কাছে আছে। আপনি যদি তাঁর সহভাগিতাতে থাকেন, আপনার যা কিছু থাকে সকলই, তাঁর সহভাগিতা হল আশ্বাসবাণী কম্পাসের চতুর্থ বিষয়।

আশ্বাসবাণী কম্পাসের পঞ্চম বিষয় খ্রীষ্টকে অনুসরণ করা। যখন লোকেরা যীশুকে বলেছিল তারা তাঁকে বিশ্বাস করেছিল, তিনি সর্বদাই বলেছিলেন, "আমার পশ্চাতে এস"। যোহন বার বার বলে চলেছেন "এতদ্বারা আমরা জানি, কারণ আমরা তাঁর আদেশগুলি পালন করি এবং তিনি যেমন আচরণ করার আদেশ দেন আমরা সে রকম আচরণ করি।" (২:৬)। এইভাবে আমরা জ্ঞাত হই যে আমরা জানি আমাদের প্রামাণিক বিশ্বাস বিদ্যমান এবং আছে অনন্ত জীবন।

এরপর কম্পাসের পরবর্তী বিষয় হল মুক্তি। কত শব্দের মধ্যে যোহনের সুসমাচারের অষ্টম অধ্যায়ে যীশু বলেন, "যদি তোমাদের আমার উপর বিশ্বাস থাকে, তাহলে আমার পালনে স্থায়ী হও এবং আমার প্রকৃত শিষ্য রূপে পরিণত হও।" অনুসরণ করা অথবা শিষ্যত্ব বিশ্বাসকে যুক্তিসিদ্ধ করে এবং বৃদ্ধি করে। কিন্তু তারপর তিনি বর্ণনা করেন তাঁকে অনুসরণ করার ফলাফল। তিনি বলেন, "তুমি যদি আমার বাক্য পালনে স্থায়ী হও (তিনি বলেননি কত দিন), তুমি সত্যের স্বরূপ জ্ঞাত হবে (এবং তিনি একটি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন যেটি বোঝায় সম্পর্ক স্থাপন দ্বারা জ্ঞাত হওয়া") এবং যখন তুমি সত্য জ্ঞাত হও, সেই সত্যই তোমাকে মুক্ত করবে" (যোহন ৩০-৩৫)।

যোহন বলেন "প্রিয় বৎসগণ, এ সব কথা আমি তোমাদের লিখছি যেন তোমরা পাপ না কর। তুমি যদি পাপ কর তাহলে শুভসংবাদ এই যে পিতার কাছে তোমার জন্য অনুরোধ করার একজন অধিবক্তা (ধর্মময় যীশু খ্রীষ্ট) আছেন এবং সেখানে ক্ষমা আছে। কিন্তু আমি এই সকল বিষয় তোমাদের কাছে লিখে চলেছি যাতে তোমরা পাপ না কর" (১ যোহন ২:১)। আপনি দেখুন পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এটি সম্ভব।

আশ্বাসবাণী কম্পাসের উপর অন্য আর একটি বিষয় আছে যেটি আমরা বলতে পারি পূর্ণতা/সম্পূর্ণতা। ১:৪ পদে যোহন বলেন "একথা আমি তোমাকে লিখছি যেন তোমাদের আনন্দ পূর্ণতা লাভ করে।" যাকিছু আমাদের আছে তা সত্য আর যথার্থ এবং যা কিছু আমাদের আছে তা উত্তম, কিন্তু এখানে আরও অনেক আছে। যোহন চান আমাদের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার অধিকার ভুক্ত করতে।

আমরা এটিকে উল্লেখ করতে পারি এভাবে "পরিপূর্ণতা"।

আমি আশ্বাসবাণী কম্পাসের অষ্টম বিষয়টিকে অভিহিত করি ফলবন্ত হওয়া অনুসারে। যীশু প্রেরিতদের বলেছিলেন কিভাবে তারা ফলবান্ হতে পেরেছিল, কারণ তিনি চেয়েছিলেন তাদের আনন্দকে পূর্ণতা দান করতে (যোহন ১৫:১১)। যোহন বিশ্বাস করেন আমাদের খ্রীষ্টের অভিজ্ঞতার মধ্যে ঈশ্বরের জন্য কিছু ফল আমাদের বিশ্বাসের গমনের পথে আশ্বাসবাণী আনয়ন করবে। আমরা আত্মিক অভিজ্ঞতার নিকটে আসি যেভাবে আমরা আসি অন্য সকল কিছুর কাছে, এক আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাধারার পথের মধ্যে দিয়ে। এটির মধ্যে আমার জন্য কি থাকে? কিন্তু তার্ষ নগরে শৌলের মন পরিবর্তনের মধ্যে আমরা দেখেছিলাম, আমরা প্রকৃতভাবে পরিকল্পনালাভ করি যখন আমরা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি ঃ "প্রভু, তোমার প্রতি আমার আচরণ অথবা আমার কার্য্য তুমি কিভাবে চাও? তোমার প্রতি কাজ করার জন্য আমাকে তুমি কি ভাবে চাও? আমাদের সেই প্রশ্নের উত্তরে প্রভু উত্তর দেন, বাইবেল অনুসারে সেই উত্তর "ফলবান্ হও"।

সংক্ষিপ্তভাবে, আশ্বাসবাণী কম্পাসে আটটি বিষয় হল ঃ তথ্যসমূহ, বিশ্বাস, ক্ষমা, সহভাগিতা, অনুসরণ করা, মুক্তি, পূর্ণতা এবং ফলবান হওয়া। আপনি যদি উপলব্ধি করেন যে আপনি ফলবান্ নন, অথবা আপনার পরিপূর্ণতা লাভ হয় নি, তাহলে সেই কম্পাসের সূচনাতে ফিরে যান এবং আপনার কম্পাসের আটটি বিষয় পুনরায় নিরীক্ষণ করুন।

অধ্যায় ১২
ঐ আশ্বাসগুলির অভিষিক্তকরণ

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, যোহন আমাদের কাছে তাঁর বক্তব্য অব্যাহত রাখেন কিভাবে আমরা জানতে পারি যে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের অনন্ত জীবন আছে। তিনি আমাদের বলেন যে যখন আমরা আমাদের ভাইদের ভালোবাসি তখনই আমরা জানতে পারি আমরা বিশ্বাস করি।" যে তার ভাইকে ভালবাসে", যোহন লেখেন, "সেই ব্যক্তি খ্রীষ্টে থাকে। এবং প্রকৃত বিশ্বাসী হয়। কিন্তু যেজন তার ভাইকে ভালবাসে না সে অন্ধকারাচ্ছন্নের মধ্যে রয়েছে।"

তিনি তারপর আমাদের বলেন যে আমরা জানি আমাদের প্রামাণিক বিশ্বাস আছে এবং অনন্ত জীবন রয়েছে যখন আমরা এইজগত অপেক্ষা আমার

পিতাকে অধিক ভালবাসি। যোহনের মনে এখানে যেটি রয়েছে তা হল জাগতিক পদ্ধতি। জগতে এক বিশ্বাস পদ্ধতি আছে যেটির অন্তর্ভুক্ত এক বৈষয়িক মূল্যের জীবন ধারার রীতি এবং চিন্তাধারার একপথ। যোহন আমাদের এখানে ব্যক্ত করেন, যদি আমরা এই জগতকে ভালবাসি এবং এর জন্য জীবনধারণ করি, আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারি না।

যোহনের অবিরাম রচনাশৈলী অনুসারে, তিনি আমাদের আরও অনেক পথের সন্ধান দেন যার দ্বারা আমরা আমাদের আত্মবিশ্বাস/আশ্বাসবাণী দৃঢ় করতে পারি। "আমরা জানি যে আমরা জ্ঞাত।" যোহন দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমাদের বলেন, "যেহেতু পবিত্র আত্মা আমাদের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় ভাবে বিশুদ্ধ করে রাখেন" এখানে এক অনুভূতি বিদ্যমান যেখানে যোহন প্রকৃতভাবে ব্যক্ত করে "তুমি জান যে তুমি বুঝতে পার কারণ তুমি সচেতন (জান)।"

যোহন ২০ পদে আমাদের বলেন "তোমরা সেই পূণ্যময় পুরুষের দ্বারা অভিষিক্ত, তোমরা সবকিছুই জান।" তারপর ২৭ পদে তিনি মূলতঃ লেখেন, "এই অভিষেকের মাধ্যমে তোমরা তাঁর কাছ থেকে যে দীক্ষা লাভ করেছ তা তোমাদের অন্তরে সঞ্চয় হয়ে আছে।" শব্দান্তরে অর্থ প্রকাশ করার জন্য এবং সংক্ষেপে উপস্থাপিত করার জন্য, যোহন বলেন, "এই অভিষেকই তোমাদের শিক্ষা দিতে পারে। এবং যখন এই দীক্ষা/অভিষেক যা তোমাতে আছে বিশ্বাসের অন্য আর একটি প্রতিজ্ঞাপূর্বক সত্যকথন তোমাতে আশ্রয় করে থাকে। তোমার মধ্যে শাশ্বত জীবনের সেই প্রতিশ্রুতি যদি না থাকে তোমার পক্ষে অভিষেকের মাধ্যমে শিক্ষাগুলি সম্পর্কিত বিষয়গুলি জানা কখনই সম্ভবপর হয়ে উঠতে পারেনা। যদি পবিত্র আত্মা তোমাতে স্থিতি করেন এবং তোমাকে শিক্ষা দেয়, তোমার অনন্ত জীবনের ও বিশ্বাসের আশ্বাসবাণীর জন্য অন্য আর একটি মূলসূত্র তুমি আবিষ্কার করে থাক।"

এই অভিষেকের কার্য্যগুলির একটি কার্য্য যারা আমাদের সঙ্গে বসবাস করেন আমাদের আত্মিক সত্যতার শিক্ষা দেন এটি বোধ হয় যে সহভাগিতার মতবাদ-সম্বন্ধীয় বুনিয়াদ নূতন নিয়মাবলীর মণ্ডলীতে ছিল খুবই মৌলিক। পৌল লিখেছিলেন "কোনো মানুষ বলতে পারে না যে পবিত্র আত্মা ব্যতিরেকে যীশু হন সদাপ্রভু"। যোহন আমাদের বলেন এটি মতবাদ-সম্বন্ধীয় পরীক্ষা যার দ্বারা আপনার লোকেদের পরীক্ষা করা উচিত ঃ আপনি কি বিশ্বাস করেন যে যীশুই হলেন খ্রীষ্ট? জিজ্ঞাসা করার জন্য এটি উপযুক্ত প্রশ্ন যখন আপনার আবিষ্কার করা আবশ্যক কোথায় লোকেরা মতবাদ-সম্বন্ধীয় ভাবে রয়েছে।

আমার ঐ প্রশ্নের সময় উত্তর প্রদানে লোক ছিল, "তিনি খ্রীষ্ট নন। তাঁর

মধ্যে খ্রীষ্টের কিছু অংশ ছিল, কিন্তু যতটা বুদ্ধ করেছিলেন, যতটা করেছিলেন গান্ধী তিনি ঠিক ততটাই। প্রচুর লোকেদের মধ্যে খ্রীষ্ট থাকে, কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট ছিলেন না।" যোহন লেখেন যে যদি আমরা বলি যীশু খ্রীষ্ট ছিলেন না, আমরা খ্রীষ্ট বিরুদ্ধ এক একজন মিথ্যাবাদী, কারণ যীশুই হন খ্রীষ্ট। (১যোহন ২:২২)।

তৃতীয় অধ্যায়েযোহন আমাদের ব্যক্ত করেন এই জগতে আমাদের দুই ধরনের লোক আছে। ঈশ্বরের পুত্র এবং দিয়াবলের সন্তান। আপনাদের সেই পার্থক্য জানার জন্য অতি সাধারণভাবে। এই তৃতীয় অধ্যায়ে যোহন খুব সুন্দরভাবে এটিকে ব্যক্ত করেছেন, "দিয়াবলের (শয়তানের) পাপের সন্তান।" তারা নিশ্চিতরূপে আচরণগতভাবে, অবিরত পাপ করে থাকে। এটি তাদের পাপ করার অভ্যাস। কিন্তু ঈশ্বরের সন্তান স্বভাবগতভাবে পাপ করে না। ঈশ্বরের সন্তানেরা এটিকে এক পাপ করার অভ্যাসের ন্যায় তৈরী করে না। তাদের নমুনা অবিরত; পাপের আচরণগত নমুনা নয়।

প্রথম অধ্যায়ে গ্রীক ভাষায় আমি যেমন লক্ষ্য করেছিলাম, বর্তমানকাল ধারাবাহিক সময় উপস্থাপন করে। যোহন একথা বলেননি যে ঈশ্বরের সন্তানেরা পাপ করতে পারে না, অথবা তারা কখনই পাপ করেনি। তিনি বোঝাতে চান যে যখন তারা পাপ করে, তারা পাপের মধ্যে পতিত হয়। পাপ তাদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নয়। শয়তানের সন্তানেরা অবিরতভাবে, আচরণগতভাবে পাপ করে চলে। ঈশ্বরের সন্তানেরা কিন্তু তা করে না। যখন আমরা দেখি আমাদের জীবনের আদর্শ নাটকীয় ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এবং সেই আদর্শ পাপের জন্য হয়নি, আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের প্রত্যয় আছে, আছে শাশ্বত জীবন।

তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ পর্য্যায়ে, যোহন আশ্বাসবাণীর উপর অন্য এক মহান অনুচ্ছেদ বিবৃত করেন। আপনার বিষণ্ণতার পরিস্থিতি আগত হয় অথবা, যোহন যেরূপভাবে এখানে তুলে ধরেন, "যখন তোমার অন্তর তোমাকে দোষারোপ করে" আপনার অনুভূতির কারণে আপনি কি নিজেকে হারিয়ে ফেলেন? যখন আপনার অন্তর আপনাকে দোষারোপ করে না, তখন আপনি কি আপনার অনন্ত জীবনের প্রতি নিশ্চিত হন? না! যখন আপনার অন্তর আপনাকে দোষী করে এটি স্মরণ করুন ঃ আপনার হৃদয় অথবা বিবেকের চেয়েও ঈশ্বর মহান। আপনি যেভাবে অনুভব করেন ঈশ্বর তার চেয়েও অনেক বড়, তাঁর অজানা কিছুই নেই। আপনার পরিত্রাণ নিজের খামখেয়ালী অনুভবশক্তির উপর ভিত্তিশীল নয়। আপনার বিশ্বাস পরিত্রাণ দৃঢ় বাস্তবতার উপর ভিত্তিশীল — এবং আপনি আপনার সদাপ্রভুর নির্দেশ পালন করুন (৩:১৯-২২)।

অধ্যায় ১৩
স্বীকারোক্তি যেটি সুদৃঢ় করে

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভিক পদসমূহে, যোহন আমাদের ব্যাখ্যা করেন কিভাবে আত্মাদের পরীক্ষা করতে হয় সেই সম্পর্কে। তিনি আমাদের সতর্ক করে দেন, কারণ জগতে অনেক ভণ্ড আত্মাদের (নবীদের) আবির্ভাব হয়েছে এবং তিনি আমাদের দেখান কিভাবে ভণ্ড (মন্দ) আত্মা ও ঈশ্বরের আত্মা (উত্তম) নিরূপণ করা যায়, "যে সকল আত্মা স্বীকার করে যে যীশু খ্রীষ্ট মানব দেহে আবির্ভূত হয়েছেন সেই আত্মা ঈশ্বর প্রেরিত এবং যে সকল আত্মা স্বীকার করে না যীশু খ্রীষ্টের মানবদেহের আবির্ভাব তারা ঈশ্বরের নয় তারা খ্রীষ্টবৈরীর আত্মা।"

কিভাবে এক আত্মা স্বীকার করে যে যীশু মানবদেহে আবির্ভূত হয়েছেন? ঈশ্বর সঞ্জাত প্রেমের প্রেরিত তার উত্তর দেন। যখন আমরা পরস্পরকে ভালবাসি। আমরা স্বীকার করি যে যীশু খ্রীষ্ট মানব দেহের আগমন। এইভাবে, যোহন আমাদের বলে চলেন যে যখন আমরা উপলব্ধি করি প্রেমময় খ্রীষ্টের আত্মা আমাদের মনুষ্য দেহের মধ্যে দিয়ে এবং মাধ্যমে, আমরা অন্যভাবে সন্ধান পাই আমাদের সচেতনতায় আমাদের বিশ্বাস আছে এবং আমরা অনন্ত জীবনের অধিকারী। তিনি সাধু পৌলের সঙ্গে একমত হন যে আত্মার ফল বলতে বোঝায় প্রেম (গালাতীয় ২২, ২৩)।

তারপর তিনি আমাদের দশটি কারণ বর্ণনা করেন কেন আমাদের পরস্পরকে ভালবাসা উচিত (৪:৭-২১)। সর্বপ্রথম, আমাদের পরস্পরকে ভালবাসা উচিত কারণ প্রেম ঈশ্বর-সঞ্জাত। একমাত্র যাদের আত্মা খ্রীষ্টের প্রেম স্বীকার করে তারাই ভালবাসতে পারে কারণ প্রকৃত ভালবাসা ঈশ্বর-সঞ্জাত।

আমাদের অবশ্যই ভালবাসা উচিত কারণ এইভাবে আপনি খ্রীষ্টের এক প্রামাণিক শিষ্যরূপে নিজেকে তুলে ধরতে পারেন, যারা শুধুমাত্র তাঁর শিষ্য হওয়ার জন্য প্রকাশ্যে স্বীকার করে ঃ যারা ভালবাসে তারা ঈশ্বরের জাত। যারা ভালবাসে না তারা ঈশ্বরের জাত নয়। এটি আত্মার বিচারকরণের জন্য খুবই সহজ।

যোহনের তৃতীয় কারণ কেন আমাদের ভালবাসা উচিত। চতুর্থ অধ্যায়ে অষ্টম পদের মধ্যে আছে। আমাদের ভালবাসা উচিত কারণ ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। ভালবাসা হল ঈশ্বরের প্রকাশ। প্রেম ঈশ্বরের অস্তিত্বের নির্য্যাস। যদি আপনি বলেন যে আপনি ঈশ্বরে জাত, তাহলে আপনার পরিচয়পত্র প্রেম হওয়া আবশ্যক।

দশ এবং এগারো পদে যোহন বলেন আমাদের ভালবাসা উচিত কারণ প্রেমের মহৎ উদাহরণ প্রাপ্ত হয়েছি। যোহন যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যুর বিষয়ে ইঙ্গিত করে বলেন, "এইস্থানে ভালবাসা বিদ্যমান। যদি তিনি আমাদের এত ভালবেসে থাকেন, তাহলে আমাদেরও উচিত পরস্পরকে ভালবাসা।" অতএব, আপনি দেখেন যখন আপনি গভীর প্রেমের সঙ্গে ভালবাসেন আপনি সুসমাচারকে আলিঙ্গন করে থাকেন।

ষোলো পদে, যোহন লেখেন ঃ "ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ এবং প্রেমে যে অবস্থিত সে ঈশ্বরে আশ্রিত এবং ঈশ্বর তার অন্তরে অধিষ্ঠিত।" ভেবে দেখুন ঈশ্বর আপনার চতুর্দিকে বিরাজ করেন, এক প্রেমময় ঈশ্বর রূপে যিনি চান আমাদের মাধ্যমে আহত লোকেদের ভালবাসতে। তিনি যেমন ভালবাসাও ঠিক তেমনি। ঈশ্বর প্রেম।

অতএব আপনারা যদি ঈশ্বরের এই ভালবাসার মধ্যে স্থিতি করেন, আপনি ঈশ্বরের আশ্রিত হবেন এবং ঈশ্বর আপনার অন্তরে অধিষ্ঠিত হবেন। যখন এটি ঘটে, আমার কথা বিশ্বাস করুন, আপনি অন্যভাবে সন্ধান পাবেন আপনি সচেতন হতে পারেন যে আপনি বিশ্বাস করেন এবং আপনার অনন্ত জীবন আছে।

যোহন চতুর্থ অধ্যায়ের সতেরো পদে বলেন আমাদের নিশ্চিতরূপে পরস্পরকে ভালবাসা উচিত কারণ যদি আমরা ভালবাসি, শাশ্বত রাজ্যে আ মরা যখন বিচারিত হই আমাদের সাহসিকতা থাকতে পারে। বিচার সম্পর্কে চিন্তা করা অনুযায়ী, আপনি কি ভেবে দেখেন যে আপনি সাহসিকতার সঙ্গে খ্রীষ্টের বিচারাসনের দিনে এগিয়ে থাকবেন? যোহন আমাদের সংবাদ দেন যে যদি আমাদের যেমন ভালবাসা উচিত সেই রকম ভালবাসি, আমরা নির্ভয়ে বিচারে আসতে পারি।

যোহন সতেরো পদে লেখেন, আমাদের ভালবাসা আবশ্যক কারণ "তিনি যেমন, আমরাও তেমনি এ জগতে রয়েছি।" আমরা এই জগতের মধ্যে আছি, খ্রীষ্টের অস্তিত্বরূপে, যদি খ্রীষ্ট আমাদের মধ্যে থাকেন, এই গভীর প্রেম নিজের থেকেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং আমাদের মাধ্যমে তার বহিঃপ্রকাশ হয়, অতএব এটি সেই সত্য রূপে প্রতিফলিত হবে, "তিনি যেমন আমরাও তেমনি এ জগতে।

প্রথম যোহন চতুর্থ অধ্যায়ের ১৮ পদে যোহন আমাদের বলেন যে, আমাদের পরস্পরকে ভালবাসা উচিত কারণ "শুদ্ধ প্রেম ভয়কে দূর করে।" যদি আপনি শুদ্ধভাবে ভালবাসেন, আপনি ভয়কে সরাতে পারবেন। যখন আপনি খ্রীষ্টের ভালবাসা উপলব্ধি করেন, এবং বিশেষতঃ ঈশ্বরকে প্রেম করার জন্য এটি কি অর্থ প্রকাশ করে এবং আপনার ভাইদের ভালবাসার জন্য কি বোঝায়, আপনি বুঝতে পারবেন কিভাবে শুদ্ধ প্রেম ভয়কে দূর করতে পারে। আমাদের যা কিছু আছে এমনকি আমাদের জীবন হারিয়ে যাওয়ার কারণে আমরা ভয় পাই। আমরা যদি ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে ভালবাসতে পারি, আমরা ইতিমধ্যেই ঈশ্বরের প্রতি আমাদের জীবন সমর্পিত করে দিয়েই থাকি এবং তাঁর জন্য আমার সকল কিছুই অর্পণ করে দিই। তাহলে কেন, কিসের কারণে আমাদের এত ভয় থাকে?

তারপর যোহন চতুর্থ অধ্যায়ের কুড়ি পদে জানান যে আমাদের পরস্পরকে ভালবাসা উচিত। কারণ ঈশ্বরের প্রতি স্থির ভালবাসা এবং ভাইদের প্রতি সমান্তরাল/অনুভূমিক ভালবাসা অবিচ্ছেদ্য। যে মানুষ ঈশ্বরকে প্রেম করার জন্য দাবী করে আর তার ভাইকে ঘৃণা করে সে মিথ্যাবাদী। আমাদের পরস্পরকে ভালবাসা উচিত কারণ যে ঈশ্বরকে ভালবাসে, ভাইকেও তার ভালবাসা উচিত।

যোহনের দশম কারণটি কেন আমাদের পরস্পরকে ভালবাসা উচিত এক আদেশ বা এক নির্দেশের আকারে উপস্থাপিত করা হয় ঃ "আমরা তাঁর কাছ থেকে এই নির্দেশই পেয়েছি, যে ঈশ্বরকে ভালবাসে সে তার ভাইকেও ভালবাসবে।" এই দশম কারণটিতে এক অনুভূতির স্পর্শ পাওয়া যায়। সেই একমাত্র কারণ যোহন আমাদের দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন ঃ যীশু আদেশ করেছিলেন যে আমরা পরস্পরকে যেন ভালবাসি।

পঞ্চম অধ্যায়ে, যোহনের কথানুসারে আমাদের আশ্বাসবাণীর জন্য বিশ্বাসের মূলসূত্র তিনি আমাদের কাছে বলেন, "বিশ্বাস বিজয়ী যেটি জগতকে জয় করে?" আমরা আমাদের বিশ্বাসের দ্বারা জগত জয় করে থাকি। এবং যদি আপনার এই জগজ্জয়ী বিশ্বাস থাকে, আপনার আশ্বাসবাণীর আর এটি এক অন্যতম সত্যার্পণ।

পঞ্চম অধ্যায়ে, যোহন আমাদের বলেন আমাদের অভিজ্ঞতায় তিনটি সাক্ষ্য এখানে বিদ্যমান যা আমাদের বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। যখন যোহন জলের দৃষ্টান্ত দেন তিনি সম্ভবতঃ জলে বাপ্তিস্মের কথা উল্লেখ করেন। জলে বাপ্তিস্মের

অস্তিত্ব যীশু খ্রীষ্টের এক গুপ্ত শিষ্য হওয়ার জন্য এটি অসম্ভব করে তোলে।

যোহন লিখিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যোহনের পত্রে খ্রীষ্টে যে সত্যতার শিক্ষা দিয়েছিলেন তার উপরে জোর দিয়েছেন। তৃতীয় ও দ্বিতীয় পত্রটিতে যোহন এক ধর্মতত্ত্ব-বিদের ন্যায় প্রকাশিত হয়েছেন কারণ তিনি যীশুর শিক্ষার সত্যতা এবং সেই সত্যতার জন্য আপনাদের প্রতিশ্রুতির মধ্যে আমাদের সত্বর দণ্ডায়মান সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হন। তাঁর ছোট ছোট সন্তানেরা যীশুর দ্বারা সত্য শিক্ষার মধ্য দিয়ে গমন করা, শোনা অপেক্ষা তাঁর কাছে মহা আনন্দের বিষয় আর কিছুই নয়। ঐ সত্যতা ইতোঃপূর্বেই বিকৃত, দূষিত এবং বিপথগামী হয়ে গিয়েছিল যখন যোহন এই সকল ছোট ছোট পত্রগুলি রচনা করেছিলেন।

এই প্রেরিত প্রেম নেতাদের কাছে উপদেশ দেওয়ার দ্বারা প্রণোদিত করে যাদের জন্য তিনি লেখেন, লোকেদের উপর খুব কঠোর হতে যারা যীশুর শিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে না। প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধমত, অথবা যীশুর শিক্ষা বিপথগামী মণ্ডলীর ইতিহাস খুব আদিতে শুরু হয়েছিল কারণ এই সকল পত্রগুলির মধ্যে আপনারা শুনতে পাবেন প্রেরিত প্রেম বলে, "যদি লোকেদের প্রত্যয় না থাকে যে যীশুই খ্রীষ্ট, যদি তারা ঐ মতবাদ-সম্বন্ধীয় পরীক্ষাগুলি অতিক্রম না করে, এমন কি দিবা আহারের জন্য তাদের নিমন্ত্রণও করে না থাকেন। এমন কি তাদের শুভ কামনা জানা না থাকে। তাদের সঙ্গে কিছুই করার থাকে না।"

যোহনের লেখা এই পত্রগুলি অনুযায়ী তিনি দ্বিতীয় যোহনপত্রে প্রীতিভাজন মহিলাদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন। আপনি আক্ষরিকভাবে এটি গ্রহণ করলে, সমগ্র বাইবেলে এটি একমাত্র পুস্তক যেটি একজন মহিলার উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে, যোহনের ঐ নির্ধারিত প্রীতিভাজনে মহিলার সঙ্গে এক যাজকীয় সম্পর্ক ছিল।

কিন্তু যোহন আবার দিয়াত্রিফিস-এর ন্যায় লোকেদের সঙ্গে ছিল সমস্যা, "যারা প্রাধাণ্য লাভে আগ্রহী"। যোহনের কথানুসারে তিনি এই মানুষটি সম্পর্কে তৃতীয় যোহনের নয় ও দশ পদে বর্ণনা করেন। আজকের দিনের যাজকেরা/পুরোহিতেরা এই ঘটনার মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজে পেতে পারেন যে এই প্রিয়তম বৃদ্ধ প্রেরিত শিষ্য যোহন ছিলেন তার মণ্ডলীর একজন মানুষ যার জন্য চিরস্থায়ী বেদনার এক অনুভূতি থাকা উচিত।

অধ্যায় ১৪
যিহূদার পত্র

যিহূদার এই অনুপ্রাণিত পত্রটিতে আমরা দেখতে পাই একটি অধ্যায়ের পুস্তক যার বক্তব্য পিতরের দ্বিতীয় পত্রেরই অনুরূপ। ধর্মপ্রচার বিরুদ্ধচারণকারী অথবা একদল ভণ্ড গুরুর সম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত পত্রটি লেখা হয়েছিল। যিহূদা নামক এক ব্যক্তি এই পত্রটি রচনা করেছিলেন। পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে এই মানুষটি যীশুর জাগতিক বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের মধ্যে অন্য আর একজন।

যিহূদা আমাদের ব্যক্ত করেন যে তিনি পরিত্রাণের উপর এক প্রবন্ধ লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর মন পরিবর্তন করেছিলেন কারণ কয়েকজন ব্যক্তি সঠিক তথ্যের শিক্ষাদান করেননি। তারা শিক্ষা দিয়ে চলেছিল যেহেতু ঈশ্বর করুণাময়, তিনি কখনও তাঁর সন্তানদের নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে রাখেন না। বোধ হয় যে সকল লোকেরা বিশ্বাসের থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে যিহূদা তাদের সম্পর্কে বিবেচিত হন, কারণ তারা বোধহয় এই শিক্ষা শুনে ছিল এবং বিশ্বাস করেছিল।

যিহূদা গণনাপুস্তকের চোদ্দ অধ্যায়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যেখানে আমরা পাঠ করি সে ঈশ্বরের মনোনীত লোকেদের সমগ্র জাতি প্রান্তরের মধ্যে মারা গিয়েছিল। তারা চল্লিশ বছর ব্যাপিয়া চতুর্দিকে চক্রাকারে ভ্রমণ করেছিল কারণ তাদের কনান আক্রমণ করার জন্য বিশ্বাস ছিল না। ঈশ্বর দুটি ব্যতিক্রম প্রতিপন্ন করেন। কালেব এবং যিহোশূয় কনান দেশে প্রবেশ করেছিলেন কারণ তাঁরা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেছিলেন এবং সদাপ্রভুকে অনুসরণ করেছিলেন।

যিহূদা ভণ্ড গুরুদের মনে করিয়ে দেন ঐ জাতির মধ্যে সম্পর্ক। এই সকল ভণ্ড গুরুরা লোকেদের বলে চলেছিল যে তারা যা খুশী তাই করতে পা রে এবং ঈশ্বর তার জন্য কিছুই করবেন না, ঈশ্বর যেন এক বৃদ্ধ পিতামহের মত। শাস্ত্র আমাদের ব্যক্ত করে ঈশ্বরের প্রেমময় প্রকৃতির আরও একটা অন্যদিকে সেখানে বিদ্যমান — এক গভীর ক্রোধ এবং বিচার (দণ্ডাজ্ঞা) — কারণ ঈশ্বর এক পবিত্র ঈশ্বর।

যিহূদা আমাদের পতিত স্বর্গদূতদের সম্পর্কে অন্য এক দৃষ্টিপাত দান করেন। তিনি লেখেন পতিত স্বর্গদূতেরা অতল গহ্বরে নিক্ষেপিত হয়েছিল। ঈশ্বর শুধুমাত্র বসে থাকেননি তিনি সেই সব স্বর্গদূতদের লক্ষ্য রেখেছিলেন যারা তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেনি, নিজেদের অধিকারের সীমা লঙঘন করে স্বস্থান ত্যাগ করেছিল।

যিহুদার তৃতীয় দৃষ্টান্ত সদোম ও ঘমোরার সম্পর্কে — কিভাবে সদোম ও ঘমোরা অনির্বাণ অগ্নিকাণ্ডের মাঝে চরমদণ্ড লাভ করেছিল। যিহুদা ঈশ্বরের বিচারের উপর জোর দিয়ে প্রকাশ করেণ ভণ্ড গুরুদের এবং ভণ্ড গুরুদের শিক্ষাগুলি বিশ্বাস করা লোকেদের দৃষ্টান্তগুলি পরিবেশন করার মাধ্যমে।

যিহুদা আমাদের বলেন এই সকল ভণ্ড গুরুরা "উত্তাল তরঙ্গের ঢেউয়ের দ্বারা সমুদ্র সৈকতে পরিত্যক্ত নোংরা ফেনার বরাবর।" তারা "ফলহীন বৃক্ষের" মত। সেগুলি যেন ঠিক "বিপথে গমনকারী তারারাশি গভীর অন্ধকারের মধ্যে আলোকচ্ছটা ছড়িয়ে দেয়, যেটি ঈশ্বর তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন।" বিপথগামী তারারাজির ভাগ্য পতিত/শৃঙ্খলিত স্বর্গদূতদের ভাগ্যের সমতুল্য।

যে সকলেরা এই ভ্রান্ত শিক্ষার দরুণ বলি হয়েছে যিহুদা তাদের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হন। তিনি লেখেন যে আমরা সেই সকল লোকেদের সংশোধন করার চেষ্টা করে থাকি। আমাদের উচিত নিজেদের সুরক্ষিত রেখে সেই অগ্নিকাণ্ডের মধ্য থেকে তাদেরকে ছিনিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করা।

যিহুদা ঐ সকল সংশোধিত লোকেদের জন্য কতকগুলি উপদেশসহকারে তার পত্রটি সমাপন করেন। বিশ্বাসের পথে অবিচল থাকার জন্য এইগুলি এক সাধারণ এবং বাস্তব সম্মত উপদেশ। আমি যিহুদার এই উপদেশগুলি খুবই পছন্দ করি এবং শ্রদ্ধা করি। যিহুদা বলেন, "পবিত্র আত্মার শক্তি এবং পরাক্রমে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রার্থনা করার জন্য শিক্ষা লাভ কর" এবং তারপর, আমি এইটি পছন্দ করি ঃ "তোমাদের সেই সীমারেখা দিনের মধ্যে সর্বদা প্রতীক্ষা করা উচিত যেদিন ঈশ্বরের প্রেম তোমাদের কাছে পৌঁছতে পারে এবং তিনি তোমাদের আশীর্বাদ করতে পারেন।"

বহু শতাব্দী ধরে, পুরোহিতেরা তাদের সেবাকার্য্যের সমাপ্ত করার জন্য তাঁর শেষ আশীর্বাণী ব্যবহৃত করে থাকেন, "যিনি তোমাদের পদস্খলন থেকে রক্ষা করতে পারেন, অনিন্দ্য ও আনন্দময় অবস্থায় তাঁর গৌরবাজ্জ্বল সান্নিধ্যে উপস্থিত করতে পারেন, আমাদের সেই একমাত্র মুক্তিদাতা ঈশ্বরের কাছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে অনাদি মহিমা, মহত্ত্ব, শক্তি এবং ক্ষমতা অনন্তকাল অর্পিত হোক। আমেন" (যিহুদা ২৪, ২৫)।

অধ্যায় ১৫
প্রকাশিত বাক্যের পুস্তক

প্রকাশিত বাক্যের পুস্তকের প্রারম্ভে আমরা পাঠ করি যে সাধু যোহন তাঁর বিশ্বাসের (প্রত্যয়ের) কারণে পার্টম দ্বীপের উপর ছিলেন। পরম্পরাগতভাবে শাস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করে আমরা শেষ করি যে যোহন এই নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত হয়েছিলেন। তিনি সেখানে একাকী ছিলেন অথবা একজন ক্রীতদাসের ন্যায় শ্রমজীবী ছিলেন কিনা সেই সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মতবিরোধ আছে। যখন তিনি সেখানে ছিলেন, তিনি যীশু খ্রীষ্টের এক দিব্যদর্শন উপলব্ধি করেছিলেন। এই "প্রত্যাদেশ (প্রকাশিত)" (revelation) রেভিলেশন্ গ্রীক শব্দ "অ্যাপো ক্যালিপ্সেস" থেকে আগত যেটি বোঝায় "এক পর্দার উদঘাটন করা।"

পরিত্রাতার সংকেত ভাষা

এই প্রত্যাদেশ যোহনের কাছে এক "চিহ্ন দ্বারা জ্ঞাত হয়েছিল" যেটির অর্থ এক "সংকেত ভাষা"। যিহুদীদের এক সুন্দর বাইবেলভিত্তিক "সংকেত ভাষা" ছিল এবং আমরা দেখি ঐ সংকেত ভাষা প্রকাশিত বাক্যের মধ্যে প্রদর্শিত হয়েছিল। আপনি মনে রাখবেন যে " চিহ্ন" শব্দটি যোহনের অতি প্রিয় শব্দের মধ্যে একটি (যোহন ২০:৩০, ৩১; ২:১১; ২১:২৫)।

এই প্রকাশিত বাক্যে, এই চিহ্নগুলি অথবা সংকেতগুলি, বাইবেলভিত্তিক সংকেত চিহ্ন। আপনি বাইবেলে অন্যত্র তাদের সন্ধান পাবেন এবং যদি আপনি বাইবেলের মধ্যে অন্য কোনো স্থানে সন্ধান পান এবং সেগুলি অনুধাবন করেন, সেটি আপনাকে বুঝতে সাহায্য করতে পারে প্রকাশিত বাক্যে তারা কি অর্থ প্রকাশ করে।

আপনার প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটি পাঠ্যানুসারে; নিজের জন্য একটি তালিকা তৈরী করুন। এই তালিকার জন্য আপনার অনেক পৃষ্ঠার প্রয়োজন হবে সেই কারণে আমি আপনাকে অনেকগুলি পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি দীর্ঘ মাপের নোট বই ব্যবহার করার জন্য সুপারিশ করি। এই তালিকাটিতে পৃথক পৃথক সারিগুলির জন্য লম্বা লম্বা লাইনগুলি টানুন। এই তালিকায় প্রথম সারিতে "চিহ্ন/সংকেত" শব্দটি লিখুন। এই পুস্তকটিতে খুঁজে পাওয়া চিহ্ন অথবা সংকেতগুলি প্রথম নম্বরের সারিতে তালিকাভুক্ত করুন - উদাহরণসহকারে ঃ শ্বেত অশ্ব, কাচের সমুদ্র, সাতটি দীপাধার, চারটি পশু ইত্যাদি। দ্বিতীয় সারিতে একেবারে উপরে লিখুন "ব্যক্তিগত প্রকাশিত বাক্য"। পবিত্র আত্মার কাছে অনুরোধ

করুন আপনার জন্য পর্দার উদ্‌ঘাটন করে চিহ্নগুলির অর্থ কি তা দেখানোর জন্য, আপনার নিজস্ব ব্যক্তিগত প্রকাশিত বাক্য দ্বিতীয় সারিতে সেটি স্থাপন করুন।

তৃতীয় সারির উপরে লিখুন ঃ "বাইবেলভিত্তিক নির্দেশ" এবং বাইবেলের মধ্যে অন্যত্র কোথায় এই বিশেষ চিহ্ন পাওয়া যায় সেটি তালিকাভুক্ত করুন, আপনার যদি কোনো ভাল ব্যাখ্যা ব্যবহার করার মত থাকে, সেটি পরবর্তী সারিতে লিখুন প্রতি চিহ্নের অর্থ বলতে তারা কি বোঝায়।

তারপর, এই তালিকা শেষ সারিতে, আপনার শেষ মন্তব্য রাখুন। যদি আপনি এই নির্দিষ্ট কাজ সম্পূর্ণভাবে সম্পাদন করেন, আপনার প্রকাশিত বাক্যের পুস্তকের জন্য ১৫০ পৃষ্ঠার তালিকা থাকা উচিত।

প্রকাশিত বাক্যের পুস্তকটি উদ্‌ঘাটিত করার চাবিকাঠিগুলি

যোহনের কাছে প্রদত্ত প্রকাশিত বাক্যের সুন্দর সংকেত ভাষাগুলি যখন আপনি মর্য্যাদা দেন, আপনি উপলব্ধি করে থাকবেন, এটি যেন অনেকাংশে ঈশ্বরের লোকেদের কাছে ঈশ্বরের দ্বারা সংকেত পদ্ধতির মধ্য দিয়ে লিখিত একটি পুস্তক, যেকোনো সংকেত বাণীর ক্ষেত্রে এই সংকেত বার্তা অনুধাবনের জন্য, আপনার এই সংকেত ভাঙ্গার চাবিকাঠিগুলি থাকা আবশ্যক।

প্রথম চাবিকাঠি

প্রথম চাবিকাঠি পবিত্র আত্মা। আপনি পবিত্র আত্মা ব্যতীত আত্মিক বিষয়গুলি অনুধাবন করতে পারেন না। এটি বিশেষভাবে সত্য যখন আপনি প্রকাশিত বাক্যের পুস্তকটি পাঠ করেন। যীশু তাঁর প্রেরিতদের বলেছিলেন যে তিনি তাঁদের পবিত্র আত্মা দিতে চলেছেন। যাঁকে তিনি একজন সান্ত্বনাদানকারী রূপে অভিহিত করেন, এবং যিনি তাদের বলবেন আগত বিষয়গুলি সম্পর্কে।

দ্বিতীয় চাবিকাঠি

এই সংকেত বাণীর জন্য দ্বিতীয় চাবিকাঠি প্রতীক অথবা চিহ্নগুলি বাইবেলভিত্তিক নিদর্শন। আপনি যদি একজন ইহুদী, পুরাতন নিয়মের সাথে সুপরিচিত, এই চিহ্নগুলি আপনার কাছে বিদেশী কথা নয়। উদাহরণসহ, চতুর্থ অধ্যায়ে স্বর্গের একটি উন্মুক্ত দ্বার এবং আপনি দেখেন সিংহাসনের উপরে আসীন এক ব্যক্তি। সিংহাসনে উপবেশনকারীর রূপ সূর্যকান্ত মণির মত এবং সার্দিসের মাণিক্যের মত। সিংহাসন ঘিরে রয়েছে এক মেঘধনু যার শোভা মকরত মণির মত।

একজন ইহুদী জেনে থাকবেন যাত্রাপুস্তক ২৮ অধ্যায়ের মধ্যে, ইস্রায়েলের ১২ গোষ্ঠীর প্রত্যেকের জন্য একটি করে মণি খোদিত একটি বুকপাটা মহাপুরোহিত পরিধান করেছিলেন। প্রথম মণিটি ছিল একজন সার্দিস। এটি ইস্রায়েলের প্রাচীনতম গোষ্ঠীর রূবেন গোষ্ঠী। শেষ মণিটি ছিল এক সূর্যকান্ত মণি। যেটি বিন্যামীন জাতির প্রতিনিধিত্ব করে। ইব্রীয়ের মধ্যে এই নামের অর্থ অন্যকিছু প্রকাশ করে। রূবেন বলতে বোঝায় "দেখ, আমার পুত্র!" বিন্যামীন অর্থ "আমার দক্ষিণ হস্তের পুত্র" এবং জুডা বলতে বোঝায় "প্রশংসা"। অতএব, এই সংকেত ভাষাগুলির মধ্য দিয়ে সেগুলি আপনি আপনার কাছে কি প্রকাশ করে ঃ আমরা যখন উন্মুক্ত দ্বারের মাধ্যমে স্বর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, দেখি স্বর্গে রয়েছে এক সিংহাসন এবং তার উপরে আসীন এক ব্যক্তি এই সকল মণি মাণিক্য দ্বারা সুশোভিত মকরত মণির মত যিনি আমাদের বলেন, "দেখ আমার পুত্র, আমার দক্ষিণ হস্তের পুত্র! তাঁর প্রশংসা কর।"

বাইবেলের শেষ পুস্তকের মধ্যে বহুবার দেখতে পাওয়ায় এই শব্দগুচ্ছ ঃ "আমিই আল্‌ফা ও ওমেগা"। গ্রীক বর্ণমালার প্রথম অক্ষর আল্‌ফা, এবং শেষটি ওমেগা। এটি সচরাচর আমাদের কাছে অনুবাদিত হয়, "আমি আদি এবং অনন্ত।" আমরা চলেছি সেই একজন যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশিত বাক্যের অধিকারভুক্ত হওয়ার জন্য, যিনি স্বয়ং আদি এবং অন্ত।

অনন্তকালের উপাসনা

চতুর্থ এবং পঞ্চম অধ্যায়ে অনন্তকালের রাজ্যের প্রশংসা ও উপাসনার এক সুন্দর মুহূর্ত অবিরামভাবে আসন গ্রহণ করে চলেছে। সেখানে কিছু সুন্দর ঘটনা ঘটে চলে। পিতা ঈশ্বর স্বর্গের উপাসনার কেন্দ্র স্থলে স্বয়ং নিজের থেকে সরাসরি তাঁর পুত্রকে নির্দেশ করে চলেন, মেষশাবক, তিনি যেন দর্শকের ন্যায় দেখেন তিনি বধ হতে চলেছেন। ঈশ্বর বলে চলেন, "আমার পুত্র উপাসনা কর। যা কিছু তিনি করেছেন সেই কারণে আমার পুত্র উপাসনাকর, যে আলোকে তিনি ছিলেন এবং তিনি আছেন এবং তিনি চিরকাল থাকবেন, আমার পুত্র উপাসনা কর!"

এই কারণেএই সকল প্রতীকগুলি বাইবেল ভিত্তিক নিদর্শন, আপনি বুঝতে পারেন কেন লোকেরা বাইবেল পুস্তকটি সংঘবদ্ধ করার সময় প্রকাশিত বাক্যের পুস্তকটি সর্বশেষে রেখেছিল।

বাইবেলের শেষ পুস্তক

প্রকাশিত বাক্য অনুধাবনের জন্য পূর্বে যেটি প্রয়োজন সেটি হল

বাইবেলের অন্যান্য পঁয়ষট্টি (৬৫) পুস্তক অনুধাবন করা।

তথায় কয়েকটি আরও অন্যান্য বাইবেলভিত্তিক প্রতীকগুলি বিদ্যমান যা আমি এই গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠির ব্যাখ্যানুসারে ব্যবহার করতে ইচ্ছুক। দৃষ্টান্তের জন্য লক্ষ্য করুন, প্রকাশিত বাক্যের ১:৪,৪:৫, এবং ৫:৬ আপনার কাছে "ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা"র উল্লেখ আছে।

শাস্ত্রে বর্ণিত সংখ্যাগুলির জন্য মহান তাৎপর্য্য যেসকল লোকেরা সংযুক্ত করে তারা আমাদের জানান যে সপ্ত সংখ্যা সম্পূর্ণতা অথবা পূর্ণতার সংখ্যা। এটি ইঙ্গিত করে থাকে যে ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা ঈশ্বরের নিখুঁত অনির্বচনীয় বহিঃ প্রকাশের অথবা সতত ঈশ্বরের আত্মার সম্পূর্ণ, ব্যাপক সংমিশ্রণ। চিহ্নরূপে কাজ করে। ঈশ্বরের প্রকাশ আধ্যাত্মিক। অবশ্য অনেক পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করেন যে এই বহিঃপ্রকাশ "ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা" আমাদের যিশাইয় ভাববাণীর পদে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

যিশাইয় ভাববাণীতে, ভাববাদীর রাজপুত্র আমাদের এক মহান মশীহ ভাববাণী দান করেছিলেন যেটি ঈশ্বরের সপ্ত আত্মার রেখাচিত্র প্রকাশ করে। যিশাইয় ভাববাণী ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা সম্পর্কে সাধু যোহনের প্রতি প্রদত্ত এই প্রকাশিত বাক্যের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। যিশাইয় লিখেছিলেন ঃ "যিশয়ের গুঁড়ি হইতে এক পল্লব নির্গত হইবেন ও তাহার মূল হইতে উৎপন্ন এক চারা ফল প্রদান করিবেন। আর সদাপ্রভুর আত্মা তাঁহাতে অধিষ্ঠান করিবেন। (১) সদাপ্রভুর প্রজ্ঞার এবং (২) বিবেচনার আত্মা, (৩) মন্ত্রণার ও (৪) পরাক্রমের আত্মা; (৫) জ্ঞান এবং (৬) ভয়ের (শ্রদ্ধা) আত্মা, (৭) উপাসনার আত্মা, পরবর্তী পদে, যিশাইয় বলে চলেন যে তাঁর উপাসনার আত্মার মধ্যে আদেশ পালনেই তাঁর পরম আনন্দ" (যিশাইয় ১১:১,২,৩)।

যিশাইয় আমাদের বলে চলেন যে যখন মশীহের আগমন হওয়ার সময়, যীশু খ্রীষ্ট হবেন ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ, যিনি তাঁর অস্তিত্বের প্রকাশের এক আত্মা। যিশাইয় ভাববাদী অনুসারে, যীশু খ্রীষ্ট শুধুমাত্র ঈশ্বরের এই সাতটি ঐশ্বরিক গুণের কথাই প্রকাশ করবেন তা নয় বরং তাঁর মনুষ্যত্বের মধ্যে একটি জীবনকথা প্রকাশিত হবে যেটি (প্রকৃতরূপে) যথার্থভাবে আত্মা-পরিপূর্ণ অথবা আত্মা নিয়ন্ত্রিত। যোহন আমাদের বলেন যে যিশাইয়ের ভাবোক্তি পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল যখন যীশুর আগমন হয়েছিল। স্বর্গে এক সিংহাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান সাতটি দীপাধার আমাদের দৃষ্টিগোচরিত হয়। আমরা ব্যক্ত করি যে এই সাতটি দীপাধার ঈশ্বরের সপ্ত আত্মার প্রতিনিধিত্ব করে। তখন আমরা পাঠ

করি ঃ "তখন দেখলাম সিংহাসন ও চার প্রাণীর মধ্যবর্তী স্থানে প্রবীণদের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন এক মেষশাবক। দেখে মনে হল, তিনি নিহত হয়েছিলেন। তাঁর সাতটি শৃঙ্গ এবং সাতটি নেত্র। সেই নয়নসপ্তক সারা পৃথিবীতে প্রেরিত ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা" (৫:৬)।

পণ্ডিতগণেরা বিশ্বাস করে যে শৃঙ্গ ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে এবং নেত্রদ্বয় প্রতিনিধিত্ব করে শাস্ত্রের প্রজ্ঞা। অতএব, এই মেষশাবক যিনি দেখে মনে হয় যেন নিহত হতে চলেছিলেন, ঈশ্বরের সপ্ত আত্মায় একটি ভাবভঙ্গি। এবং ঈশ্বরের আত্মার ভাবভঙ্গির এই সপ্ত দিক প্রকাশিত করেছিল ঈশ্বরের নিখুঁত পরাক্রম এবং প্রজ্ঞার, যখন তিনি নিহত হয়েছিলেন।

যীশুর বিশেষ কার্য্যের মধ্যে সদাপ্রভুর আত্মার এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যীশু ছিলেন জ্ঞানের আত্মা, যেটি অর্থ প্রকাশ করে যে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি তাঁর এক সম্যক্ জ্ঞান ছিল। তাঁর ছিল এক অনুধাবনের (বিবেচনার) আত্মা, যেটি তাঁর পিতার ইচ্ছা এবং বাক্যের নিখুঁত বিবেচনা করার অর্থ প্রকাশ করে।

যীশুর আবার প্রজ্ঞার আত্মা ছিল কারণ তিনি ঈশ্বরের বাক্যে নিষ্কলঙ্কভাবে জীবন যাপন করেছিলেন এবং অন্যান্যদের শিক্ষা দিয়েছিলেন কিভাবে ঈশ্বরের বাক্য প্রয়োগ করা যায়। এবং তারপর, পরামর্শ (মন্ত্রণার) আত্মা ঈশ্বরের আত্মার নিপুণ ভাবভঙ্গীর এক অংশ। ঈশ্বরের বাক্যের অংশীদার রূপে এবং লোকেদের জীবনের জন্য এটির ব্যবহার করা অনুসারে তিনি মন্ত্রণার আত্মার প্রদর্শন করেছিলেন। যখন তিনি ঈশ্বরের বাক্য লোকেদের কাছে প্রচার করেছিলেন এবং লোকেরা ঈশ্বরের বাক্য তাদের জীবনে প্রয়োগ করেছিল, পবিত্র আত্মা সেই বাক্যকে মহা পরাক্রমে অভিষিক্ত করেছিলেন।

এবং তারপর উপাসনার আত্মা যীশু জীবনে ছিল খুবই সুস্পষ্ট। যিশাইয় আমাদের বলেন তাঁর পরম আশা ছিল আত্মার আদেশ পালন করা (উপাসনার আত্মা)। যখন আমরা চারটি সুসমাচার পাঠ করি। আমরা দেখি যীশু যখন লোকেদের প্রতি সেবাকার্য্যে রত ছিলেন না, তখন তিনি সারারাত্রি নির্জন স্থানে ছিলেন অথবা তাঁর পিতার কাছে এক উপাসনাময় প্রার্থনার মধ্যে দিবালোকের সম্মুখে উদীয়মান হয়েছিলেন।

স্বর্গের মধ্যে একটি উন্মুক্ত দ্বার

চতুর্থ অধ্যায়ে, প্রথম পদে, আমরা পাঠ করি যোহনের প্রতি তাঁর কাছ থেকে এক নিমন্ত্রণের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে এসেছিল, "এখানে উঠে এস, এরপর

যা ঘটবে তা আমি তোমাকে দেখাব," এটি ছিল এক তূর্য নির্ঘোষের মত কণ্ঠস্বর যেটি স্বর্গ থেকে তাঁর প্রকাশিত বাক্যের মধ্য দিয়ে যোহনের কাছে ঘোষিত হয়েছিল। অনেকে বিশ্বাস করে এটি এক বাইবেলভিত্তিক প্রতীকচিহ্ন যেটি মণ্ডলীর মহা আনন্দের সংকেত দেয়। প্রেরিত পৌল লেখেন যে মণ্ডলীর মহা আনন্দ তূরীধ্বনির দ্বারা নির্বাচিত হবে (১থিষলনীকীয় ৪:১৬; ১করিন্থীয় ২)।

যখন যোহন এই উন্মুক্ত দ্বারের মধ্য দিয়ে দৃষ্টিপাত করেন, তিনি দেখেন এক সিংহাসন যেটি স্বর্গের মধ্যস্থানের প্রতীক। স্বর্গের ঐ সিংহাসনের সম্মুখে তিনি দেখেন এক স্ফটিকের মত স্বচ্ছ এক কাচের সমুদ্র। উপাসনা শিবিরে এবং শলোমনের মন্দিরে ছিল এক প্রক্ষালন পাত্র, এক পুরোহিতের প্রভুর কাছে একজন পাপীর সাহায্যার্থে তাঁর মধ্যবর্তীরূপে এগিয়ে যাওয়ার সময় নিজেকে ধৌত করার জন্য। এটি এক বার্তাস্বরূপ যে এক পবিত্র ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পূর্বে আমাদের ধৌত শুচীকৃত হওয়া আবশ্যক। পুরোহিতেরা এটি অবিরতভাবে পাপীদের সাহায্যার্থে ঈশ্বরের নিকটে এগিয়ে যাওয়ার সময় পুনরাবৃত্তি করতেন কারণ পাপীদের অভ্যাসগতভাবে প্রয়োজন ছিল ক্ষমার। সিংহাসনের সম্মুখে এই কাচের সমুদ্রের মধ্যে জল স্বচ্ছ স্ফটিকের মত (কঠিন) ঘনীভূত এক অনন্তকালীন এবং স্থায়ী (অপরিবর্তনীয়) চিহ্ন রূপে প্রতিনিধিত্ব করেছিল।

পঞ্চম অধ্যায়ে, একটি গ্রন্থ সাতটি মোহর দিয়ে সীল করা আছে এবং স্বর্গের সকল কিছু জানার জন্য চেষ্টা করলে কোনোক্রমে সীলমোহর ভেঙ্গে এই গ্রন্থ খোলার যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। কোনো একজনকে পাওয়া গেল না যার গ্রন্থটি খোলার ইচ্ছা এবং পড়ার যোগ্যতা আছে। এই বাইবেলভিত্তিক প্রতীকতা আমাদের রূথের পুস্তকের কথা মনে করিয়ে দেয় এবং একজন জ্ঞাতি মুক্তিদাতার ধারণার সন্ধান দেয়। রূথের মত এক রমনীকে মুক্ত করার জন্য আকাঙ্খা করেছিলেন। রমনীর ঋণ এক নির্ঘন্টের মধ্যে সীলমোহর দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হয়েছিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তিনি উদ্ধারের জন্য তাঁর ইচ্ছা ঘোষিত এবং তাঁর গুণাবলি/যোগ্যতাগুলি প্রদর্শিত করেন নি ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁকে সেই সীল খোলার এবং নির্ঘণ্টের প্রতি দৃষ্টি পাত করার অনুমতি প্রদান করা হয় নি।

এই স্বর্গীয় বার্তার দৃশ্যে লোকেদের দ্বারা পরিপূর্ণ স্বর্গে প্রয়োজন উদ্ধার-সাধন, কিন্তু সেখানে কোনো একজনও নেই যে তাদের উদ্ধারের জন্য ইচ্ছুক এবং যোগ্য। যোহন প্রচুর পরিমাণে রোদন করেছিলেন কারণ সেখানে কোনো উদ্ধার কর্তা ছিল না। তারপর, আমরা শুনি এক শুভ সংবাদ, "কেঁদো না, দেখ, যিনি 'যিহুদা-কেশরী' ও 'দাউদ কূল তিলক' তিনি জয়ী হয়েছেন। তিনিই সাতটি

সীল মোহর ভেঙ্গে এই গ্রন্থগুলো পাঠ করতে পারেন।" এই প্রতীকের অর্থ ব্যক্ত করে যে তিনি যোগ্য, তিনি ইচ্ছুক এবং তিনি আমাদের উদ্ধারের জন্য জয়ী হয়েছেন। তিনি আমাদের উদ্ধার করেছেন (৫:৫)।

যখন স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হয় আমরা পাঠ করি যে সেই সিংহাসনের চারিপাশে রয়েছে আরও চব্বিশটি সিংহাসন সেইগুলিতে বসে আছেন চব্বিশজন প্রবীণ। এই সকল প্রবীণেরা ঈশ্বরের লোকেদের নেতৃত্বের প্রতিনিধিত্ব করেন - হয়ত ইস্রায়েলের বারো গোষ্ঠী এবং বারোজন প্রেরিত।

তৃতীয় চাবিকাঠি

তৃতীয় চাবিকাঠিটি, ঈশ্বরের লোকেদের জন্য ঈশ্বরের থেকে এই সংকেত পদ্ধতির বাণীর সংকেত ভেঙ্গে ফেলতে আমাদের সাহায্য করে, যে নির্দ্দিষ্ট কাজটি যোহনকে প্রদত্ত হয়েছিল। এই নির্দ্দিষ্ট কাজের ধরন পাটম দ্বীপের উপর যোহন কর্তৃক গৃহীত প্রকাশিত বাক্যের রূপরেখা। প্রথম অধ্যায় ঊনিশ পদে, আমাদের ঐ নির্দ্দিষ্ট কাজ ও তার রূপরেখা প্রদান করা হয়। যোহন নির্দেশিত হয়েছিলেন, "যা তুমি দেখেছ, এবং যে সকল বিষয়গুলি বিদ্যমান, এবং যেসকল বিষয়গুলি এর পরে আসন গ্রহণ করবে সেই বিষয়গুলি লেখার" জন্য।

প্রকাশিত বাক্যের প্রথম অধ্যায়ে আমরা যোহনের অভিজ্ঞতা পাঠ করি। যোহন যা দেখেছিলেন প্রথম অধ্যায়ে তার নির্দ্দিষ্ট কাজের প্রকাশিত প্রথম অংশ "তুমি যা দেখেছ সেইগুলি লেখার" জন্য তাকে বলা হয়েছিল এবং সেই সময় সেই লিখিত প্রকাশিত বাক্য এশিয়া মাইনরের সাতটি মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে লেখা। যোহন দেখার জন্য পরিবর্তিত হয়েছিলেন, ঠিক যেমন মোশি প্রান্তরের মধ্যে জ্বলন্ত ঝোপের দৃশ্যের প্রতি প্রভুকে দর্শন করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। (যাত্রাপুস্তক ৩:৩,৪)।

যোহন তাঁর কাছে ধ্বনিত সেই কণ্ঠস্বর শ্রবণ করার জন্য পরিবর্তিত হলেন এবং যখন তিনি দেখার জন্য এগিয়ে গেলেন কণ্ঠস্বর তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, লক্ষ্য করুন যোহনের কি ক্রিয়া (verb) ব্যবহার করেন আমাদের প্রতি তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা অনুসারে, তিনি বলেন, "আমি দেখেছিলাম এবং যখন আমি তাঁকে দেখেছিলাম, আমি তাঁর চরণ প্রান্তে মৃতবৎ পতিত হলাম"। এই প্রতীকতা বোধ হয়ে থাকে যে পূর্বে ঘটেছে এমন এক গভীর অভিজ্ঞতা ঈশ্বরের প্রতি এগিয়ে যাওয়ার জন্য।

সাধু যোহন এই অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করণের দ্বারা তার নির্দিষ্ট কার্য্যের প্রথম অংশ সমাপ্ত করেছিলেন। "তুমি যা দেখেছ সেই বিষয়গুলি লেখার" জন্য

যোহনকে বলার পর তাঁকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল "যেসকল বিষয়গুলি বিদ্যমান" সেই সম্পর্কে লেখার জন্য। যোহন দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের মধ্যে তার নির্দিষ্ট কাজের দ্বিতীয় অংশ সমাপ্ত করেছিলেন যখন তাতে তিনি লিখেছিলেন এশিয়ামাইনরের মণ্ডলীগুলির প্রতি পত্রসমূহ।

সংক্ষেপে, প্রথম অধ্যায় বর্ণনা করে যোহনের দেখা বিষয়গুলি যখন তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় তাঁর নির্দিষ্ট কাজের দ্বিতীয় অংশ, "যে বিষয়গুলি বিদ্যমান সেই সম্পর্কে লেখার জন্য" যে বিষয়গুলি অস্তিত্ব সাতটি মণ্ডলীর মধ্যে বিদ্যমান। ইফিষাস, স্মার্ণা, পর্গামাস, থিয়াতীরা, সার্দিস, ফিলাডেলফিয়া এবং লায়দেকিয়া, এই সকল মণ্ডলীগুলি ছিল প্রকৃত (যথার্থ) মণ্ডলী।

মনে করুন প্রকাশিত বাক্যে প্রথম অধ্যায় যোহন দেখেছিলেন সাতটি স্বর্ণময় দীপাধার? সেই সাতটি দীপাধারের মাঝখানে খ্রীষ্টের প্রকাশ হয়েছিল তাঁর কাছে। যোহনকে ব্যক্ত করা হয় দীপাধারগুলি হল মণ্ডলীগুলি। তাঁকে আবার একথাও বলা হয়েছিল যে মাঝখানের দীপাধারটি হল খ্রীষ্ট। যদিও ঐ সকল মণ্ডলীগুলিতে অনেক, অনেক সমস্যা আছে, উত্থিত জীবিত খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীগুলির মাঝখানে রয়েছেন। এই সকল মণ্ডলীগুলি পতিত হওয়ার ফলে কিভাবে ছোট হয়ে পড়ে সেটি কোনো ব্যাপার নয়; এটি কখনও ভুলবেন না ঃ খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীগুলির মধ্যবর্তী স্থানে ছিলেন। ইফিষাস মণ্ডলীর প্রতি পত্রে মূলতঃ অংশ ঃ "তুমি প্রেম থেকে বিচ্যুত হয়েছ।" এটি আমার কৌতূহল জাগিয়ে দেয় কারণ তীমথি ঐ মণ্ডলীর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। পৌল ফিলিপীয় মণ্ডলীকে বলেছিলেন যে তিনি তীমথিকে পাঠিয়েছিলেন তাদের কাছে কারণ তিনি জানতেন তীমথিয় যেরূপ প্রেমময় ছিলেন সেইরূপ প্রেম অন্যদের ছিল না। এখন এটি বোধ হয় যেন তীমথির তত্ত্বাবধানের অন্তর্গত মণ্ডলীর প্রতি পত্রটি উত্থিত খ্রীষ্ট দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়েছিল, "তোমার প্রেমের জন্য কি ঘটেছিল?" যদি আপনি অনুভব করেন যে আপনি একজন ব্যক্তি যার মাধ্যমে সদাপ্রভু লোকেদের ভালবাসেন, একটি যানবাহন হওয়ার অভিজ্ঞতা কখনও ভুলবেননা আপনি হারিয়ে যেতে পারেন। তাঁর প্রেমের দ্বারা অপরকে ভালবাসার দান তিনি আপনাকে প্রকাশ করেছেন।

চতুর্থ চাবিকাঠি

যোহনকে প্রদত্ত নির্দিষ্ট কাজের সবচেয়ে দীর্ঘতম অংশ চতুর্থ অধ্যায়ের আদিতে শুরু হয় ঃ "পরে যা কিছু আসন গ্রহণ করবে সেই বিষয়গুলি লেখ।"

প্রকাশিত বাক্যের বিশাল অংশ বিষয়গুলির সঙ্গে সম্পাদন হয়েছে সেগুলি ভবিষ্যতেও আসন গ্রহণ করবে। (ভবিষ্যতে এর সবকিছুই ঘটবে)।

চতুর্থ সংখ্যা চাবিকাঠিতে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করার জন্য আপনার প্রকাশিত বাক্যের পুস্তকের মধ্যে ছয় থেকে উনিশ অধ্যায় ক্রমানুসারে অনুধাবন করা আবশ্যক। চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় স্বর্গীয় উপাসনার এক মনোরম, সুন্দর সংকেত ভাষা বর্ণনা করে। কিন্তু যখন আপনি প্রকাশিত বাক্যের ষষ্ঠ অধ্যায় পাঠ করেন; সুর পরিবর্তন হয় এবং এটি বোধগম্যের জন্য খুবই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

ঘটনাগুলির ধারাবাহিকতা দীর্ঘদিন ধরে যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন রূপে জ্ঞাত। প্রথম ঘটনা থেকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত শেষ ঘটনা স্থান পেয়েছে প্রচুর সময় আচ্ছন্ন করে আছে। সঠিক ভাবে কত সময় নির্ভর করে কি ভাবে আপনি ব্যাখ্যা করেন এই ঘটনা গুলি এবং কি প্রকারে আপনি এই ঘটনাগুলি সময়ানুক্রমিক অনুসারে সুসজ্জিত (বিন্যাস) করেন তার উপর। সবচেয়ে সংক্ষিপ্ততম ঘটনাগুলির সাত বছর সময়টি "নিদারুণ দুঃখ ক্লেশের দিন" রূপে পরিচিত। যীশু তাঁর অলিভ পর্বতে বক্তৃতার মধ্যে বর্ণনা করেছিলেন (মথি ২৪:২১-২৯)।

বহু পণ্ডিতগণেরা বিশ্বাস করে নিদারুণ দুঃখ ক্লেশের সাত বছর সময় কাল। এই নিদারুণ দুঃখ ক্লেশ যেটি ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে উনিশ অধ্যায় প্রকাশিত বাক্যে বর্ণনা করা আছে। ঐ সকল অধ্যায় গুলিতে ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে আগত ঐ সকল অশ্বগুলি, উনিশ অধ্যায়ে মধ্যবর্তী আলোচ্য বিষয় পর্য্যন্ত ঘটনাগুলির মধ্য থেকে এক ক্ষুদ্র সাত বছর সময়কালটি কেন্দ্রীভুত করে, যাকে "যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন রূপে" চিহ্নিত করা হয়।

নিদারুণ দুঃখ কষ্টের দিন প্রকাশিত বাক্যের এই অংশের মধ্যে চিত্রায়িত হয় বিচারগুলি এক শ্রেণী / অনুক্রম অনুসারে। এই সকল বিচারগুলির যোহনের প্রকাশিত বাক্যে আপনার পাঠ করা অনুসারে, সাতটি সীলমোহর খুলে গেছে। প্রতিটি একটি সীলমোহর খোলার সময়, তথায় এক ভয়ানক বিষয় উদয় হয়! তারপর আপনি পাঠ করেন সাতটি তূরীর সম্পর্কে। প্রতিটি সময় এই সকল সাতটি তূরীর মধ্যে একটি করে আপনার কাছে তূর্যধ্বনি হলে, একটি করে অত্যধিক ভয়ানক বিচার উপস্থিত হয়।

সীলমোহর খোলা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে, আর তূরীর তূর্যধ্বনি প্রস্তুত হয় অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে। তারপর যোলো অধ্যায়ে আপনি পাঠ করেন সাতটি রোষের পাত্র সম্পর্কে। প্রতিবার এই সকল পাত্রগুলি উপুড় হওয়ার সময় সেখানে এক বিচার উপনীত হয়।

কয়েকজনের প্রত্যয় এই সকল সীলমোহর, তূরীধ্বনি এবং পাত্রগুলির বিচারসমূহ ধারাবাহিক ঘটনা। অন্যান্যদের বিশ্বাস বিচারের একটি সময় তিনটি পৃথক পথে বর্ণিত হয়েছে। এই তিনটি বিচারগুলির মধ্যে আপনার জন্য রয়েছে সংবাদ জ্ঞাপন, যেটি আপাতদৃষ্টিতে বিচার সম্পর্কে ব্যাখ্যার সংযোজন করে। অবশ্য এই ব্যাখ্যাগুলি সপ্তম অধ্যায়, দশ থেকে পনেরো এবং সতেরো থেকে ঊনিশ পর্য্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে সময়ানুক্রম অনুসারে বিন্যাস করা হয়নি।

পঞ্চম চাবিকাঠি

পঞ্চম চাবিকাঠিটি এই প্রকাশিত বাক্যের বার্তা উদ্‌ঘাটন ঃ প্রকাশিত বাক্যে পরিব্যপ্ত এই সকল সমগ্র ঘটনাগুলির নত হওয়ার সময়ানুক্রমিক পর্যায়গুলি। আমার প্রস্তাবিত সম্ভবনাময় কাল নিরূপণ বিদ্যার সম্পর্কে আমি খুবই বিনীত। যীশুর বচন অনুসারে, সেই দিনের ও সেই ক্ষণের কথা কেউ জানে না কখন শেষ দিনের আগমন হবে — স্বর্গদূতেরাও না, এমনকি ঈশ্বরের পুত্রও সেকথা জানেন না। একমাত্র পিতাই জানেন (মথি ২৪:৩৬)। যখন প্রেরিতগণ এবং প্রাথমিক শিষ্যরা যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন ইস্রায়েল রাজ্যের পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য তার করণীয় কার্যসমূহ সম্পর্কে, তিনি মূলতঃ অপরিহার্য্যরূপে উত্তর দিয়েছিলেন যে পিতা স্বয়ং যেদিন এবং যেক্ষণ নিজের কর্তৃত্বাধীনে স্থির করে রেখেছেন, তা নিয়ে কৌতূহল প্রকাশ করার অধিকার তাদের নেই (প্রেরিত ১:৭)। সুতরাং এখন আমাকে সাহায্য করুন, যদি স্বর্গদূতেরা জানেনা, যদি ঈশ্বরের পুত্র বলেন তিনিও অবগত ছিলেন না, যদি একমাত্র পিতা জানেন, কিভাবে আমরা অন্য যে কোনো কিছু না হয়ে বরং নত হতে পারি যখন আমরা এই সকল ঘটনাগুলি "সময় ও কাল" গুলি সময়ানুক্রমিক অনুসারে একসঙ্গে স্থাপন করার জন্য প্রচেষ্টা করি?

এই সকল ঘটনাগুলির মধ্যে একটি ঘটনা মণ্ডলীর মহানন্দ। জগতের বাইরে মণ্ডলী তুলে নিয়ে গেলে আমরা প্রত্যাশা করতে পারি পৃথিবীতে নিদারুণ দুঃখ ক্লেশের দিন উপস্থিত হয়। তখন আপনাদের রয়েছে খ্রীষ্টের প্রকৃত দ্বিতীয় আগমন যেখানে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন, জগতের বাইরে মণ্ডলীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য নয়, কিন্তু এই পৃথিবীতে তার মণ্ডলী সহ রাজত্ব করতে। কয়েকজন বিশ্বাস করে যে রাজত্ব অবিকল এক রাজ্যের মত হবে সেটি হাজার বছর ধরে বিরাজ করবে। বিশ্বাসীরা এই ভাবে তাদের এই সকল ঘটনাগুলি ব্যাখ্যাকে বিভক্ত করেছিল। যে সকল সময়ানুক্রমিক পর্য্যায়গুলি আপনি সম্পাদন করেন এবং এই সকল ঘটনা ব্যাখ্যা করেন, অনেক বিশ্বাসীরা আপনার প্রতি ভিন্নমত প্রকাশ করবে। আপনার কাল নিরূপণ সম্পর্কে এই সকল অনুবাদ ব্যাখ্যাকরণ সম্পর্কে নত হন।

ষষ্ঠ চাবিকাঠি

আমাদের এই পুস্তকটি পাঠ করার সময় অনুধাবন অপেক্ষা উপাসনা করার জন্য আমাদের এই প্রকাশিত বাক্যের পুস্তকটির পাঠ করার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যারা এই গ্রন্থের ভাবোক্তি পাঠ করে / ভাবোক্তি বাণী শোনে এবং এই পুস্তকের কথনগুলি যারা সুরক্ষিত রাখে তাদের উপরে প্রতিশ্রুত আর্শীবাদ গুলি বর্ষিত হয় (২২:১৮)। এই পুস্তকের মধ্যে অনেক ধর্মীয় সত্যতা গুলি রচিত আছে। বিশেষ ভাবে মণ্ডলীদের প্রতি পত্রসমূহতে — যেগুলি নির্দেশমূলক এবং ধর্মীয়। প্রকাশিত বাক্যে এই বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য ঘটনাগুলি উপদেশ আমাদের অনুধাবন করা আবশ্যক এবং সেইগুলি পালন করার জন্য আমাদের উপদেশ দেওয়া হয়। বিশ্বাসীদের এক প্রবণতা থাকে ঈশ্বর এবং পুনরুত্থিত খ্রীষ্ট যিনি যোহনের প্রতি প্রত্যাদেশ দিয়েছিলেন তাদের উপলব্ধি করা অপেক্ষা এই গ্রন্থটি অনুধাবন করে উপাসনা করার জন্য।

পুস্তকটির শেষ প্রান্তে দুটি ঘটনার উপর প্রিয়তম প্রেরিত আদর্শরূপে গঠন করেন এই চাবিকাঠি। আমরা পাঠ করি, যে স্বর্গদূত এই সকল প্রতীকগুলি তাঁর জন্য অনুবাদ করেছিলেন যোহন তার চরণে প্রনত হন এবং তাঁর আরাধনা কেন তিনি করেছিলেন আমরা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারি কিন্তু স্বর্গদূত বলেছিলেন, "দেখিও এমন কর্ম করিও না; আমি ঈশ্বরের একজন সেবকমাত্র, ঠিক তোমার এবং তোমার ভ্রাতা ও ভগিনীদের মত যারা যীশুর প্রতি তাদের বিশ্বাসের সাক্ষ্য দেয়।" (১৯:১০, ২২:৮)

প্রকাশিত বাক্যের গ্রন্থটি পাঠ করার জন্য এটি এক সুস্পষ্ট উক্তি। সকল কিছু অনুধাবন করার জন্য এটির অভিপ্রায় নয় বরং যীশুকে উপলব্ধিকরণে যোহনের সুসমাচার যেভাবে আপনি অধ্যয়ন করেন সেইভাবে প্রকাশিত বাক্যের পুস্তকটি পাঠ করার জন্য। তারপর আপনার দেখা যীশুর প্রতি ভজনা করুন এবং ঈশ্বরের আরাধনা করুন। আরাধনা এবং বিস্ময় ও শ্রদ্ধাভক্তি মিশ্রিত ভয়ের প্রতি আপনার অনুভব ও বিচার শক্তিকে প্রকাশিত বাক্যের দ্বারা বৃদ্ধি পেতে দিন। এবং এই পুস্তকটি পাঠ করা অনুসারে আপনি ঈশ্বরের উপস্থিতির মধ্যে আবিষ্ট হন।

সপ্তম চাবিকাঠি

সপ্তম চাবিকাঠিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য, "কেন প্রভু আমাদের ব্যক্ত করছেন এই সকল বিষয়গুলির ভবিষ্যত সম্পর্কে।" অনেকদিন পূর্বে আমরা পেয়েছি, যখন ঈশ্বর পর্দা সরিয়ে দেন এবং কিভাবে শেষে এ সকল

হতে চলেছে সেই সম্পর্কে আমাদের কিছু জানান; তার সেই পর্দা সরিয়ে দেওয়ার জন্য এক অভিপ্রায় থাকে।

প্রয়োগবিধিটি বোধ হয় এটি হতে পারে; "আমি তোমাদের যা কিছু পর্দার পিছনে দেখিয়েছি ঘটনাটির এই আলোকের মধ্যে সে সব ঘটতে চলেছে। এই বর্তমান দিকেও পরিস্থিতিতে ঠিক এখন তোমার কি ধরনের লোক হওয়া উচিত? কি ধরনের পবিত্র জীবনে তোমার বসবাস করা উচিত?" তিনি আকাঙ্খা করেন বাইবেলের শেষ এই পুস্তকের মধ্যে প্রকাশিত সকল আলোকপাত আমাদের দৈনন্দিন জীবন ধারায়, আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করুক।

অষ্টম চাবিকাঠি

পর্দার পিছনে আপনার দৃষ্টি অনুসারে ইচ্ছামত চিন্তাধারার প্রতি সতর্ক হন এবং দেখুন কি ঘটতে চলেছে যতদূর সম্ভব অনন্তকালীন রাজ্য বিবেচিত হয়। আমাদের পদে উদ্ধৃত শাস্ত্রের বচন সমাধিস্থ হওয়ার বাইরের জীবন সম্পর্কে চিহ্নগুলি দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে। অনেকে এই ধরনের শাস্ত্র অনুবাদ করে তারা তাদের অনন্তরাজ্য যে ভাবে চায়। প্রকাশিত বাক্যের সত্যতা আমাদের ইচ্ছামত চিন্তাধারার দ্বারা নির্ধারিত হয় না। আপনি যদি সত্যই প্রকৃতরূপে জানতে চান এই জগতের সমাধিস্থ হওয়ার বাইরের জীবন সম্পর্কে, আপনার এক উন্মুক্ত মনে এই পুস্তকটি পাঠ করতে হবে।

নবম চাবিকাঠি

নবম চাবিকাঠির সন্ধান পাই আমরা পঞ্চম এবং চতুর্থ অধ্যায়ের মধ্যে। স্বর্গের উন্মুক্ত দ্বারের প্রতি দৃষ্টিপাত করা অনুযায়ী, পর্য্যবেক্ষনটি নিরূপণ করুন এই দুই সুন্দর অধ্যায়ের প্রতিটি উল্লেখিত প্রতীক চিহ্ন তাদের সিংহাসনে উপবিষ্ট করণের প্রসঙ্গ অনুযায়ী বর্ণিত আছে। যে সিংহাসনটি স্বর্গের মধ্যবর্তী অংশ (টেবিল)। সিংহাসনের মাঝখানে আছে দীপাধারটি। সিংহাসনের চারিদিকে রয়েছে আরাও চব্বিশটি ছোট ছোট সিংহাসন। সেই সিংহাসন থেকে নির্গত হচ্ছে বিদ্যুৎ শিখা, ধ্বনিত রঙ্গ ও বজ্রনিনাদ। সিংহাসনের সম্মুখে জলছে সাতটি দীপ্ত প্রদীপ। সিংহাসনের সামনে রয়েছে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ এক কাচের সমুদ্র। সেই সিংহাসনের চতুর্দিকে শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল অনেক স্বর্গদূতের কণ্ঠস্বর।

চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে ঈশ্বরের সিংহাসনে চারিদিকে বিদ্যমান বহু সনাতন পুরুষ এক নতুন গান গাইছেন। এটি অতি মনোরম দৃশ্য! অবশ্য, সিংহাসনে উপবিষ্ট মেষশাবকটিকে অভিবাদনরত আপনাদের পাপীরা থাকে যারা সিংহাসনের সম্বন্ধযুক্ত কোনো আসন পায় নি। আমরা নিজেরাই সমাপ্ত

করি, পাপীরা নরক থেকে তাকে অভিবাদন করে থাকে, কারণ তারা স্বর্গে মহান স্থান পায়নি। এটি কি ভয়ানক দৃশ্য।

দশম চাবিকাঠি

প্রকাশিত বাক্যের মধ্যে লক্ষ্য করুন যে দুটি নাটকীয় ঘটনা ব্যক্ত হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। একটি স্বর্গীয় নাটক ব্যক্ত হয় অধ্যায় ৪,৫,১৯,২০,২১, এবং ২২ এর মধ্যে এবং একই সময়ে আপনাদের কাছে বিদ্যমান এক জাগতিক নাটক ব্যক্ত হয়ে থাকে ৬,৮,৯,১৬,১৯ এবং ২০ অধ্যায়ে। ১৯ এবং ২০ অধ্যায়ে ঠিক মাঝখানে বিভক্ত হয় তারা উভয় নাটক ব্যক্ত করার জন্য।

একাদশ চাবিকাঠি

এটি যীশু খ্রীষ্টের প্রত্যাদেশ, প্রকাশিত বাক্যের পুস্তকটি নয়। প্রথম অধ্যায় থেকে বাইশ অধ্যায় পর্য্যন্ত যীশু খ্রীষ্টের এক অবিরত প্রত্যাদেশ। যেমন আপনি অন্বেষণরত ছিলেন যোহনের সুসমাচারে এবং এমনকি পুরাতন নিয়মের মধ্যে প্রকাশিত বাক্যের পুস্তকের মধ্যেও যীশু খ্রীষ্টের জন্য অবলোকন করুন। দেখুন খ্রীষ্ট প্রকাশিত হয়েছিলেন প্রভুদের প্রভু এবং রাজাদের রাজা রূপে।

দ্বাদশ চাবিকাঠি

যোহন ব্যক্ত করেছিলেন যে ভবিষ্যতে যা কিছু ঘটবে সেই বিষয়গুলির এক প্রত্যাদেশ থাকার জন্য তিনি ব্যক্ত করে চলেছেন। (৪:১) যেহেতু পরাক্রমশালী ঈশ্বর এক ন্যায়পরায়ণ ধার্মিক ঈশ্বর, এবং এই জগতে কত পরিমান অবিচার / অন্যায় আছে। সাধু যোহনের প্রতি প্রদত্ত এই প্রকাশিত বাক্যের মধ্যে বর্ণিত বিচার সমূহের ন্যায় সেখানে এক চূড়ান্ত বিচারক হওয়ার প্রস্তাবনা বিদ্যমান।

ত্রয়োদশ চাবিকাঠি

যদিও আমাদের অনুধাবন অপেক্ষা উপাসনার জন্য পাঠ করা উচিত। এই প্রকাশিত বাক্য পাঠ করুন সেখানে আপনি বুঝতে পারেন প্রচুর বিষয় আছে উপলব্ধি করার জন্য। এক প্রতিশ্রুত আর্শীবাদ আছে যদি আপনি এই পুস্তকটি পাঠ করেন, প্রকৃত রূপে এই গ্রন্থের বাণী শ্রবন করেন এবং তারপর সেই বাণী আপনার জীবনে প্রয়োগ করুন (২২:১৮)।

চতুর্দশ চাবিকাঠি

আপনার এই বাইবেলের এই শেষ পুস্তকটি পাঠ করা হয়ে গেলে শাস্ত্রের অন্যান্য অনুচ্ছেদগুলি শেষে বিষয়গুলি সম্পর্কে আমাদের যেটি ব্যক্ত করে তার সঙ্গে এই পুস্তকটি এবং তার সকল অনুচ্ছেদগুলি তুলনা করুন, যেটি

(eschatological) এসকাটোলজিক্যাল, (শেষ বিষয়গুলির সঙ্গে যা করা হয়)। প্রেরিতদের ও যীশুর শিক্ষার জন্য ভাববাদীদের থেকে উচ্চারিত শাস্ত্রের এই সকল অনুচ্ছেদগুলি আপনাকে প্রশ্নদ্বারা চ্যালেঞ্জ করবে। "আজকের দিনে আপনার জীবন ধারণ করা অনুসারে আপনার মূল্য বিচারের প্রতি আপনি কি বিশ্বাস করেন, সেই বিষয়গুলির সুনিশ্চিত , সম্পূর্ণ প্রকৃতি প্রভাবিত করতে আসার জন্য আপনার পঠিত ধারণা কিভাবে বিদ্যমান?"

আমরা এই প্রত্যাদেশ থেকে শিক্ষালাভ করি যে সনাতন পুরুষেরা (পুন্যাত্মাদের) সিংহাসনে চারিদিকে উপবিষ্ট হয়ে নতুন গান গাইছিলেন তারা প্রত্যেক গোষ্ঠী, ভাষা, সমাজ, জাতির এবং লোকেদের থেকে আগত হয়ে থাকবেন (৫:৯)। যখন আপনি চিন্তা করেন কিভাবে তারা স্থান পেয়েছিল সেই সম্পর্ক, যীশু খ্রীষ্টের মহা ক্ষমতার আপনার দৃষ্টিভঙ্গিকে কিভাবে প্রভাব ফেলে এবং সদাপ্রভুর কার্য্যের প্রতি যিনি আজকের দিনের সমগ্রজগতের উপর তার মণ্ডলী নির্মাণ করে চলেছেন?

ঈশ্বরের বাক্য শুরু হয় মানুষের প্রতি ঈশ্বরের এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসাকরার দ্বারা "তুমি কোথায় আছ?" বাইবেল আমাদের কাছে অন্য আরেক ভয়ানক প্রশ্ন উপস্থাপন করার দ্বারা সমাপ্ত হয় : তুমি কোথায় থাকবে যীশু খ্রীষ্টের এই প্রকাশিত ভয়ানক প্রশ্ন করার মধ্যে বর্ণিত ঘটনাগুলির যখন ঘটবে। সেখানে প্রকৃতভাবে ঠিক দুটি সম্ভাবনা থাকে। হয় তুমি সেই স্বর্গের সিংহাসনের চারিদিকে উপবিষ্ট সঙ্গীত পবিবেশনকারী সনাতন পুরুষদের সঙ্গে থাকবে নতুবা নরকে পতিত মেষশাবককে অভিবাদনরত পাপীদের সঙ্গে থাকবে। কোথায় তুমি থাকবে সেটিই নির্ধারিত হবে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রতি তোমার উত্তর দানের মধ্য দিয়ে, এখন তুমি কোথায় আছ তার মাধ্যমে।

মণ্ডলীর ইতিহাসের সমগ্র শতাব্দী ধরে লক্ষ লক্ষ লোকেরা বাইবেলের শেষ পুস্তক পাঠ করার দ্বারা বিশ্বাসের প্রতি ধাবিত হয়ে চলেছে। আমার প্রার্থনা এই যে যদি আপনি যীশু খ্রীষ্টকে আপনার পরিত্রাতা রূপে গ্রহণ করে না থাকেন এবং তাঁকে প্রভুদের প্রভু এবং রাজাদের রাজা রূপে মুকুট দ্বারা সুশোভিত না করে থাকেন, এই সংক্ষিপ্ত প্রকাশিত বাক্যের পরিদর্শন আপনাকে ঐ সকল সিদ্ধান্ত গুলি নিতে অনুপ্রাণিত করবে, যে সিদ্ধান্তটি আপনার অনন্তকালের যোগ্যতার নির্ধারণ করবে।

ইব্রীয় থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত

বেদ পাঠশালা

পঞ্চদশ অধ্যয়ন পুস্তিকা

ইব্রীয়, যাকোব, I এবং II পিতর,
I, II, III যোহন, যিহুদা এবং
প্রকাশিত বাক্য